আজকাল প্রকাশন ৫.০০ টাকা ১০ এপ্রিল ১৯৮৭

খেলা



বিশেষ
সুনীল গাভাসকার
সংখ্যা



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ও স্ক্যান ঃ সুমন ব্যানার্জী

এডিট ঃ সুজিত কুণ্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

Congratulations

SUNIL GAVASKAR

FOR WINNING MAN OF THE MATCH

WORLD CUP TROPHY





STATUTORY WARNING CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH

খেলা

১০ এপ্রিল, বর্ষ ৬ সংখ্যা ৮
আজকাল প্রকাশনের
খেলার কাগজ



সম্পাদক :
অশোক দাশগুপ্ত

সুনীল সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা

সুদীর্ঘ সাক্ষাৎকার

সুনীলের বাড়ি ও পরিচিত পরিবেশে

● নায়ক সম্পর্কে নক্ষত্ররা ● নায়কই বলছেন ● সানি নিজেই ● পরিসংখ্যান ● অ্যালবামে সানি।

প্রচ্ছদের ছবি : সুমন চট্টোপাধ্যায়
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা স্বপন রায়
অলংকরণে : দেবব্রত ঘোষ, স্বপন রায় ও অরুণাভ চ্যাটার্জি
অন্যান্য ছবি শান্তি সেন, সদ্যাৎ দে , জহর রায়, শ্রেণিক শেঠ, রাজা ধর, সুমন চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ সাধু, অমিয় তরফদার এবং এস এস কাজিলাল।

প্রতাপকুমার রায় কর্তৃক কম্পু-কম্পোজিং অ্যান্ড প্রিন্টিং (ক্যালকাটা) প্রাইভেট লিমিটেড, ৯৬ রাজা রামমোহন সরণি, কলিকাতা-৯ হইতে প্রকাশিত এবং মুদ্রিত। ফোন : ৩৫-৩৬৭১, ৩৫-৩৬৭২, ৩৫-৫৪৮৪, ৩৬-৬০৯৮।

দাম পাঁচ টাকা। বিমান মাশুল–ত্রিপুরা, প্রতি কপি ২০ পয়সা, উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্যস্থানে ২৫ পয়সা।



সানি গাভাসকার সমীপেষু

'সানি, সানি, মোদের নয়ন মণি।
মধুর চেয়ে মধুর বলে তোমায় মোরা জানি।'

প্রিয় সানি,

ভেবে পাচ্ছি না চিঠিটা কি বলে শুরু করব দশহাজার রানের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে? না: সানি এর জন্য আর কি অভিনন্দন জানাব? যা অবশ্যম্ভাবী ছিল, যা প্রকৃতির অমোঘ নিয়মের মত অনিবার্য তাকে আমরা অভিনন্দন না জানালেও চলে। সূর্য ওঠে বলে, পৃথিবীর ঘোরে বলে আমরা কি তাদের অভিনন্দন জানাই, তাহলে কি ব্যাঙ্গালোরের ৯৬ রানের রাজসিক ইনিংসটির জন্য আপনাকে ভালবাসার বন্যায় ভাসিয়ে দেব, যে অপূর্ব ইনিংসটিকে দেখে পাকিস্তানী ধারাভাষ্যকার ওমর কুরেশী বলেছেন এ হচ্ছে এমন একটা ইনিংস যা ভিডিওতে তুলে রেখে ক্রিকেটারদের দেখানো উচিত। জয়সীমা বলেছেন টার্নিং পিচে কিভাবে খেলতে হয় সানি তা দেখিয়েছেন। না, এই ইনিংসটির জন্য আপনাকে কমপ্লিমেন্ট দেওয়ার অধিকার আমাদের নেই। এর জন্য বহু ক্রিকেট বোদ্ধা আছেন। তার চেয়ে যে বিষয়টি আজকাল আমাদের মত গাভাসকার ভক্তদের সবচেয়ে আলোচিত করছে তা নিয়েই লিখি। 'আজকাল' পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারলাম আপনি নাকি ব্যাঙ্গালোরেই শেষ টেস্ট খেলছেন। না, সানি না, এমন হৃদয়বিদারক সিদ্ধান্ত আপনি নেবেন না। ভারত আপনার সিকিভাগ প্রতিভার একজনকে এখনও পায় নি। কি হবে ভারতের? জানেন সানি, আমরা কিন্তু এই বিচিত্র দেশের সেই সব হতভাগ্য মানুষদের মধ্যে নই যারা আপনাকে মাথায় করে রাখার বদলে পায়ে দাবানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে, ভারত সম্রাজ্যের দশহাজারী মনসবদারটিকে ছোট করার জন্য যারা গলা ফাটায়, আপনি শূন্য রানে আউট হলে যারা বলে 'সানি ডেজ আর ওভার।' আমরা দেশীয় কাঁকড়াদের মত আপনার পা ধরে গর্তে নমানোর অক্ষম চেষ্টা করি না। আমরা হচ্ছি সেই শিবিরের মানুষ – আপনি শূন্য রানে প্যাভিলিয়নে ফিরলে যাদের মুখ শুকিয়ে যায়, আপনার ব্যাট করার সময় যারা ঈশ্বরের নাম জপ করে আপনার মঙ্গল কামনায়, আপনার রানের সংখ্যা বাড়লে, আপনার সৌন্দর্যময় কভার ড্রাইভ দেখলে যাদের চোখ বেয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ে। আপনার কথা বলতে গিয়ে গর্বে যাদের বুক ফুলে ওঠে আমরা সেই ভাগ্যবানদের দলে। আপনার বাঁধানো ছবিতে হোলির দিন আবীর অথবা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন ভাইফোঁটা দিতে আমরা ভুলি না। প্রিজ সানি, আমাদের কথা ভেবে আপনি অন্তত খেলা ছাড়বেন না।' আমরা যে বেকার' হয়ে যাব সানি। আমাদের যে কিছুই করার বা দেখার থাকবে না।

কারুর জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার থাকবে না। আমরা যে দেখতে পাবো না আমাদের লিটল মাস্টারের দৃঢ়, আভিজাত্যপূর্ণ পদক্ষেপ যা ক্রিকেটকে রাজকীয় করে, সেই ভুবনমোহন হাসি যা পাথরকেও গলিয়ে দেয় অথবা দৃষ্টিনন্দন কভার বা স্ট্রেট ড্রাইভ যা হীরের ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখার মত। এই সতের বছর ধরে ইনিংস ওপেন করতে এসে আপনাকে দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করতে হয়েছে। এবার স্রেফ নিজের জন্য আপনি একটু ক্রিকেট খেলুন। তাছাড়া ব্যাঙ্গালোরে টার্নিং পিচে ভারতীয় ব্যাটিংয়ের দৈন্য দাঁত খিচিয়ে আমাদের উপহাস করেছে। আপনি খেলা ছেড়ে দিলে ভারতীয় ক্রিকেটের মেরুদন্ড ভেঙে যাবে। এই ভাবে ভীষ্মের মত ইচ্ছামৃত্যু ডেকে এনে আপনি ভারতীয় ক্রিকেটকে হতশ্রী করে দেবেন না। আমরা জানি, আপনি হচ্ছেন সেই মুষ্টিমেয়দের একজন যাঁদের কথার সঙ্গে কাজের খেলাপ হয় না। কিন্তু সানি একবার অন্তত একবার আপনি কথার খেলাপ করুন। যদি মনেমনেও অবসর নেওয়ার কথা ভাবেন, তা মন থেকে মুছে ফেলুন। আমরা জানি ইচ্ছা করলে আপনি এখনও পাঁচ বছর সমানভাবে বোলারদের উপর কর্তৃত্ব করতে পারবেন। সবশেষে মানুষ সানি, স্পোর্টসম্যান সানিকে জানাই আমাদের হৃদয়ের সংগ্রামী সেলাম।

মালবিকা চট্টোপাধ্যায়
মুকুলিকা চট্টোপাধ্যায়
দূর্গাপুর-১০

ময়না তদন্ত

সমাপ্ত হল আর একটি সিরিজ। টেস্ট ও একদিনের আন্তর্জাতিক উভয় বিভাগেই চমৎকার পেশাদারী মনোভাব, সুনিপুণ দল পরিচালনা, দুর্দান্ত স্পিরিট ও লড়াকু দৃষ্টিভঙ্গির দৃষ্টান্ত রেখে ইমরান খান অ্যান্ড কোম্পানী কপিল বাহিনীকে পর্যদস্ত করে গেল। অভিনন্দন ইমরান বাহিনী।

এই সিরিজের প্রাক্কালে আমরা বিশেষ করে দুটি বিষয়ের উপর নজর আবদ্ধ করে রেখেছিলাম। প্রথমত গাভাসকার অনতিক্রম্য (?) দশ-হাজার রানের মাইলস্টোনে পৌঁছাতে পারেন কিনা? দ্বিতীয়ত: ইমরান খান এই উপমহাদেশের দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসেবে ৩০০ উইকেট দখল করতে পারবেন কিনা? প্রথমটি সফল হলেও দ্বিতীয় ঘটনার জন্য আমাদের আর একটি সিরিজের দিকে তাকানো ছাড়া উপায় নেই।

পাকিস্তানীরা তরুণ দল নিয়ে ভারতে এলেও এখন তারা একটি সুসংহত দল তৈরী করে নিয়েছে বলে মনে হয়। রামিজ রাজাকে তারা ওপেনার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। এছাড়াও শোয়াইব মহম্মদ এবং একদিনের ম্যাচে সুযোগ পাওয়া ইজাজ আমেদও নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পেরেছেন। কিন্তু ভারতীয়রা, বিশেষ করে লালচাঁদ



রাজপুত সুযোগ পাওয়া সত্বেও গাভাসকারের উত্তরসূরী রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। সফল হননি রমন লাম্বা ও আজহারউদ্দিন (একদিনের কথা বলছি)। ইমরান খানের অনুপস্থিতি-তে ওয়াসিম আক্রাম ও সেলিম জাফর পাকিস্তানের আক্রমণ ভাগের দায়িত্ব গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন। পক্ষান্তরে কপিলের পরে কে ভারতীয় বোলিং আক্রমণের দায়িত্ব নেবেন আর একটি সিরিজের পরও তা নির্ধারিত হল না। চেতন শর্মা যেন ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছেন, কুলকার্নি কিংবা প্রভাকর কেউই নজর কাড়তে পারেন নি। তবে প্রভাকরের একদিনের শেষ আন্তর্জাতিকে সেঞ্চুরিটি তাঁকে একদিনের ম্যাচের ওপেনিং ব্যাটস্‌-মান রূপে স্বীকৃতি দিতেও দিতে পারে। অভিনন্দন প্রভাকর ভারতীয়দের মধ্যে সর্বোচ্চ কিং প্রমাণ করলেন তিনিই একজন আমাদের একমাত্র স্ট্রাইক বোলার। ক্রমশঃই পরিণতিতে [illegible] তাঁর বোলিং এ। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ব্যাঙ্গালোর টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে তিনিই তেমন কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারলেন না। তবে প্রথম ইনিংসে ১০০ রানে এগিয়ে থাকার যে সুযোগ তিনি সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা তা পূরণ করতে পারেন নি।

ভারতীয় ক্রিকেটের ময়না তদন্ত'এ বসেছি অথচ গাভাসকার সম্পর্কে দুচার কথা না বললে যেন এই তদন্ত অসম্পূর্ণ থেকে যায়। গাভাসকার আবারও প্রমাণ করলেন তিনি কতবড় ব্যাটসম্যান। ব্যাঙ্গালোরের ঘূর্ণি বলের বিরুদ্ধে যেভাবে তিনি একা লড়ে গেলেন তা অবিস্মরণীয়। কিন্তু তবুও প্রশ্ন থেকে যায়। গাভাসকারের বিরুদ্ধে কিছু লিখলেই সম্পাদক মহাশয় থেকে শুরু করে খেলার সবাই সেই লেখার বিরুদ্ধে একহাত নিতে ছাড়েন না, তবুও লিখছি নাগপুরে একদিনের ম্যাচে তিনি ২০ রান করেছেন বটে কিন্তু প্রথমদিকে তিনি এমন রক্ষণাত্মক খেলা খেললেন তার ফলে বলতে গেলে রানরেট আয়ত্বের বাইরে চলে গেল। পাশাপাশি তিনি রান আউট থেকে বাঁচার জন্য আপ্রাণতো দূরের কথা চেষ্টাই করলেন না।

শেখ কামাল উদ্দিন
আদহাটা, ২৪ পরগনা

মোটেই লড়াকু নন

দর্শক হিসাবে এবং ভারতীয় ক্রিকেটের কথা চিন্তা করে, আমি চাইব গাভাসকার এখনও খেলা চালিয়ে যান। তিনি যদি আর কিছুদিন টেস্ট খেলেন, তাহলে সম্ভবত তিনি পুত্র রোহনের সঙ্গেও টেস্ট খেলতে পারবেন। আর সেটা হবে গাভাসকারের রেকর্ড ডায়েরীর আর একটি সংযোজন। তবে গাভাসকারের অধিনায়কত্ব ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে সবাই সায় দেবেন কি না সন্দেহ রয়েছে। বোম্বাইয়ের ক্রিকেটারদের মধ্যে একমাত্র অজিত ওয়াদেকার ছাড়া সবাই রক্ষণাত্মক। গাভাসকারও ব্যতিক্রম নন। অধিনায়ক হিসাবে গাভাসকার মোটেই কপিলের মত লড়াকু নন। কপিলের মত আক্রমণাত্মক অধিনায়কই পারেন, টেস্ট খেলার আকর্ষণ বাড়াতে।

নিশীথকুমার ঘোষ
উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া



দেখুন, লেখাটেখা আমার আসে না। বানান ভুল আছে গাদা গাদা, ভাষার ভুলও বিস্তর, সবকিছু নিশ্চয় ঠিকঠাক করে দিয়েই ছাপা হবে খেলায়, যদি আদৌ ছাপা হয়। আর, যদি লিখতেই পারব ভাল, গুছিয়ে সব বলতেও পারব ঠিকঠাক, কেনই বা ভিডিও লাইব্রেরীর অলপারপাস পিওন হয়ে দিন কাটাতে হবে আমাকে? স্কুলে পড়ার সময় ভেবেছিলাম, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল করেই জীবনটা কেটে যাবে। পড়াশুনোর ধার-কাছ দিয়ে যেতাম না, মা-বাবার কথা এ কান দিয়ে ঢুকিয়ে ও কান দিয়ে বার করে দিয়েছি, ফুটবল ছাড়া জীবনে ছিল বলতে ঐ হিন্দি সিনেমা, ঢিসুম-ঢুসুম। ফুটবলের আর সিনেমার গুরুদের নিয়েই দিন কেটে যাচ্ছিল বেশ, ক্রিকেট-ফিকেট বুঝতাম না। বুঝি না এখনও, কিন্তু মাঝে অনেক ব্যাপার ঘটে গেছে, যা বলার জন্য এত চেষ্টা। আটাত্তরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে টেস্টম্যাচ দেখতে ইডেনে ঢুকেছিলাম। নিশির ডাক শুনিনি কখনও, কিন্তু আপনারা জানেন কিনা জানি না, ময়দানের একটা দুপুরের ডাক আছে। সে ডাক যারা শোনে, তারা ঘরে স্কুলে কলেজে বসে থাকতে পারে না। স্কুল সবে ছেড়েছি তখন, দুপুরে খেয়েই শুনতাম ঐ দুপুর-ডাক, ছুটে যেতাম বিখ্যাত বটতলায়, প্রিয় ক্লাবের টেন্টের কাছেও। কত ফিসফিস জটলা, কত রাজাউজির খুন, আসন্ন মরসুমের জন্য কত না গুজবের ফানুস। সেদিন ইডেনের পাশ দিয়ে যাবার সময় একেবারে মুখোমুখি, পাড়ার সেলুনের মালিক রসিকবাবুর। লাঞ্চ হয়েছে, জরুরী কাজে চলে যাচ্ছেন, তাঁর টিকিটটা নিয়ে আমি যেতে পারি টেস্টম্যাচ দেখতে। টেস্টের টিকিট কেনা বা পাওয়ার সময় স্বপ্নেও ভাবিনি কখনও, রসিকবাবুর কথায় গায়ে কাঁটা দিল যেন। সুরসিক সেলুন-মালিক হাতে টিকিট দিয়ে বলে গেলেন, 'কাজ পড়ে গেল, আমার লাকটা খারাপ, কিন্তু তোমার লাকটা ভাল, গাভাসকার ব্যাট করছে এখনও।' গা-গা-ভা-স-কা-র? ক্রিকেট বুঝিনি কখনও, কিন্তু গাভাসকার তো আমারও হিরো। এত এত রান, কী সুন্দর দেখতে, কাউকে কেয়ার করে না। গেটের ভদ্রলোক নিশ্চয় বুঝেছিলেন, ছেলেটা একদম নভিস, কারও টিকিট হঠাৎ পেয়ে চলে এসেছে। কেমন যেন মুচকি হাসলেন। মাঠে ঢুকেও কেমন যেন মনে হল। এসব ফুটবল মাঠে হয় না। হৈ-হৈ করে খেয়ে যাচ্ছে সবাই, কলা পাঁউরুটি কমলা ডিম লুচি মাংস এমনকি ভাত-মাছও! দু-একজন নিশ্চয় অন্য কিছুও খেয়েছিল, মুখ থেকে গন্ধ বেরোচ্ছিল খুব। শুনেছিলাম বড়লোকের মেয়েরা উল বোনে ক্রিকেট মাঠে, তা অবশ্য দেখলাম না। মেয়েরা শুধু বড় বড় সানগ্লাস-পরা চোখে প্যাভিলিয়নের দিকে তাকিয়ে ছিল, যদি কাউকে একটু দেখা যায়।

খেলা শুরু হতেই মাঠের চেহারা পাল্টে গেল। মেয়েরা 'কী সুইট কী সুইট' বলতে বলতেই খেলা দেখতে লাগল। চারপাশে অনেকেই কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। আমার পায়ে লেগে পাশের ভদ্রলোকের চটি পড়ে যেতেই কী চিৎকার নতুন নাকি, অ্যাঁ! জানা গেল, উনি আগের দিন থেকেই ঐ পজিশনে চটি রাখছেন, গাভাসকারের ইনিংস অমর রাখার জন্য তুক। রাতেও চটিজোড়া ঐ পজিশনে রেখে গিয়েছিলেন কিনা, জানা হল না। সেই শুরু। ক্রিকেট মাঠে ঢোকার।

ভালবাসা

তিরাশিতে ভারত ওয়ার্ল্ড কাপ জিততেই বুকের মাপ দু-ইঞ্চি বেড়ে গেল। ফুটবল মাঠে টীমের জেতার আনন্দ এই জেতার কাছে কিছু না। ভারত নামে একটা দেশের মানুষ হিসাবে এই প্রথম গর্বিত হলাম। পড়াশোনা মন দিয়ে করিনি, দেশপ্রেম জিনিসটা কী, জানব কী করে বলুন। ততদিনে, তিরাশির প্রথম দিকেই ভিডিও লাইব্রেরীর চাকরিটা পেয়ে গেছি। বড় কাজ খদ্দেরদের বাড়ি বাড়ি ক্যাসেট পৌঁছে দিয়ে আসা, নিয়ে আসা। পাড়ার নতুন উঁচু ফ্ল্যাট বাড়িটায় এসেছেন এক নামী ক্রিকেটার। গায়ে পড়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ জমালাম। রঞ্জিট্রফি খেলেন, চেনেন নিশ্চয় গাভাসকার কপিলদের। যদি একবার গুরুদের সঙ্গে আলাপটুকু করা যায়। গাভাসকারের হাতটা একটু ধরব শুধু। মাস খানেকের মধ্যে ক্রিকেটারের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল বেশ। আমি আবদার করার আগেই তিনি বলে ফেললেন একদিন, 'নতুন এসেছি এখানে, খুব অসুবিধে তুমি তো বাচ্চা ছেলে, ইয়ে কী বলব ফিল্ম আনবে এই শনিবার? মনটা তেতো হয়ে গেল। এই লোকটার কাছে গাভাসকারের কথা বলা যায় না।

তিরাশির ইডেন টেস্ট। গাভাসকার ব্র্যাডম্যানকে টপকে যাবেন এখানেই, সবাই ভাবল,আমিও। ঘন্টা ভেঁপু আরও কত কী নিয়ে মাঠে গেলাম মুখে আঙুল পুরে কত সিটি। আমার মত দর্শকদের দেখে কেউ কেউ কানে কানে বলে পাশের ভদ্রমহিলাকে, 'টিপিকাল ফুটবল পাবলিক।' বলুক গে। গাভাসকার আউট হলেন প্রথম বলেই। ঠান্ডা হয়ে গেল হাত পা। এভাবে ডোবালে গুরু। অনেকেই গপাগপ লাঞ্চ খেল, জানেন, দুঃখে খাওয়া হল না এই ফুটবল পাবলিকের! কিন্তু, ক্রিকেটের সবচেয়ে ভাল জিনিসটা বাকি ছিল, ঐ সেকেন্ড ইনিংস। আশায় বুক বেঁধে আরও দুদিন কাটালোর সেকেন্ড! তাতে গাভাসকার নিশ্চয় তিরিশ বানাবেন। কী দুর্দান্ত শুরু কিন্তু, তারপরই সব শেষ। আধ মিনিট চুপ সবাই। তারপর কে যেন বলে উঠল নীরবতায় ছুরি চালিয়ে, 'শয়তান' বাচ্চা। কপিলকে ডোবানোর জন্য ইচ্ছে করে আউট হয়ে গেল!' খুব মনে ধরল আমাদের, কে জানে কেন মাথায় রক্ত চড়ে গেল, সব ভালবাসা ঘেন্নায় জমাট হল। ফুটবল মাঠের কু সব গালাগালি, এগুলো আমি আগে ক্রিকেট মাঠে ব্যবহার করতাম না, বেরিয়ে এল মুখ থেকে। ছোট টীমের গোলমেলে ফরোয়ার্ডের দিকে ছুঁড়ে ভাঁড়, ক্রিকেট মাঠেও শুরু করলাম সেই দিন থেকে। আমি গাভাসকারের বিরুদ্ধে পোস্টার মাঠে এনেছি তিনবার, তাঁর দিকে কমলালেবুর খোসা ছুঁড়েছি (ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্টেই রেকর্ড) পঞ্চাশবার, মাটির ভাঁড় বার দশেক, আর গালাগালি যে কতবার তার হিসেব নেই। মার্সেনীলের দিকে ভাঁড় খোসা কিন্তু আমি ছুঁড়তে পারিনি, প্যাভিলিয়ন থেকে অনেক দূরে বসি তো, যে ছুঁড়েছিল – মনে মনে তাঁকে সেলাম করেছি হাজার এবারও, ওই পাকিস্তান টেস্টেও প্ল্যাকার্ড তুলে ধরেছি, যাতে ক্ষেপে তার ওঠে। মাঠে না থাকায় গাভাসকারকে গালাগালি দিয়ে অবশ্য সুখ হয় নি শুনছি, ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনালে ভারত উঠলে, কলকাতায় খেলতেও পারেন সানি গাভাসকার। যেদিন গাভাসকারকে গালাগালি দেওয়া, তাঁর দিকে আবর্জনা ছোঁড়া শুরু করেছিলাম, বিশেষ যুক্তি ছিল না শুধু রক্তে টগ করে ফুটেছিল। একটা অনুভূতি, তার থেকেই সব কিছু। আজও বিশেষ কোনও যুক্তি নেই। রক্ত, মন, গোটা শরীর চাইছে গাভাসকারকে ভালবাসতে, গাভাসকারকে ভাল বলতে। সুযোগ কি দেবেন গাভাসকার, খেলবেন তিনি ইডেনে আর একবার? কেউ কি পারেন আধ মিনিটের জন্য দেখা করিয়ে দিতে আমার সঙ্গে? চোখের জলে তাঁর পা দুটো ধুয়ে দিতে চাই। গাভাসকার, বিশ্বাস কর, যখন গালাগালি দিয়েছি খোসা ছুঁড়েছি, তখনও মনে মনে তোমাকে ভালবেসেছি। আমার চোখে এখন অনেক জল। শুধু সামনে নেই তোমার পা দুটো।

অশোককুমার দত্ত

MIS(1)
MIS(2)
MIS(3)
MIS(4)
MIS(5)
MISG(6)
MISG(7)
MISG(8)

এম আই এস জি *(৮)*

বৃদ্ধি সহকারে মাসিক আয়ের নতুন প্রকল্প
এমন সুযোগ আর আগে কখনও আসে নি

বছরে ১২% হারে
সুদ প্রতি মাসে

+

মেয়াদ শেষে কমপক্ষে
২% হারে বৃদ্ধি

=

৫ম বছরে ন্যূনতম
১৪% বৃদ্ধি

+

৪র্থ বছরে বোনাস ডিভিডেন্ড

এ প্রকল্পে এখন সকলেই যোগ দিতে পারেন

অতিরিক্ত বোনাস ও বৃদ্ধি সহকারে মাসিক আয় প্রকল্পের অন্যান্য সুযোগসুবিধা
* যৌথ বিনিয়োগে বাধানিষেধ নেই
* বয়সের কোন সীমারেখা নেই
* আয়করের সুবিধা আছে

MIS(1) থেকে MIS(5) এর বিনিয়োগকারীদের জন্যও MISG(8) একটা ভাল খবর। কেননা তাঁদের আগের প্রকল্পগুলি এখন অনায়াসে তাঁরা MISG(8) এ রূপান্তরিত করে নিতে পারেন। তার সাথে হাতে পাবেন থেকে ৩% হারে নগদ টাকা।

১লা এপ্রিল থেকে ৩০শে মে'৮৭ অব্দি প্রকল্পটি খোলা থাকবে।

অনুগ্রহ করে আমাকে বিনামূল্যে MISG(8) পুস্তিকাটি পাঠান
নাম ঃ ____
ঠিকানা ঃ ____
পিন কোড ঃ ____
পত্রিকার নাম ঃ ____

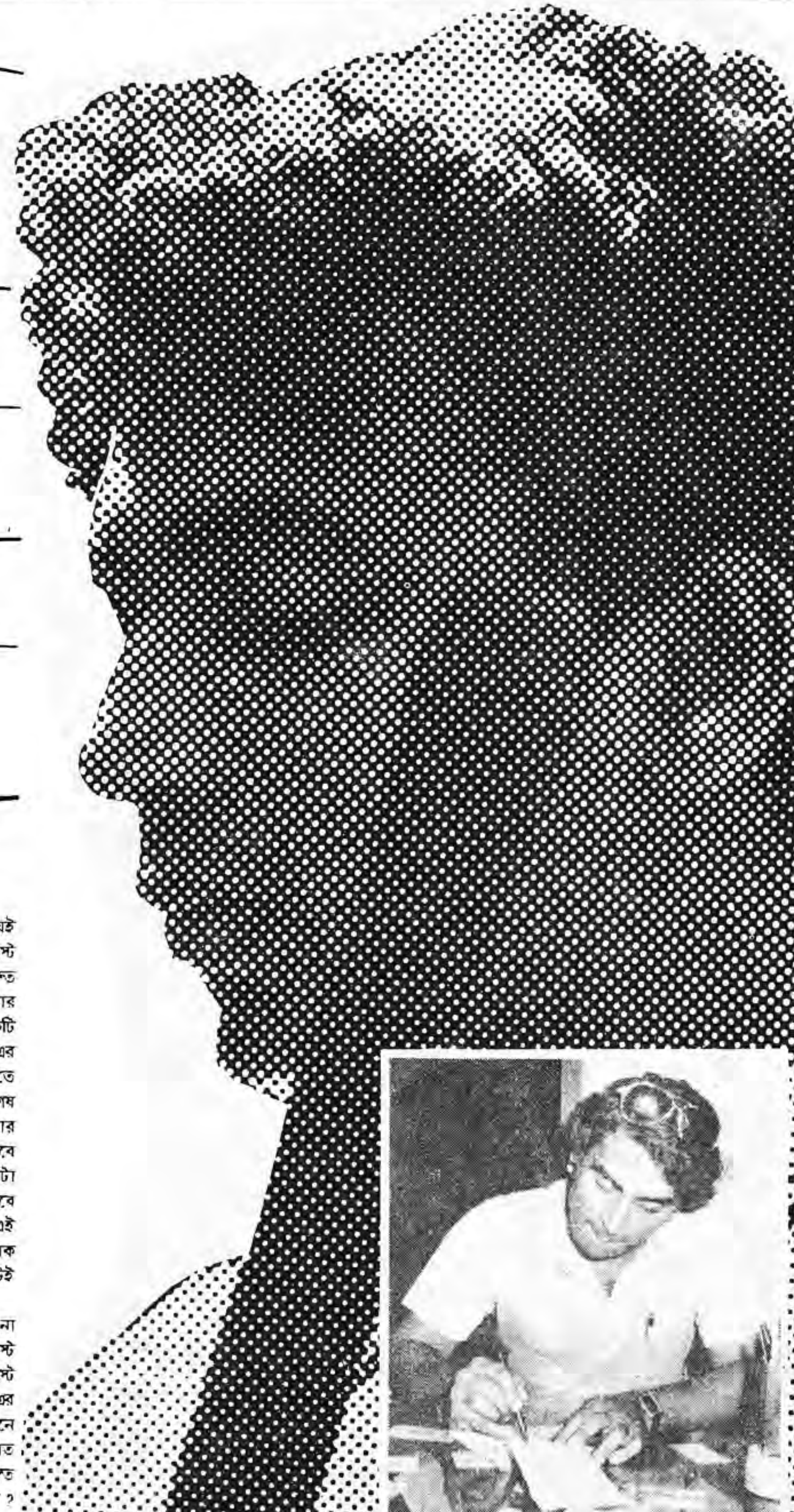
এই ঠিকানায় কুপনটি পাঠান

ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়া
(একটি সরকারী ক্ষেত্রের আর্থিক সংস্থা)
প্রধান কার্যালয় ১৩, স্যার ভিঠলদাস থ্যাকারসে মার্গ, (নিউমেরিন লাইনস), বোম্বাই ৪০০ ০২০
আঞ্চলিক কার্যালয় ঃ
২, ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা ৭০০ ০০১
শাখা কার্যালয়
পি. ডি চালিহা রোড, শিল্পুখুড়ি, গুয়াহাটি ৭৮১ ০০৩
আশা নিবাস, ২৪৬, লুইস রোড, ভুবনেশ্বর ৭৫১ ০১৪
জীবনদীপ, একজিবিশন রোড, পাটনা ৮০০ ০০১

Sista's—UTI/045/87/BEN

আমার রেকর্ড ভাঙা হোক কোন ভারতীয়রই ব্যাটে

সুনীল গাভাসকার



আমাকে আপনারা অনেক দিক দিয়েই ভাগ্যবান বলতে পারেন। সতের বছর টেস্ট ক্রিকেটের রসে ডুবে থাকার পর, আজ শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখছি, আমার নামের পাশে জায়গা করে নিয়েছে বেশ কয়েকটি রেকর্ড, সাফল্য। আমি কখনই মনে করি না যে, এর সব কৃতিত্বই আমার। বরং ছাপার অক্ষরেই রাখতে চাইছি এই অকপট স্বীকারোক্তি! ভাগ্যের অশেষ করুণা আমি পেয়েছি। গত কয়েকবছরেই আমার অনেক কথাবার্তাই আসল বক্তব্য হিসাবে আপনাদের কাছে বিবেচিত হয়নি, গোটা ব্যাপারটিকে অতিরিক্ত বিনয়ের ভণ্ডামি হিসাবে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। সুতরাং, আমার এই স্বীকারোক্তিরও অন্য মানে করা হলে আমি অবাক হব না। যদিও আমি কিন্তু একেবারে সোজা ব্যাটেই খেলতে চাইছি।

ভাগ্যের ব্যাপারটিকে অনেক জায়গাতেই না মেনে উপায় নেই। এই যে সতের বছর আমি টেস্ট ক্রিকেটে টিকে থাকতে পারলাম, ১২৫টা টেস্টে ২১৪টি ইনিংসে ব্যাট হাতে নামতে পারলাম – এর সবচেয়ে বড় কারণ নিশ্চয়ই এটাই যে, সারা জীবনে আমি খুব বেশি চোট-আঘাত পাইনি। আঘাত অনেকেরই ক্রিকেট জীবনকে বিঘ্নিত, সংক্ষিপ্ত অথবা শেষ করে দিয়েছে। আমি ভাগ্যবান নই? তারপর দেখুন, আমার শুরুটা ছিল প্রায় স্বপ্নের মত। ৭০-৭১-এ ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে যেখানে

তিন-চারশ রান পেলেই খুশির সাগরে গা ভাসাতে পারতাম, সেখানে আচমকা পেয়ে গেলাম ৭৭৪। এটা আমার সৌভাগ্য নয়? আমি সেই সফরের পর ঈশ্বরকে বলেছিলাম, আমার থেকে বেশ কিছু রান তিনি এম এল জয়সীমাকে দিলে আমি বেশি খুশি হতাম, কারণ ভারতীয় ক্রিকেটে তিনিই ছিলেন আমার হিরো। ভারতীয় ক্রিকেটের পক্ষে যতই দুর্ভাগ্যজনক হক, আমার আর একটা প্রাসঙ্গিক দেখুন, এত দীর্ঘ সময়েও কোন তরুণ ওপেনিং ব্যাটসম্যানের চমকপ্রদ উত্থান আমাকে বিব্রত করেনি। আর একটা কারণেও আমি ভাগ্যবান যে, যখন খারাপ ফর্মে থেকেছি, ভারতীয় নির্বাচকরা আমাকে দল থেকে বাদ দেননি। দিতেই পারতেন। এ ব্যাপার আমার সৌভাগ্যকে কি অন্য কেউ ঈর্ষা করতে পারে না যে, আমার মত এক সাধারণ ব্যাটসম্যানেরও নামের পাশে লেখা হল সবচেয়ে বেশি রান আর সেঞ্চুরি, যা পায়নি এমনকি শিল্পময় বিশ্বনাথও যাকে আমি আমার চেয়ে অন্তত পঞ্চাশ হাত বড় এবং আমার দেখা সবচেয়ে নিখুঁত ব্যাটসম্যান মনে করি?

ভারতবর্ষের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান হিসাবে বিজয় মার্চেন্ট আমার হৃদয়ে চিরকালই শ্রদ্ধার আসনে থেকে যাবেন, কিন্তু আপনারা জানেন, এ পৃথিবীর আর কিছুই আমাকে ততটা আলোড়িত করতে পারেনি, যতটা করেছে ভিশির ব্যাটিং। ভিশি আর আমার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের বিচার করতে গিয়ে পন্ডিতরা যত সময় নষ্ট করেছেন, আমি ততই মজা পেয়েছি, এবং আজ পর্যন্ত এ রহস্য উদ্ধার করতে পারিনি যে, খেটেখুটে তৈরি হওয়া এক দক্ষ কারিগরের চেয়ে এক মহৎ শিল্পীর স্থান যে সবসময়েই ওপরে, এই সহজ সত্যটা বুঝে বা মেনে নিতে এত সময় লাগছে কেন? ধরুন, ভিশি একটা ম্যাচ খেলছে, সে ম্যাচে আমি খেলতে নয়, সবচেয়ে বেশি পছন্দ করব দর্শক হিসাবে থাকতে, যাতে ওর ব্যাটিংকে উপভোগ করা ছাড়া হাতে অন্য কোন কাজ না থাকে। প্রচন্ড একটা ভাল বলকে আমি খুব বেশি হল কোনরকম ঠেকাতে পারি, বিশ্বনাথ চরম অবহেলা ও ঔদাসীন্যে তাকে বাউন্ডারিতে নিক্ষেপ করতে পারত। রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে, প্রচন্ড চাপের মধ্যেও ভিশি তার ইনিংসে যে সব অমর শট নিত, আমি নেট-এও কোনদিন তা আমার ব্যাটে আনতে পারিনি, পারবও না। ইতিহাসে জীবন্ত তার লেট কাট বা আরও অনেক শট।

এই ভিশির সান্নিধ্য আমাকে যতটা খুশি করেছে, ততটাই গর্বিত হয়েছি বিজয় মার্চেন্টের সাগ্রহ প্রশ্রয় পেয়ে। আমি যখন জাতীয় দলে প্রবেশাধিকার পাই তখন এই ভদ্রলোক নির্বাচকমন্ডলীর চেয়ারম্যান ছিলেন। আমার প্রতি নিশ্চয়ই কোন দুর্বলতা ছিল, তাই ছিয়াত্তর সাল থেকেই তিনি গলা ফাটাতে শুরু করে দেন, এক পত্রিকায় তিনি একটি প্রবন্ধও লিখে বসেন এবং তাতেই থেমে না থেকে আমাকে একটি চিঠিতেও লিখে পাঠান যে, আমিই নাকি ভারতের চিরশ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান এবং তাঁর চেয়ে অনেক বেশি প্রতিভাবান তো বটেই। উনি গুণী মানুষ, কিন্তু ভালবেসে গাধাকে ঘোড়া বলেছেন। আমি সেই সময়েই একটি লেখায় তাঁর বক্তব্যে বিস্ময় পোষণ করে বলেছিলাম, অথচ সেই একই কথা বলছি বিজয় মার্চেন্টের ধারেকাছে দাঁড়ানোর কোন যোগ্যতা আমার নেই। উনি যথার্থই গুণী ক্রিকেটার এবং মানুষ হিসাবে।

দশ হাজার রান করার পর আমি যথারীতি আবেগমাখা অভিনন্দন প্লাবিত হয়েছি (এখনও হচ্ছি) যেমন হয়েছিলাম তিরাশিতে ২৯তম শতরান করার পর। সেদিন আমি নাকি স্যার ডনের রেকর্ড(!) স্পর্শ করেছিলাম, এবং মাদ্রাজে অপরাজিত ২৩৬ করে সেই রেকর্ড ভেঙেছিলাম! আমি বারবারই বলেছি, সর্বাধিক রানের ব্যাপারটা রেকর্ড হতে পারে, কিন্তু শতরানের ব্যাপারটা কিছুতেই রেকর্ড নয়। স্যার ডন ২৯টা সেঞ্চুরি করেছিলেন, ৫২টা টেস্টে, ৮০টা ইনিংস থেকে। আমার মত ২১৪টা ইনিংস খেলার সুযোগ পেলে, তাঁর শতরানের সংখ্যা সম্ভবত পঁচাত্তরের কাছাকাছি পৌঁছত। স্যার ডনের রেকর্ড ভাঙবে সেদিন, যদি কেউ ২৯টা শতরান করতে পারে ৫১টা টেস্টে।

দিল্লিতে যেদিন ২৯তম শতরান করলাম, সেদিন আমার এক বন্ধু পিটার হাসানের সঙ্গে 'ডিনার' করতে হয়েছিল। সম্পূর্ণ ক্রিকেট-অজ্ঞ আমার বন্ধুটি অদ্ভুত প্রশ্ন করে আমাকে চমকে দিয়েছিল, ডনের আর তোমাকে টপকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে? আমাকে বোঝাতে হয়েছিল যে, এমন কোন সম্ভাবনার কথা ভেবে ওর ভয় পাওয়ার কারণ নেই, ঐ অস্ট্রেলীয় ব্যাটসম্যান আমার জন্মের আগেই ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন। এবার দশ হাজার রান করার পর অবশ্য কেউ জিজ্ঞাসা করেননি, দ্বিতীয় স্থানে থাকা বয়কটের আর টেস্ট ক্রিকেটে ফিরে আমার সম্ভাবনা আছে কিনা।

২৯তম শতরান আর দশ হাজার – এই দুটি মুহূর্তে আমার জীবনে দুর্লভ হিসাবেই বিবেচিত হবে। দুটি ঘটনায় কিছু মিল যেমন আছে, পার্থক্যও আছে। দিল্লিতে ২৯তম শতরানের আগে ছিল টেনশন, পরে উৎসব। আমেদাবাদে দশ হাজারের ক্ষেত্রেও তাই। দিল্লিতে আগের বারে দেরাদুন থেকে আমার স্ত্রীর বান্ধবী বিজয়া এসেছিল, যার সঙ্গে পমির দেখা হয়েছিল নয় বছর পর। একেই মহিলা, তারপর নয় বছরের জমে থাকা কথা, শেষই হতে চায়নি। হোটেল হায়াত রিজেন্সিতে আমার ঘরে পার্টি গড়িয়েছিল বহু রাত পর্যন্ত। মধ্যরাতেও আমাদের ঘর থেকে এমন প্রচন্ড হাস্যরোল উঠছিল, যাতে হোটেলের রক্ষীদের বারকয়েক ছুটে আসতে হয়। বিজয়া বিদায় নেওয়ার আগে বলে গিয়েছিল, 'কাল মাঠে যাব, হতাশ কোরো না।' যাক, তবু অন্যদের মত বলে বসেনি: 'আই ওয়ান্ট ইওর টুয়েন্টি নাইনথ।' তখন ওটাই শুধু রব ছিল। যেখানেই গিয়েছি, একটাই কথা, যা আমার টেনশন বাড়িয়ে দিয়েছিল। পরদিন সকালে কপিল যখন বলল, আমরা টসে জিতেছি, পেটের মধ্যে গুড়গুড় শুরু হয়েছিল। কানপুরে মার্শালের বলে আমার হাত থেকে ব্যাট পড়েছে, এবং আগের দিন সকালে কিছু যুবকের অভদ্র আচরণে (বলেছিল, তেরে পিছে মার্শাল আর রহা হ্যায়) আমি বিরক্ত হয়ে নেট-প্র্যাকটিস থেকে উঠে এসেছিলাম। ম্যানেজার দিলীপ সারদেশাই যখন জানান যে, রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আমাদের পরিচিত হতে হবে, তখন অবশ্য টেনশন কেটে যায়। তারপর খেলেছিলাম, সেঞ্চুরি করেছিলাম এবং সেটা জেনেছিলাম, দিলীপের (বেঙ্গসরকার) করমর্দন এবং বাক্যবানে: ব্রাডি, ইটস ইওর টুয়েন্টি নাইনথ। যাক, স্ত্রীর বান্ধবীর সম্মান তো রক্ষা পেয়েছিল, তাকে কে আর চটাতে চায়?

এবার আমেদাবাদে প্রচন্ড টেনশন ছিল। আগের টেস্ট জয়পুরে প্রথম বলে আউট হয়েছি, তার আগের টেস্ট কলকাতায় খেলিনি। অথচ সবাই দশ হাজার চায়। পাকিস্তানের ইনিংস শেষ হওয়ার পর, অস্বীকার করব না, প্যাড পরতে পরতে রাজু কুলকার্নিকে বলে ফেলেছিলাম, আমার টেনশন হচ্ছে। কিন্তু রান করে ফেলার পর ব্যাপারটা অবশ্য সহজ হয়ে আসে। অতঃপর সেই মুহূর্ত যখন এল, মনে হয়েছিল, সত্যিই আমি এভারেস্ট শৃঙ্গে দাঁড়িয়ে।

উৎসব, কেক কাটা, পার্টি – এসব দুবারই ছিল, তবে দিল্লিতে একটু বেশি। আমেদাবাদে পমি ছিল না, ও আর রোহন ট্রাঙ্ককলে কথা বলে। পরে রবি জোর করে একটা পার্টিতে নিয়ে গেল। হায়াত রিজেন্সিতে ২৯তম শতরানের রাত ছিল আরও রঙিন, উৎসবময়। সন্দীপ পাটিলের সঙ্গে যখন তাজ-এর ডিসকো থেকে ফিরে ঘুমাতে গিয়েছিলাম, আমার ধারণা, পরদিনের সমস্ত সংবাদপত্র ছাপার কাজ ততক্ষণে শুরু হয়েগিয়েছিল। এবার ব্যাপারটা অতদূর গড়ায়নি, যদিও আমার আনন্দ অনেক বেশিই ছিল।

এই দুটি ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি মিল খুঁজে পেয়েছিলাম প্রেস কনফারেন্স-এ। আমেদাবাদেও সেই পরিচিত মুখগুলিকে দেখলাম, যাঁরা বহুদিন ধরেই আমার অবসর দাবি করছেন, তাঁদের একটাই ইচ্ছা আমাকে জাতীয় দলের বাইরে দেখা। এঁদের করুণ মুখ দেখে (বেশ ক'জন) আমি মজাই বেশি পাচ্ছিলাম। বিশেষ করে একজনকে দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি যেন একটা আস্ত মাছি গিলে ফেলেছেন। (এই ভদ্রলোক, এবং অবশ্যই আরও দুই-একজন) প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি। কোন প্রশ্ন করা তো দূরের কথা। তা কী আর করা যাবে, প্রশ্ন করতে গেলেও তো ক্রিকেট একটু জানা দরকার, তাই না?

বিরতির বিতর্কের পর থেকে আমি আমার ব্যাটিংকে নিশ্চিতভাবে বেশি করে উপভোগ করতে পেরেছি। কিন্তু আমারও বয়স হচ্ছে। ৩৭! না, খুব কম বয়স না। অবসর নেওয়ার চিন্তাটা আমি অস্বীকার করছি না। অনেকেই আমাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করছেন। অবসরচিন্তা শুরু করেছি, যে-জন্যে গভীরভাবে ভাবতে হবে, এটা ঠিকই যে, টেস্ট ক্রিকেট থেকে হয়ত আমার আর বিশেষ কিছু পাওয়ার নেই। সমালোচকদের বক্তব্য: রেকর্ড যথাসম্ভব নিজের দখলে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমার খেলেই যাওয়া উচিত যতদিন পর্যন্ত না ফর্ম হারাচ্ছি। তা ৬০ বছর পর্যন্ত খেলতে পারলে খারাপ হত না। কিন্তু তা বোধহয় সম্ভব নয়। শরীর, মন কারও চিরকাল এক জায়গায় থাকে না। অনেকেই যেমন সবসময় শুধু আমার ব্যর্থতাই কামনা করেন, এটাও বড়ই স্বাভাবিক যে, আমার সাফল্যে কেউ কেউ আমার চেয়েও বেশি আনন্দিত হন। এঁরা নিশ্চয়ই আমাকে একটু বেশিই ভালবাসেন। প্রুডেনশিয়াল কাপ জেতার পর যখন অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম, আমার নিজেরই তো উচ্চতা দশ ফুট (যা আমার আসল উচ্চতার প্রায় দ্বিগুণ) মনে হয়েছিল। [illegible] এমনই হয়। আপনাদের ভালবাসা, সমর্থন আর প্রেরণাই আমার শক্তি, আমার সাহস। আমি এখানেও ভাগ্যবান। খেলা শেষ করার আগে ক্রিকেটের দেবতার কাছে একটাই শুধু প্রার্থনা আমার: আমার রেকর্ড একদিন নিশ্চয়ই ভাঙা যাবে, কিন্তু তা ভাঙা হক, নতুন রেকর্ড গড়া হক কোন ভারতীয়রই ব্যাটে।



অবসরের পর জীবনের দিকে অন্যভাবে তাকাব

দেওয়াল ভাঙা অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকারে সুনীল গাভাসকার

অলক চট্টোপাধ্যায়

দিনের শেষ প্রহরের সূর্যের আলোয় একটু অন্য ধরনের রঙ থাকে, রোদ্দুরের তীব্রতা নয়, সেখানে বিশাল আকাশে নিজেকে মেলে দেওয়া রঙিন আলোয় অন্য এক আশ্চর্য উদাসীনতা, যা গোটা দিনের পথচলা ক্লান্তির উপর এক মায়া প্রলেপ মাখিয়ে দিয়েছে। এখনও সুনীল গাভাসকার সহজ সারল্যে আন্তরিক হতে পারেন, সহজাত রসবোধ মুহূর্তেই মনের মধ্যে ঢুকে পড়া মেঘ সরিয়ে দেয়। এখন আর কোন প্রশ্ন তাঁকে তেমন করে উত্তেজিত করে না, বরং আশ্চর্য্য উদাসীনতায় মগ্ন হতে পারেন অনায়াস দক্ষতায়, এখন তাঁর বাঁ পায়ের প্যাডের কাছাকাছি পিচ পড়লে অবধারিত সত্যের নিশ্চয়তায় তিনি যেমন ফ্লিক করে থাকেন তেমনই বিতর্কিত প্রশ্নকে সরিয়ে তিনি এগিয়ে যান। শিল্পের নিজস্ব রূপ কখনও কখনও শিল্পীকেও একই রকম শিল্পময় ও আকর্ষণীয় করে তোলে। গাভাসকারের সাক্ষাৎকার নেওয়া ব্যাপারটাই এক চমৎকার অভিজ্ঞতা, যা সব সময়েই আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে থাকতে চায়, থাকেও।

বহতা নদীর মত দীর্ঘ ১৬ বছরের টেস্ট ক্রিকেটের জীবন বারবার নিজের অনন্য সাধারণতায় ফিরেছে। এখন কিছুটা ক্লান্তি এসে হয়ত পথ জুড়ে দাঁড়াতে চাইছে, কিন্তু সহজ ও নিরাপদ অবস্থায় জীবনযাত্রা আর যাই হোক বীরশ্রেষ্ঠদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

বাঙ্গালোরের ওয়েস্ট এন্ড হোটেল এবং জামশেদপুরের টিস্‌কো গেস্ট হাউস-এ গৃহীত দুটি পর্যায়ের সাক্ষাৎকারে দীর্ঘ ক্রিকেট জীবনে সাফল্য ও ব্যর্থতা, পরিচিত নক্ষত্রদের সম্পর্কে বিশ্লেষণ – সব কিছুর মধ্যেই ক্রিকেট যেমন উজ্জ্বল, তেমনি উজ্জ্বল সুনীলও। জীবনের দীর্ঘ সংগ্রামে প্রায় সব পেয়ে যাওয়া সুনীলের কথায় যদি কোথাও ক্লান্তি ফুটে ওঠে, নির্জনতাকে কাছে পাওয়ার ব্যাকুলতা থাকে তাহলে তা অভ্রান্ত সত্য, অবসরের চিন্তা মনের দরজায় ছুটির দরখাস্ত পৌঁছে দিয়েছে, আরও একবার অস্বস্তির সমস্ত দেওয়াল ভেঙে ফেলে মুখোমুখি বসার গাভাসকার, তুলনা ও মূল্যায়নের পরিচিত দিগন্ত যিনি পেরিয়ে গেছেন অনেকদিন আগেই।

● কয়েকবছর আগে এক সাক্ষাৎকারে আপনি বলেছিলেন যে ক্রিকেট আপনার কাছে 'ড্রাগ'-এর মত, তো সেই অর্থে আপনি ড্রাগে আসক্ত, সুতরাং ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার কথা ভাবছেন কেন?

●● কেন অবসরের কথা ভাবছি? ভাবছি এইজন্য যে একথা ভাবনার সময় এসেছে ক্রিকেটের ছড়ান ছেটান সংসার ছেড়ে এগিয়ে যাওয়ার সময় এসেছে, সামনে তাকানর সময় এসেছে। ক্রিকেট ছাড়া অন্য ধরনের জীবনের দিকে আগ্রহী হওয়ার সময় এসেছে, ক্রিকেটে আমি খুব কম সময় মগ্ন ছিলাম না, প্রায় কুড়ি বছর ধরে ক্রিকেট খেলছি, সুতরাং বলতে পারি কুড়ি বছর ধরে আমি একটা বিশেষ ধরনের কাজ করেছি। আমি মনে করি এখন ক্রিকেট ছাড়া অন্য কাজেও ২০ বছর কাটানোর পর অনুসন্ধানের সময় এসে গেছে।

● কিন্তু শুধু ক্রিকেটের কথা ভাবলে এই মুহূর্তে ভারতীয় দল আপনার মত ক্রিকেটারকে দলের বাইরে রাখতে পারে বলে আপনি সত্যিই মনে করেন?

●● আমি এই মতামতের সঙ্গে একমত নই। আমি মনে করিনা পৃথিবীতে কোন ক্রিকেটার অপরিহার্য বলে চিহ্নিত হতে পারেন। কোন দলের কোন ক্রিকেটার সম্পর্কেই একথা প্রযোজ্য হতে পারে না। আঘাত বা ফর্ম হারানো ইত্যাদি তো একই ধরনের ব্যাপার। কলকাতা টেস্টে আমার অনুপস্থিতির সময় একথা প্রমাণ হয়েছে। সেখানে একজন ওপেনার অপেক্ষা করছিল, সে সুযোগটি হাতে পেয়েই দু-ইনিংসে ৫0-এর বেশি রান করেছে। অতএব কেউই অপরিহার্য নয়।

● অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্তের সঙ্গে নিশ্চয়ই আপনার সাম্প্রতিক ফর্ম-এর কোন সম্পর্ক নেই, কারণ আপনি যথারীতি দলের ইনিংস শুরু করার কাজ ভালভাবেই করছেন------

●● না, আমার অবসরের সঙ্গে বর্তমান ফর্মের কোন সম্পর্ক নেই।

● মনে পড়ছে ১৯৮৩-৮৪ সালেও আপনি একবার অবসর নেওয়ার কথা ভাবছেন বলেছিলেন, কিন্তু প্রবল সাফল্যে সে সব কথা হারিয়ে গিয়েছিল, সুতরাং এমন কি আবার ঘটতে পারে যে শারজা এবং বিশ্বকাপ ক্রিকেটে অসাধারণ সাফল্য পাওয়ার পর আবার আপনার সিদ্ধান্ত বদলে গেল?

●● (হেসে ফেলে) এই 'অবসর' ব্যাপারটা দেখছি কিছুতেই প্রশ্নগুলোর মধ্যে থেকে যেতে চাইছে না। শুনুন, আমি কিন্তু এখনও সরকারিভাবে কোথাও বলিনি যে আমি টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর গ্রহণ করছি, আমি এখনও সরকারিভাবে বলিনি যে আমি ক্রিকেট থেকে অবসর নিচ্ছি। গত কয়েক বছর ধরে আমি ব্যাপারটা প্রত্যেক মরসুম শুরু হওয়ার আগে চিন্তা করে আসছি। মরসুম শুরুর আগে আমি চিন্তা করি যে আমি আরও একটি মরসুম খেলার জন্য উপযুক্ত অবস্থায় আছি কিনা, ক্রিকেটের ব্যাপারে আমার উৎসাহ বজায় আছে কিনা, তাই আগামী মরসুম অর্থাৎ ১৯৮৭-৮৮ সালের মরসুম সম্পর্কেও একইরকমভাবে ভাবব। আরও একটা সিরিজ

বা কোন প্রতিযোগিতার মধ্যে ব্যস্ত থাকলে অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার চিন্তা করার মত মানসিকতা থাকে না, সেইজন্য এই অবসরের সিদ্ধান্ত ব্যাপারটা আমি গ্রীষ্মকালের জন্য তুলে রেখেছি।

● একটু আগে আপনি বলেছেন, এবার ক্রিকেট ছাড়া অন্যকিছুতে আত্মনিয়োগের সময় এসেছে, এই 'অন্যকিছু' কি রাজনীতি ? রাজ্যসভায় আপনাকে সদস্য করার কথা শোনা গেছে এবং অতি সম্প্রতি কংগ্রেস (আই) দলে আপনার সক্রিয়ভাবে যোগ দেওয়ার খবর প্রচারিত হয়েছিল----

●● রাজ্যসভায় যোগ দেওয়ার ব্যাপারটা আমিও বেশ কিছুদিন ধরে শুনছি, তবে আমার ব্যক্তিগতভাবে ব্যাপারটায় বিশেষ আগ্রহ নেই। যে দলটিতে সক্রিয়ভাবে যোগ দেওয়ার কথা বললেন সে ব্যাপারে আমার কিছুই বলার নেই। কি করে এ ধরনের খবর প্রচারিত হয় তা আমি জানি না, আপাতত আমার কোন রাজনৈতিক দলেরই সদস্য হওয়া বা কাজকর্ম করার কোনরকম ইচ্ছা বা পরিকল্পনা নেই।

● এবার ক্রিকেট জীবন, আপনার ক্রিকেট-জীবনে কার বা কাদের প্রভাব সবচেয়ে বেশি ?

●● বহুলোকের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব আমার জীবনে পড়েছে এবং অনেকেই আমাকে সেই অর্থে সাহায্য করেছেন, এ ব্যাপারে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। আমার মা ও বাবা ছাড়া আমি যাদের সঙ্গে খেলেছি তারাও আমাকে সাহায্য করেছে, যাঁরা আমাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন বা যাঁরা আমাকে বিভিন্ন ধরনের টিপস দিয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই কিন্তু আমাকে সাহায্য করেছেন। ক্রিকেট খেলতে শুরু করেই রাতারাতি কেউ অভিজ্ঞ হয়ে যায় না, আমার জীবনের শুরুতেও আমি বহু ধরনের সাহায্য পেয়েছি।

● সেই অর্থে আপনি কি ক্রিকেটার হিসাবে কাউকে অনুকরণ বা অনুসরণ করতে চেয়েছেন –কানহাই, সোবার্স বা স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান –

●● না। এঁরা সকলেই আমার কাছে শ্রদ্ধাস্পদ, কিন্তু আমি এদের কাউকেই অনুকরণ করিনি, কোথাও কোথাও কিছু কিছু মিল থেকে যেতে পারে, সেটা আকস্মিক। আসলে (হেসে ফেলে) যাঁদের নাম আপনি করলেন আমি চেষ্টা করলেও বোধহয় এঁদের অনুকরণ করতে পারতাম না। আর মিল তো কিছু আছেই, আমি ও স্যার ডন দুজনেই বেঁটে – কানাহাই-এর মত আমারও দ্রুত সব চুল সাদা হয়ে যাচ্ছে – সোবার্সের মত আমাকেও অনেকদিন ক্রিকেট খেলতে হচ্ছে-

● দীর্ঘ ক্রিকেট-জীবনের দিকে পিছন ফিরে তাকিয়ে নিজের অসাধারণ সাফল্য সম্পর্কে আপনার মানসিক প্রতিক্রিয়া কি ?



সর্বোচ্চ শতরানের স্মরণীয় কৃতিত্বের জন্য ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের উপহার বত্রিশটি হীরকখচিত রৌপ্যফলক।

'আমি মনে করি না পৃথিবীতে কোন ক্রিকেটার 'অপরিহার্য' বলে চিহ্নিত হতে পারেন কোন দলের কোন ক্রিকেটার সম্পর্কেই এ কথা প্রযোজ্য হতে পারে না। আঘাত বা ফর্ম হারানো ইত্যাদি তো একই ধরনের ব্যাপার। কলকাতা টেস্টে আমার অনুপস্থিতির সময় এ কথা প্রমাণ হয়েছে। সেখানে একজন ওপেনার অপেক্ষা করছিল, সে সুযোগটি হাতে পেয়েই দু-ইনিংসে ৫০-এর বেশি করেছে। অতএব কেউই অপরিহার্য নয়

●● আগেই বলেছি আমার জীবনে যাবতীয় সাফল্যের কথা বললে আমার নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান বলে মনে হয়, ঈশ্বরের অসীম কৃপা আমাকে সফল করেছে আসলে গোটা টেস্ট-জীবন আমার সেভাবে আলাদা করে দেখা হয়ে ওঠেনি। শুরু থেকেই সাফল্য পেয়েছি বলে কিনা জানিনা, বিশেষ কোন পার্থক্য বুঝতে পারিনি তবে সাফল্য কে না চায় ? আর সাফল্যের একটা আলাদা ধরনের আনন্দ আছে সেটা সৌভাগ্যক্রমে অধিকাংশ সময়ে আমি পেয়েছি। অবসর নেওয়ার পর হয়ত ব্যাপারগুলো আলাদা করে ভাবতে পারব। তবে এটা হয়ত ঠিক ধারাবাহিকভাবে সাফল্য না পেলে ক্রিকেট সম্পর্কে আকর্ষণ এতটা থাকত না

● ক্রিকেট আপনাকে জনসাধারণের কাছে নক্ষত্রের সম্মান দিয়েছে এখন পৃথিবীর একজন সর্বকালের সেরা ক্রিকেটার হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই আপনার ব্যক্তিগত জীবনে নিশ্চয়ই 'ব্যক্তিগত সময়' কমে গেছে – এই ব্যাপারটা আপনার কেমন লাগে ? অবসর নেওয়ার পর কেমন লাগবে ?

●● অবসর নেওয়ার পর যে খারাপ লাগবে না এ ব্যাপারে আমি প্রায় নিশ্চিত। প্রায় বললাম এইজন্য যে আমি তো ভবিষ্যৎ এর কথা আগেই বলতে পারি না। 'নক্ষত্র' হয়ে ওঠার ব্যাপারটা সব সময় যে খারাপ লাগে তা নয়, তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে এই ইমেজ ও জীবনযাত্রার সঙ্গে ঠিক একাত্ম হতে পারিনি। প্রয়োজনে মানুষের জীবনে এইসব সভা, বক্তৃতা পার্টিতে ব্যস্ত হতে হয় কিন্তু এসবের অধিকাংশতে ঠিক প্রাণের যোগ থাকে না। আমি না চাইলেও বোধহয় এই জীবনযাত্রা আমি এড়াতে পারতাম না, আমাদের দেশে তা খুবই কঠিন এমনিতেই আমি বিতর্কিত, তাতে বোধহয় সমস্যা আরও বাড়ত।

অবসরের পর নিজের জন্য সময়, নিজের একাকীত্ব কিছুটা ফিরে পাব আমাদের পরিবারের স্টাইল অনুযায়ী অনেকটা সময় আবার নিজেদের জন্যই দিতে পারব এই ভাবনা আমাকে খুশি করে।

● আপনার ক্রিকেট জীবনের শুরু থেকেই স্তরে স্তরে সাফল্য এসেছে, কিন্তু সাফল্য ধরে রাখার ব্যাপারেও তো আপনাকে মানসিক চাপের মধ্যে থাকতে হয়েছে – এ প্রসঙ্গে কি বলবেন ?

●● আমার ক্রিকেট-জীবনে সাফল্য মোটামুটি ধারাবাহিকভাবে এলেও আমি সবসময় সমানভাবে চাইনি। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবর্তী পর্যায়ের রনজি ট্রফি খেললেও আমি টেস্ট খেলার আগে দলীপ ট্রফি খেলার সুযোগ পাইনি, যা আমার প্রয়োজন ছিল। ভারতের প্রচলিত ক্রিকেট কাঠামোয় দলীপ ট্রফি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা, সেখানে যে দলের মুখোমুখি হতে হয় তা সাধারণভাবে একটি রনজি ট্রফির দলের চেয়ে অনেক শক্তিশালী হয়, সেজন্য একজন ভারতীয় ক্রিকেটারের পক্ষে, বিশেষ করে তরুণ ক্রিকেটারের পক্ষে, সেজন্য টেস্ট-জীবনের শুরুতেই আমি রীতিমত চাপের মধ্যে ছিলাম। এছাড়া দলে ছিলেন অনেক বিখ্যাত সিনিয়র ক্রিকেটার, সেটাও একধরনের বিচিত্র অনুভূতি। আমার ছোটবেলার হিরো জয়সীমাও ছিলেন------

● সাফল্য পাওয়ার পরে কি সার্মাগ্রিকভাবে ছবিটা বদলে গিয়েছিল ?

●● কিছুটা তো বটেই। সত্যি কথা বলতে কি শুরুতে আমি যে সাফল্য পেয়েছিলাম তা আমার কল্পনার বাইরে ছিল। ঐ সিরিজে যে রান করেছিলাম তার অর্ধেক করতে পারলেও আমি খুশি থাকতাম। টেস্ট ক্রিকেট কঠিন সংগ্রামের জায়গা সে অর্থে সবসময়েই চাপের মধ্যে থাকতে হয়।

● মোটামুটিভাবে আপনার টেস্ট-জীবন আপনার ব্যাটিং-এ তিনটি বিভিন্ন পর্যায়ে তিন রকমের বহিঃপ্রকাশ দেখা গেছে। প্রথমদিকে অর্থাৎ একেবারে শুরুতে আপনি



১৯৭৭-৭৮. বোম্বাইয়ে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ। টস করে ফিরছেন দুই অধিনায়ক সুনীল গাভাসকার এবং কালীচরণ।

রীতিমত আক্রমণাত্মক স্ট্রোক ব্যবহার করতেন, তারপর জীবনের মাঝামাঝি সময়ে আপনার ব্যাটিং-এ সতর্কতার বাড়তি লক্ষণ দেখা যেত, তারপর গত পাঁচ-ছয় বছর ধরে আপনাকে উইকেটের চারদিকে মেরে আক্রমণাত্মক ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে খেলতে দেখা যাচ্ছে – এই তিনটি পর্যায় ব্যাখ্যা করবেন ? শেষ পর্যায়কে তো আপনি নিজেই 'উপভোগ করছেন' বলে বর্ণনা করেছেন –

●● প্রথম জীবনে অভিজ্ঞতা কম ছিল সেজন্য ঝুঁকি নেওয়ার ব্যাপারে অত হিসেবী ছিলাম না আর তাছাড়া ভারতীয় দলে তখন জয়সীমা, দুরানী, সরদেশাই ও ওয়াদেকারের মত অভিজ্ঞ ও যোগ্য ক্রিকেটাররা ছিলেন, সেজন্য আমাদের মত জুনিয়রদের উপর তেমন চাপ ছিল না। কিন্তু ১৯৭৪-৭৫ সালের পরে ওরা সবাই টেস্ট থেকে সরে যাওয়ার পর গোটা দলের দায়িত্ব প্রধানত আমার ও ভিশির উপরে পড়ে সেজন্য সতর্ক থাকতে হত। পরে গত পাঁচ-ছয় বছরে ভারতীয় দলে নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যানদের আবির্ভাব ঘটেছে সেজন্য আমি এখন অনেক সহজভাবে



কোন ম্যাচের কথা ভাবতে পারি। এছাড়া আরও একটা ব্যাপার আমার মাঝখানে মনে হয়েছিল নিজের সাফল্য অক্ষুণ্ণ রাখা এবং দলের প্রয়োজন এই দুটোর গুরুত্ব সম্পর্কে মাত্রাতিরিক্ত সতর্ক হওয়ার জন্য আমি নিজের ব্যাটিং এর ক্ষতি যেমন করছি তেমনই ব্যাটিং নিজের কাছে তেমন উপভোগ্য হয়ে উঠছে না, তাই অ্যাপ্রোচ বদলাতে হয়েছিল।

● আপনার এই দীর্ঘ জীবনে অর্থাৎ ১২৫টি টেস্ট খেলার পর এত ভাল ব্যাটিং অ্যাভারেজ রাখা একটা অসাধারণ যোগ্যতার ব্যাপার। কিন্তু আপনার জীবনেও তো সাময়িকভাবে ফর্ম হারানোর ব্যাপার এসেছে। তিনবার তো উল্লেখ করাই যায় – ১৯৭২-৭৩. ১৯৮০ ৮১ তারপর আবার ১৯৮৫। সেইসব বিরল দুঃসময় পেরিয়ে আবার সাফল্যের মধ্যে ফিরে আসার ব্যাপারে মূলত কি পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন ?

●● মূলত ব্যাপারটা একটাই, তা হচ্ছে আরও কঠোর অনুশীলন করার চেষ্টা, ১৯৮০ সালের পরে অবশ্য ভিডিও থাকায় সুবিধা হয়েছে, ভিডিও রেকর্ডিং-এ নিজের খেলার ত্রুটিগুলো দেখে কঠোরতর অনুশীলন করা, এভাবেই নিজের ভুল সংশোধন করা ছাড়া সত্যিই আরও কোন পদ্ধতির কথা আমি জানি না।

● সেই রান না পাওয়ার সময়ে নেট এ অনুশীলনের সময়ে আপনার অনুশীলনের ধরন বা পদ্ধতি কি বদলে যেত ?

●● না, অ্যাপ্রোচ তেমন বিশেষভাবে কিছু বদলে যেত না, শুধু মনে মনে এরকম ভাবার চেষ্টা করতাম, নেটে নয় আমি যেন ম্যাচেই ব্যাট করছি।

● ব্যর্থতার পর খেলতে নেমে কি আপনি আপনার ইনিংস তৈরির জন্য কোন বিশেষ ধরনের চিন্তা বা পরিকল্পনা করে থাকেন ?

●● না, ক্রিকেটে ঠিক ওভাবে কোন ইনিংসের পরিকল্পনা করা যায় না, সতর্ক থাকা যায় মাত্র, কারণ বোলার যে আছে তারও তো কিছু পরিকল্পনা আছে। সুতরাং যেমন যেমন বল আসবে সেইভাবেই খেলতে হবে, বোলারের হাত থেকে বল বেরিয়ে আসার পর মুহূর্তেই ব্যাটসম্যানের স্ট্রোক নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হবে, রক্ষণাত্মক স্ট্রোক হবে না আক্রমণাত্মক স্ট্রোক হবে তা বোলারের হাত থেকে বল বেরিয়ে আসার পরই স্থির করতে হয়, আগে থেকে সেজন্য ইনিংসের পরিকল্পনা করা সম্ভব নয়।

● দীর্ঘদিন ধরে ক্রিকেট খেলার জন্য কোন কোন বোলারের শক্তি ও দুর্বলতার কথা আপনি জানেন, সুতরাং সেইসব বোলাদের বিরুদ্ধে খেলার সময় আপনি কোন বিশেষ ভাবনা বা পরিকল্পনা--

●● না, একটাই সুবিধা, আগে থেকে কোন বোলারকে খেলা থাকলে তার সেরা আক্রমণ হিসাবে কোন বিশেষ ধরনের বলের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হয়, এই আরকি আর কিছু নয়।

● একেবারে ছোটবেলায় ফিরছি, একদম ছোটবেলায় কি আপনার ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন ছিল ? ঠিক কোন সময় ক্রিকেটারই হবেন বলে ঠিক করে ফেললেন ? এবং ব্যাটসম্যানই হবেন এসব......

●● (হেসে ফেলে) একদম ছোটবেলার কথা কি করে মনে থাকবে ? তারপর একটু বড় হলে আমার মনে হয়েছিল আমি ডাক্তার হব। তারপর আমার মামা মাধব মন্ত্রীরটেস্ট ক্রিকেট, তারজন্য আমাদের পরিবারের আগ্রহ, মামার ইন্ডিয়া ব্লেজার ইত্যাদি সব মিলে আমার মনে ক্রিকেট খেলার প্রতি একটা প্রচন্ড আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল। আমার বাবা কিছু ক্রিকেট খেলেছেন, তাঁরও আমাকে ক্রিকেটার করার আগ্রহ ছিল।

ছোটবেলায় বোলার হওয়ার ব্যাপারে আমার রীতিমত ইচ্ছে ছিল, যেমন এখন আমার ছেলে রোহনের আছে। তবে যখন স্কুলে নিয়মিত ক্রিকেট খেলতে শুরু করি তখন ব্যাপারটা বুঝে ফেলি যে কল্পনায় আমি যত বড় বোলারই হই না কেন বাস্তবে ও ব্যাপারটা ঘটানয় যথেষ্ট অসুবিধা আছে।

● প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট শুরু করার সময় জীবনে ক্রিকেটার হিসেবে কোন বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছনর ইচ্ছে ছিল আপনার ? সর্বাধিক টেস্ট রান বা সর্বাধিক সেঞ্চুরি ইত্যাদি ধরনের কিছু ?

●● না, কখনও না। কোন কিছু সামনে রেখে আমি ক্রিকেট জীবন শুরু করিনি, গোটা জীবনে কখনও কোন লক্ষ্য সেভাবে আমার খেলাকে নিয়ন্ত্রিত করেনি। রেকর্ড ইত্যাদি যা হয়েছে তা খেলতে খেলতেই হয়েছে। আগেই বলেছি জীবনের প্রথম সিরিজেই ঈশ্বরের কৃপায় এবং আমার সৌভাগ্যে আমি বিশাল রান করেছিলাম; আমি চেষ্টা করেছি তারপর ব্যাপারগুলো ঘটেছে।

● আপনার উত্তরে কয়েকবার 'ঈশ্বর' উচ্চারিত হল, এই 'ঈশ্বর' ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনার ক্রিকেটের সম্পর্ক কি ?

'মরসুম শুরুর আগে আমি চিন্তা করি যে আমি আরও একটি মরসুম খেলার জন্য উপযুক্ত অবস্থায় আছি কিনা, ক্রিকেটের ব্যাপারে আমার উৎসাহ বজায় আছে কিনা, তাই আগামী মরসুম অর্থাৎ ১৯৮৭-৮৮ সালের মরসুম সম্পর্কেও একইরকম ভাবে ভাবব। আরও একটা সিরিজ বা কোন প্রতিযোগিতার মধ্যে ব্যস্ত থাকলে অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার চিন্তা করার মত মানসিকতা থাকে না, সেইজন্য এই অবসরের সিদ্ধান্ত ব্যাপারটা আমি গ্রীষ্মকালের জন্য তুলে রেখেছি

●● ঈশ্বর বলুন বা যাই বলুন আমি বিশ্বাস করি একটা বিশেষ শক্তি আছে। আমার ক্রিকেটের সঙ্গে সেই অর্থে ঈশ্বর-এর কোন যোগাযোগ নেই, আমার ব্যাটিং-এর জন্য আমি সেভাবে কোন প্রার্থনা ইত্যাদি করিনি; করিনা। তবে এই শক্তি আমাকে আত্মবিশ্বাস যোগায়।

● বিখ্যাত ক্রিকেটার-এর ব্যস্ত জীবনযাত্রার মধ্যেও আপনাকে সুযোগ পেলেই বিভিন্ন ধরনের সমাজ সেবামূলক কাজকর্মে অংশ নিতে দেখা গেছে, বোম্বাই-এ বিকলাঙ্গদের সঙ্গে সময় কাটিয়েছেন, মদ্রাজে হাসপাতালের জন্য অর্থ সাহায্যে পদযাত্রায় নেমেছেন, কলকাতার দুর্ঘটনায় আহত ক্রিকেটার-এর সাহায্যে উদ্যোগী হয়েছেন এইসব কাজে আপনার চরিত্রের অন্য একটা দিক------

●● আমার মনে হয় না এগুলো আলাদা করে উল্লেখ করার মত কোন ব্যাপার। কারণ যে কোন সচেতন মানুষেরই এসব কাজে যোগ দেওয়া কর্তব্য, যদি আমার তথাকথিত গ্ল্যামার বা সাহায্য কারও কোন কাজে লাগে তাহলে তা খুবই মঙ্গলের কথা। যাঁদের সাহায্যে উপযুক্ত ভূমিকা নেওয়ার সুযোগ আছে তাঁদের এগিয়ে আসাই উচিত, এসব জীবনের বাইরে নয়।

● আপনার টেস্ট জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস কোনটি ৩?

●● কোন একটি বিশেষ ইনিংসের কথা বলা কঠিন, ১২৫টি টেস্ট খেলার পর কোন একটি টেস্টের একটি বিশেষ ইনিংস বেছে নেব কেমন করে? আসলে এই বেছে নেওয়ার ব্যাপারটা কোন ম্যাচের পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে, সেই অর্থে সেই ১৯৭১ সালের শেষ টেস্টের ২২০, ১৯৭৯ সালে ২২১ এবং এই এবারের বাঙ্গালোর টেস্টে-এর ৯৬,মোটামুটি এই তিনটি ইনিংসের কথা উল্লেখ করতে পারি, প্রথম ইনিংসটি ৫00 মিনিটের বেশি উইকেটে থেকে আমাদের সিরিজ জয় নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছিলাম, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে জয়ের লক্ষ্যে পৌছনোর জন্য আমরা রান তাড়া করেছিলাম, অল্পের জন্য পারিনি, এবং তৃতীয় ক্ষেত্রেও অল্পের জন্য জিততে পারলাম না। আরও কিছু ইনিংস নিশ্চয়ই আছে কিন্তু মনে করতে পারছি না।

● একজন মাস্টার ব্যাটসম্যানের কাছে এমন প্রশ্ন রাখা হয়ত একধরনের প্রগলভতা, এমন কি কোন স্ট্রোক আছে যা আপনি আপনার যোগ্যতা অনুযায়ী খেলতে পারেন না?

●● অবশ্যই আছে, তা হচ্ছে পুল, আমি একদমই পুল করতে পারি না, আমি বেঁটে বলে পুল করতে পারি না, আমার মনে হয় এক্ষেত্রে আমার উচ্চতা আমাকে অসুবিধায় ফেলে।

● আপনার ফেবারিট স্ট্রোক কি?

●● স্ট্রেট ড্রাইভ।

● এটা কি পেস ও স্পিন উভয় ধরনের বোলিং-এর কথা মনে রেখেই বলছেন?

●● হ্যাঁ, পেস বা স্পিন যাইই হোক, স্ট্রেট ড্রাইভই আমার সবচেয়ে প্রিয় স্ট্রোক।

● এই প্রিয় স্ট্রোক সারাজীবনে কোথাও আপনাকে বিশেষ আনন্দ দিয়েছে এমন মনে করতে পারেন?

●● তারিখ বা টেস্ট এখন মনে নেই তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজে অ্যান্ডি রবার্টসকে একবার স্ট্রেট ড্রাইভে বাউন্ডারি মেরেছিলাম, শটটির টাইমিং এত ভাল হয়েছিল যে ড্রাইভের ফলো থ্রু-এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলটি সাইট স্ক্রিনে গিয়ে লেগেছিল। আরও কিছু স্ট্রোক নিশ্চয়ই আছে তবে এতদিন ধরে খেলার পর সেসব আর মনে নেই।

● রবার্টস-এর কথায় মনে পড়ল, আপনি ডেনিস লিলিকে 'গ্রেট' এবং রবার্টসকে ফাইনেস্ট ফাস্ট বোলার বলেছেন, দুজনের তুলনা করবেন?

●● দুজনে দু-ধরনের বোলার, তুলনা করা কঠিন। লিলির আচরণে, বোলিং-এ আক্রমণাত্মক মেজাজ সরাসরি বাইরে থেকেই বোঝা যেত, আর সেই তুলনায় রবার্টস হচ্ছে কোনরকম শব্দ না করে 'খুন করার মত' ঘাতক। দুজনেই অসাধারণ বোলার, লিলির যেমন 'লেগ কাটার' ছিল তেমন রবার্টস-এর ছিল দু-রকম গতির বাউন্সার, সুতরাং দুজনেই ক্রিকেট ইতিহাসের দুজন সেরা ফাস্ট বোলার হিসাবে



১৯৬৬-৬৭, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় টীমে সুনীল গাভাসকার। সামনের সারিতে বসে বাঁদিকে প্রথম।



দিলীপ দোশীর সঙ্গে

চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

● তুলনার ব্যাপারটা যখন হাজির হল তখন অন্য একটা প্রশ্ন, গত ১৫-২০ বছরে ভারতের দুজন সেরা ব্যাটসম্যান হিসাবে আমরা সুনীল গাভাসকার এবং গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথের ব্যাটিং দেখেছি। আপনার দৃষ্টিভঙ্গিতে আপনি দুজনের ব্যাটিং-এর তুলনা করুন। স্পিনিং উইকেট বা পেস বোলিং-কে সাহায্য করছে এমন উইকেট ইত্যাদির কথা মনে রেখে উত্তর দেবেন।

●● আমি মনে করি না আমাদের মধ্যে কোন তুলনা হতে পারে, কারণ আমরা দুজনে দু-ধরনের ব্যাটসম্যান। ভিশি একজন মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান আর আমি একজন ওপেনার। কোনভাবেই আমাদের মধ্যে তুলনা চলতে পারে না, আমার মতে ভিশি আমার চেয়ে আরও ভাল ব্যাটসম্যান ছিল, কারণ সে একটা ভাল বলেও আক্রমণাত্মক শট নিতে পারত যা আমি নিতে পারি না, ব্যাটসম্যান হিসাবে আমাদের দুজনের জাতের তফাত এইখানেই।

● অত্যন্ত বিনয়ী উত্তর। ব্যাটসম্যান হিসাবে আপনি পেস বোলারদের সাহায্যকারী উইকেটে না স্পিনারদের উইকেট, কোন্ উইকেটে খেলতে পছন্দ করবেন?

●● আদর্শ উইকেট বলতে প্রত্যেক ব্যাটসম্যানই এমন উইকেটে খেলতে চাইবে যেখানে বল বিশেষ কিছু করছে না, কারণ যদি সেই পিচে বল বিশেষ কিছু করতে থাকে তাহলে ব্যাটসম্যান ব্যাটের ঠিক জায়গায় বল লাগাতে পারবে না, ব্যক্তিগতভাবে আমিও এই একই ধরনের উইকেটে খেলতে পছন্দ করি, আমিও কোন ব্যতিক্রম নই। আমি সেই ধরনের উইকেট পছন্দ করি যেখানে বল পড়ে মোটামুটি তাড়াতাড়ি ব্যাটে চলে আসবে, কিছুটা বাউন্সও থাকবে। খুবই গতিসম্পন্ন বা খুবই ধীর গতির এ ধরনের কোন উইকেট আমি চাই না। এবং এ ধরনের উইকেট পেলে প্রত্যেক ব্যাটসম্যানেরই উচিত সেই সুযোগকে কাজে লাগানো।

● ওপেনার হিসাবে আপনার টেস্ট জীবনে সেরা সঙ্গী কাকে বলবেন?

●● দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে খেলছি, সুতরাং এ প্রশ্নের উত্তরে কোন একজনের নাম করা সম্ভব নয়, আগে চেতন চৌহান ও অংশুমান গাইকোয়াড়, বর্তমানে শ্রীকান্ত।

● কেন শুধু এই তিনজনের নাম উল্লেখ করছেন?

●● সাফল্যের ভিত্তিতে উল্লেখ করতে গেলে এদের কথাই বলতে হয়, চেতনের টেম্পারামেন্ট ছিল অসাধারণ, কোনকিছুই তাকে উত্তেজিত করত না, মনে পড়ছে বহুক্ষেত্রে আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটলে চেতন এগিয়ে এসে আমাকে উপদেশ দিত যাতে আমি আবার নিজের মত করে খেলতে পারি। চেতন ছিল অসাধারণ টীমম্যান, দলের স্বার্থে যে কোন ধরনের স্বার্থ-ত্যাগে তার জুড়ি ছিল না।

অংশুমান গাইকোয়াড়ও লড়াকু খেলোয়াড়। অত্যন্ত ভদ্র ও রুচিবান ছেলে, ব্যাটসম্যান হিসেবে ওর সাহস ছিল অতুলনীয়। বিপক্ষ দলের বোলিং যত উন্নততর হত অংশুর ব্যাটিংও তত উন্নততর পর্যায়ে পৌঁছে যেত। আর এখন শ্রীকান্ত, আর শ্রীকান্তের সঙ্গে তো অন্য কারও তুলনা করা যায় না, ও ওর মতই।



● আপনি কি মনে করেন না, চেতন চৌহানকে নির্বাচকরা অন্যায়ভাবে টেস্ট দল থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন?

●● আমি এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করি না, আরও কয়েকটি ম্যাচ খেলার সুযোগ পাওয়া ওর উচিত ছিল।

● শ্রীকান্তর মত মারকুটে ওপেনার টেস্ট ম্যাচেও প্রায় শুরু থেকেই বেপরোয়া ভাবে মারতে শুরু করে এতে কি আপনার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে বা নিজের ইনিংস তৈরির মেজাজ নষ্ট হয় না ব্যাপারটা আপনাকে সাহায্য করে?

●● শ্রীকান্তের দৃষ্টিশক্তি, রিফ্লেক্স এসব সত্যিই অসাধারণ, ওর খেলা দেখে মনে হয় ব্যাটিং ব্যাপারটা এত সহজ – শুরু থেকেই ঐ রকম প্রবল ঠ্যাঙানি কখনও কখনও বিপক্ষদলের বোলারের ছন্দ নষ্ট করে দেয় এবং তখন মনে হয় বিপক্ষ দলের বোলিং সত্যিই তেমন কিছু নয়। তাতে কিছুটা স্বস্তি পাওয়া যায়, টেনশন কমে, সুতরাং সে অর্থে শ্রীকান্তের ব্যাটিং কিছুটা সাহায্য করে বৈকি।

● ব্যাটসম্যানের খেলায়, বিশেষ করে পেস বোলিং-এর বিরুদ্ধে, আপনি স্কোয়ার অন না সাইড অন স্ট্যান্স কোনটির পক্ষে ভোট দেবেন?

●● এটা বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়, বাস্তবিক ভাবে বলতে গেলে এ নিয়ে কিছু বলার নেই। গোটা ব্যাপারটা নির্ভর করে কে কিভাবে খেলছে তার উপর, কিভাবে শেষ মুহূর্তে ব্যাট উপর থেকে নেমে আসছে, তার উপর, যদি বলটি ব্যাটের মাঝখানে লাগে তাহলেই সব ঠিক আছে, তখন স্ট্যান্স নিয়ে মাথা ঘামানর প্রয়োজন নেই, তা সে স্কোয়ার অনই হোক বা সাইড অন হোক।

আমার মনে হয়, 'টেকনিক' নিয়ে বড় বেশি বাড়াবাড়ি করা হয়, হচ্ছে। প্রত্যেকেই টেকনিক টেকনিক টেকনিক করে চিৎকার করছেন, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় টেম্পারামেন্ট হচ্ছে একনম্বর ব্যাপার।

● এই বাঙ্গালোর টেস্ট-এর মত খারাপ উইকেটে কখনও আপনি খেলেছেন বলে মনে পড়ে?

●● আমার মনে হয় ---হ্যাঁ, ১৯৭৬ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে একটা ৫০ রানের ইনিংস খেলেছিলাম, সেটাও বাঙ্গালোরেই, সেই টেস্টেও একই ধরনের উইকেট ছিল, তবে এটা ঠিক ইংল্যান্ড দলে খুব বেশিসংখ্যক স্পিনার ছিল না, শুধু ডেরেক আন্ডারউডই ছিল। সেই উইকেটকেও 'ব্যাড টার্নিং ট্র্যাক' বলব।

● আপনি কি মনে করেন সেই টেস্টের উইকেট এবারের মত এতটা খারাপ ছিল?

●● আমি যতদূর মনে করতে পারছি – সেই উইকেটেও ব্যাট করা অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিল, আমি সেই ৫০ রানের ইনিংসটাকে খুব উঁচু পর্যায়ের ইনিংস বলে মনে করি।

● আপনার সেরা টেস্ট ইনিংস কোনটি? আপনি কি এখনও ম্যাঞ্চেস্টারের সেই ৫৭ রানের ইনিংসটির কথা বলবেন?

●● হ্যাঁ, বোধহয় তাইই বলব।

● ১৯৭৯ সালে ওভালের ২২১ রানের ইনিংসটি সম্পর্কে কি বলবেন? সমালোচকরা, ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়রা ইনিংসটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন –

●● সত্যিই বলছি, ওভালের সেই ইনিংসটি বিস্তারিতভাবে মনে করতে পারিনা। এসব প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মতামতের ব্যাপার।

● আমেদাবাদে ১০ হাজারতম রানটি করার পর আপনাকে [illegible] রকম

'আসলে গোটা টেস্ট জীবন আমার সেভাবে আলাদা করে দেখা হয়ে ওঠেনি শুরু থেকেই সাফল্য পেয়েছি বলে কিনা জানি না, বিশেষ কোন পার্থক্য বুঝতে পারি নি। তবে সাফল্য কে না চায়? আর সাফল্যের একটা আলাদা ধরনের আনন্দ আছে সেটা সৌভাগ্য ক্রমে অধিকাংশ সময়ে আমি পেয়েছি। অবসর নেওয়ার পর হয়ত ব্যাপারগুলো আলাদা করে ভাবতে পারব। তবে এটা হয়ত ঠিক ধারাবাহিকভাবে সাফল্য না পেলে ক্রিকেট সম্পর্কে আকর্ষণ এতটা থাকত না।'

'প্রথম জীবনে অভিজ্ঞতা কম ছিল, সেজন্য ঝুঁকি নেওয়ার ব্যাপারে অত হিসেবী ছিলাম না আর তা ছাড়া ভারতীয় দলে তখন জয়সীমা, দুরানী, সারদেশাই ও ওয়াদেকারের মত অভিজ্ঞ ও যোগ্য ক্রিকেটাররা ছিলেন। সেজন্য আমাদের মত জুনিয়রদের তেমন চাপ ছিল না। কিন্তু ১৯৭৪-৭৫ সালের পরে ওরা সবাই টেস্ট থেকে সরে যাওয়ার পর গোটা দলের দায়িত্ব মূলত: আমারও ভিশির ওপর পড়ে, সেজন্য সতর্ক থাকতে হত। পরে গত পাঁচ-ছয় বছরের ভারতীয় দলে নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যানদের আর্বিভাব ঘটেছে, সেজন্য আমি এখন অনেক সহজভাবে কোন ম্যাচের কথা ভাবতে পারি।'

আনন্দে উচ্ছ্বসিত দেখা গেল সেরকম আর কখনও দেখা যায়নি, এ ব্যাপারে কি বলবেন ? ব্যাপারটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য বা রেকর্ড বলে আপনি মনে করেন ?

●● হ্যাঁ, ব্যাপারটায় গুরুত্ব রয়েছে এই কারণে যে সকলেই দশহাজার রানের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। এছাড়া আমি বরাবরই একথা বলে এসেছি যে ২৯টি টেস্ট সেঞ্চুরির রেকর্ড অতিক্রম করা কোন রেকর্ড নয়, কারণ ব্রাডম্যান ২৯টি সেঞ্চুরি অনেক কম টেস্টে করেছিলেন। সেইজন্য আমার মনে হয়েছে এটা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের এক সাফল্য, অন্য ধরনের রেকর্ড। এই দশহাজার রানের ব্যাপারটা একেবারে আমার নিজের রেকর্ড, সেজন্য বিশেষ আনন্দ পেয়েছিলাম।

● কিন্তু দশহাজার রান করার পর আপনি আপনার নিজের কলমের একটি লেখায় বলেছেন যে দশহাজার রান করার পর আপনার মুখ দিয়ে যা বলানো হয়েছে তা আপনি বলেন নি।

●● (হেসে ফেলে), হ্যাঁ, তাইই। তবে ব্যাপারটা চিরকালই এরকম হয়েছে। তাঁরা যা লিখেছেন মনে হয় কয়েকজন উত্তেজনায় ও আবেগে ভেসে গিয়েছিলেন।

● আমেদাবাদের ঠিক উল্টো দৃশ্য দেখা গেল বাঙ্গালোরে, সেঞ্চুরির কাছে পৌঁছেও আউট হয়ে প্যাভেলিয়নে ফিরে আসার সময় আপনাকে এত বিষণ্ণ ও গভীরভাবে দুঃখিত দেখাচ্ছিল

●● আমি আসলে জানতামই না যে আমি সেঞ্চুরির অত কাছাকাছি পৌঁছেছিলাম, আমি জানতাম যে আমি ৯0-এর ঘরে আছি। কিন্তু সেটা দুঃখের নয়, যা গভীর দুঃখের তাহল যে আমরা জয়ের এত কাছাকাছি পৌঁছেছিলাম তবুও জিততে পারলাম না, আমি জানতাম যে আমাদের দল প্রয়োজনীয় রানগুলি সংগ্রহের জন্য আমার উপর নির্ভরশীল ছিল। দুঃখটা আমার আর একটি সেঞ্চুরির জন্য নয়, আমি দুঃখিত ছিলাম এই জন্য যে আমার দলকে আমি জয় এনে দিতে সফল হইনি।

● পেস বোলিং-এর পক্ষে সাহায্যকারী সবচেয়ে প্রাণবন্ত উইকেট আপনি কোথায় পেয়েছেন ? কবে ?

●● ১২৫টি টেস্ট খেলার পর এখন নিশ্চিত করে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন, আমার মনে হয় ১৯৭৮-৭৯ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্টে মাদ্রাজের উইকেট বোধহয় সবচেয়ে প্রাণবন্ত ছিল। ১৯৭৯ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দিল্লি টেস্টের উইকেট প্রাণবন্ত ছিল, আমাদের সৌভাগ্য যে সেই টেস্টে আহত থাকার জন্য ইমরান পাকিস্তানের পক্ষে খেলতে পারেনি, তবে সিকান্দর বখত বিস্তর উইকেট পেয়েছিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজে বারবাডোজের উইকেট বেশ গতি সম্পন্ন, ১৯৭৬ সালে জামাইকার উইকেট যথেষ্ট প্রাণবন্ত ছিল, ১৯৮৩ সালে ত্রিনিদাদের উইকেট গতিসম্পন্ন ছিল।

● আপনার সময়ের মধ্যে অন্য ফার্স্ট বোলারদের মধ্যে বব উইলিসকে তার যোগ্যতার, চেয়ে একটু ছোট করে দেখা হয় বলে মনে হয় না ?

●● অবশ্যই। তার টেস্ট রেকর্ড খুবই ভাল, বিস্তর আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও লড়াই করা এবং টেস্টে ৩00 উইকেটের বেশি পাওয়া সত্যিই দারুণ রেকর্ড।

● বাঁহাতি স্পিনারদের মধ্যে কাকে সেরা বলবেন ?

●● আমি যা দেখেছি তারমধ্যে বিষাণ সিং বেদিকে আমার সেরা বাঁ-হাতি স্পিনার বলে মনে হয়েছে।

★ এখন পড়াশুনোর সময়
★ এখন এগিয়ে যাবার সময়
★ পড়তে পড়তে দুর্বল হলে চলবে না
★ শরীর ও মন ভেঙ্গে পড়লে চলবে না



স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি, মনের একাগ্রতা বাড়াতে এবং শরীর সুস্থ ও সতেজ রাখতে ব্যবহার করুন।

ব্রেনোলিয়া



স্মৃতিশক্তি ও স্বাস্থ্য সতেজ রাখার উৎকৃষ্ট টনিক

ব্রেনোলিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস
১৩ মহারাজা ঠাকুর রোড, কলিকাতা-৩১
ফোন নং ৪১-০০৬৯





'নক্ষত্র' হয়ে ওঠার ব্যাপারটা সব সময় যে খারাপ লাগে তা নয়, তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে এই ইমেজ ও জীবনযাত্রার সঙ্গে ঠিক একাত্ম হতে পারি নি। প্রয়োজনে মানুষের জীবনে এইসব সভা, বক্তৃতা পার্টিতে ব্যস্ত হতে হয়, কিন্ত এসবের অধিকাংশতে ঠিক প্রাণের যোগাযোগ থাকে না। আমি না চাইলেও এই জীবনযাত্রা আমি এড়াতে পারতাম না। আমাদের দেশে তা খুবই কঠিন, এমনিতেই আমি বির্তকিত, তাতে বোধহয় সমস্যা আরও বাড়ত।'

● কিন্তু টেস্ট ক্রিকেটে তো আপনি কখনও বেদিকে খেলেন নি

●● না, তা সম্ভব ছিল না। সেক্ষেত্রে টেস্টের বাঁ-হাতি বোলারদের মধ্যে ডেরেক আন্ডারউডই সেরা।

● ব্যাটসম্যানের সহায়ক উইকেটেও?

●● হাঁ, যেকোন উইকেটেই, কারণ তার বিরুদ্ধে রান করা সব সময়েই কঠিন ছিল। আবার একই ধরনের কথা বলতে হয়, দীর্ঘদিনের অনেক বাঁহাতি বোলারকে খেলেছি, সেইভাবে ভাবলে হয়ত আরও কয়েকজনের কথা বলতে হবে, কিন্তু বাঁহাতি স্পিনার হিসেবে প্রথমেই যার কথা মনে আসে সে হল আন্ডারউড, ডেরেকই একনম্বর।

● একটু ব্যাখ্যা করবেন?

●● তার নিখুঁত আঁটোসাঁটো লেংথ ও বৈচিত্র্য দুটোই ছিল। আমার মনে হয় অনেকেই আন্ডারউডের নির্ভুল লেংথ ও ডিরেকশনের কথাই বিশেষ করে উল্লেখ করেন, কিন্তু তার বোলিং-এ যথেষ্ট বৈচিত্র্য ছিল।

● ভবিষ্যৎ-এ ক্রিকেট সাংবাদিকতায় নিজেকে জড়িয়ে রাখার ইচ্ছে আছে?

●● আমি জানি না, এই মুহূর্তে কিছুই ঠিক করিনি, জড়িয়ে ফেলতেও পারি।

● আপনার পরবর্তী বই কবে প্রকাশিত হবে?

●● এখন কি করে বলব? মরসুমে কোন সিরিজ চলার সময় বই টই লেখার সময় বিশেষ থাকে না।

● ক্রিকেট নিয়ে টিভিতে যে অনুষ্ঠান করতে চলেছেন তার প্রস্তুতি কতদূর? একটু বিস্তারিতভাবে বলবেন?

●● প্রস্তুতি চলছে, এখনও পর্যন্ত যা ঠিক হয়েছে তাতে ভারতীয় দলের খেলা মোট ১৩টি উল্লেখযোগ্য টেস্ট নিয়ে এই সিরিয়ালের কাজ হবে, আপাতত এই সংখ্যা, ভবিষ্যতে বাড়তেও পারে। ১৯৮০-৮১ সালের মেলবোর্ন টেস্ট এবং ১৯৭৭-৭৮ সালের সিডনি টেস্টের উপর কাজ প্রায় শেষ। ঐ দুটি টেস্টের জন্য আমি কপিল ও বেদির সাক্ষাৎকারও নিয়েছি। আমি নিজে দুটি সাক্ষাৎকারের কাজে খুশি। টাইটেল মিউজিক করেছেন পণ্ডিত জসরাজের ছেলে শার্ঙ্গদেব। ১৯৮৬-৮৭ সালের ক্রিকেট মরসুম শেষ হলে সম্ভবত মে মাস থেকে এই সিরিয়াল দেখানো শুরু হবে। সম্ভবত এবারের বাঙ্গালোর টেস্টও ঐ সিরিয়ালের অন্তর্ভুক্ত হবে। টেস্টে আপনার সর্বাধিক সংখ্যক শতরান থাকলেও একদিনের খেলায় আপনার একটিও শতরান নেই এ প্রসঙ্গে কিছু বলবেন?

●● চেষ্টা করেছি, হয়নি, তবে এরজন্য কোনও দুঃখ নেই। তবে এটা ঠিকই চেষ্টা ছাড়িনি। একদিনের ম্যাচে পরে ব্যাট করলে প্রতিপক্ষের রানের সংগ্রহ কম হলে ব্যাপারটা সম্ভব হয় না, কোন কোন খেলায় আবার রান ওঠার গতির দিকে নজর রাখতে হয়। আর প্রথমে ব্যাট করলে তা দলের প্রয়োজনে ঝুঁকি নিয়েই বল মারতে হয়।

● ভারতীয় প্রেস-এর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন?

●● কেন সম্পর্ক তো এখন ভালই, এই তো সেদিন বাঙ্গালোরে আমার ককটেল



নিজের লেখা প্রথম বই 'সানি ডেজ' তুলে দিচ্ছেন তৎকালীন অধিনায়ক বিষাণ সিং বেদির হাতে

পার্টিতে যাঁদের ডেকেছি তাঁরা সকলেই এসেছিলেন, আমারও মনে হয়নি কেউ আমার উপর অসন্তুষ্ট।

● আপনার জনপ্রিয় বই 'আইডলস'-এ পতৌদির স্থান হয়নি কেন ?

●● শুধু টাইগার কেন, জয়সীমা ও ওয়াদেকারেরও স্থান হয়নি, কারণ কিন্তু বইটির ভূমিকায় ব্যাখ্যা করেছি, ওঁদের স্থান দিতে পারলে আমি খুশিই হতাম।

● ভবিষ্যৎ এ টিভি বা রেডিওতে বিশেষজ্ঞ হওয়ার ইচ্ছা আপনার আছে ?

●● এখনও পর্যন্ত না, কারণ পাঁচদিনের টেস্ট ম্যাচে এক জায়গায় বসে থাকা আমার পক্ষে খুবই কঠিন কাজ হবে। আর ধারাবিবরণী দিতে গেলে বা বিশেষজ্ঞের মতামত দিতে গেলে তো এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকতেই হবে।

● অধিনায়ক হিসাবে আপনাকে কিন্তু একসময় 'রক্ষণাত্মক অধিনায়ক' এই অভিযোগ শুনতে হয়েছে কিছু বলবেন ?

●● না, কি উত্তর দেব এ প্রশ্নের ? দলের শক্তি কেমন থাকলে দারুণ আক্রমণাত্মক অধিনায়ক হওয়া যায় ? সুযোগ থাকলে জয়ের চেষ্টা আমিও করেছি, কিছু কিছু তো জিতেওছি নয় কি ?

● টেস্ট ক্রিকেটে দশহাজার রান ছাড়া অন্য কোন সাফল্যে আপনি বিশেষভাবে আনন্দ পেয়েছেন ?

●● টেস্টে ১০০ ক্যাচ ধরতে পারা আমাকে দারুণ আনন্দ দিয়েছে, টেস্ট ক্রিকেট শুরু করার অন্য সব ব্যাটিং রেকর্ডের মত এতগুলো ক্যাচ ধরতে পারব একথাও কোনদিন ভাবিনি।

● স্লিপ ফিল্ডিং-এ বিশেষজ্ঞ হওয়া ঐ ১০০ ক্যাচ ধরার জন্যই ?

●● না, ঠিক তা নয়। আমি কোনকালেই খুব দ্রুত গতিসম্পন্ন নই, রামনাথ পার্কার ইত্যাদিরা এ ব্যাপারে ভাগ্যবান, সেজন্য আমি স্লিপে ফিল্ডিং করা অভ্যাস করেছিলাম।

● টেস্টে আপনার সেরা ক্যাচ কোনটি ?

●● কপিলের বলে ধরা ক্লাইভ লয়েডের ক্যাচ; ১৯৮৩-৮৪ সালের আমেদাবাদ টেস্টে ক্যাচটি ধরেছিলাম।

● ক্রিকেটার কপিলদেব সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি ?

●● কপিল একজন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃত অসাধারণ ক্রিকেটার, তারজন্য আমার মূল্যায়নের কি বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে ?

● তবুও আপনি তাঁকে প্রথম থেকে দেখেছেন, কপিল বড় অলরাউন্ডার হয়ে ওঠার সময় আপনার অধিনায়কত্বে খেলেছেন –

●● কপিল যে আধুনিক টেস্ট ক্রিকেটের একজন সেরা অলরাউন্ডার একথা তো

> 'ছোটবেলায় বোলার হওয়ার ব্যাপারে আমার রীতিমত ইচ্ছে ছিল, যেমন এখন আমার ছেলে রোহনের আছে। তবে যখন স্কুলে নিয়মিত ক্রিকেট খেলতে শুরু করি, তখন ব্যাপারটা বুঝে ফেলি যে কল্পনায় আমি যত বড় বোলারই হই না কেন, বাস্তবেও ব্যাপারটা ঘটানয় যথেষ্ট অসুবিধা আছে।'

সকলেই জানেন। আমি বলেছি এবং লিখেওছি যে সাম্প্রতিককালে ভারতীয় ক্রিকেটের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে কপিলদেবের আত্মপ্রকাশ। বোলার কপিলদেব ভারতের প্রাণহীন উইকেটে নিজেকে নিংড়ে দিয়ে উইকেট দখল করেছে, আঘাত পাওয়া, হাঁটুর অস্ত্রোপচার ইত্যাদির বিরুদ্ধে তাকে লড়াই করতে হয়েছে, আজ তার উইকেট প্রাপ্তির সংখ্যা ৩০০ পেরিয়ে গেছে, অসাধারণ যোগ্যতা না থাকলে কি এই সাফল্য পাওয়া সম্ভব ছিল ?

● পেস বোলিং-এর সামনে দাঁড়ান তো আপনার ক্রিকেট-জীবনের প্রায় প্রাত্যহিক কাজ টেস্ট ক্রিকেটে কার বোলিং দ্রুততম মনে হয়েছে ?

●● কোন বিশেষ একজন বোলারের কথা বলা কঠিন, বিখ্যাত ফাস্ট বোলাররা সকলেই বিভিন্ন সময়ে প্রচন্ড গতিতে বল করেছে। ১৯৭১ সালে ম্যাঞ্চেস্টারে জন প্রাইসকে দ্রুত মনে হয়েছিল, অবশিষ্ট বিশ্ব একাদশের পক্ষে খেলার সময় লিলিও আমাদের বিরুদ্ধে দ্রুত গতিতে বল করেছিল, তারপর ১৯৭৭ সালে পার্থে জেফ টমসন দারুণ গতিতে বল করেছে, ১৯৮৩ সালে ম্যালকম মার্শাল দারুণ গতিতে বল করেছে। আরও কেউ কেউ নিশ্চয় তাদের সেরা ছন্দে থাকা অবস্থায় কখনও কখনও বল করেছে, কিন্তু বিস্তারিতভাবে তা কি মনে রাখা সম্ভব ?

● আপনার টেস্ট জীবনের শুরুতে আপনি হুক শট ব্যবহার করতেন কিন্তু তারপরই আপনার খেলা থেকে আপনি 'হুক' শটকে কার্যত বাদই দিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৮৩ সালে অর্থাৎ প্রায় ১২ বছর পর আবার সাফল্যের সঙ্গে হুক ব্যবহার করলেন এ প্রসঙ্গে কিছু বলবেন ?

●● এটা যখন যে ধরনের বোলিং খেলতে হয় তার উপর নির্ভর করে ১৯৮৩ সালে আমাকে যে ধরনের বোলিং খেলতে হয়েছিল তাতে ঝুঁকি নিয়ে হুক ব্যবহার করার দরকার হয়ে পড়েছিল মধ্যবর্তী সময়ে কোন দ্রুতগতির বোলারকে আমি খেলি নি



দাদারের বাড়িতে : বাঁদিক থেকে দাঁড়িয়ে কবিতা ও বিশ্বনাথ, মার্সেলীন, মা মীনাল, নূতন ও রজনীশ বহেল। পিছনে রোহনকে নিয়ে সুনীল ও তাঁর বাবা মনোহর।



'ভিশি আমার চেয়ে আরও ভাল ব্যাটসম্যান ছিল, কারণ সে একটা ভাল বলেও আক্রমণাত্মক শট নিতে পারত যা আমি নিতে পারি না, ব্যাটসম্যান হিসাবে আমাদের দুজনের তফাৎ এইখানেই।'

তা নয়। কিন্তু তারা কেউই নিয়মিত ভাবে ক্রমাগত শর্টপিচ বল করে নি। ১৯৮৩ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পেস বোলাররা শর্টপিচ বোলিং-কে তাদের নিয়মিত ডেলিভারি হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। সুতরাং রান পেতে হলে ঐ শর্টপিচ ডেলিভারির বিরুদ্ধে স্ট্রোক নেওয়ার প্রয়োজন ছিল, সেজন্য হুক করতে বাধ্য হয়েছিলাম।

● কোন ব্যাটসম্যান আপনার খেলাকে সবচেয়ে প্রভাবিত করেছে? কার টেকনিক, টেম্পারামেন্ট আপনি অনুসরণ করেছেন?

●● যদি আমি বিশেষভাবে কোন ব্যাটসম্যানের নাম করি তাহলে সেটা খুবই অন্যায় হবে। অনেক ব্যাটসম্যানকেই আমি শ্রদ্ধা করি। অনেক ব্যাটসম্যানের কাছ থেকে তাদের সেরা কৌশল রপ্ত করার চেষ্টা করেছি। তারপর সেই কৌশল আমার নিজের যোগ্যতায় নিজের মত করে রপ্ত করার চেষ্টা করেছি, বিশেষ ধরনের বল কি ভাবে খেলতে হয় তা শেখার এবং পরে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছি।

● রানিং বিটুইন দি উইকেটস্ টেস্ট এবং একদিনের ম্যাচ উভয় ক্ষেত্রেই খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, এ ব্যাপারে আপনার সেরা সঙ্গী কে?

●● টেস্টে তো চেতন চৌহান ছিল। তার আগে বোম্বাই ও পশ্চিমাঞ্চলের পক্ষে খেলার সময়ে আমার সঙ্গী ছিল রামনাথ পার্কার। ওর সঙ্গে আমার দারুণ বোঝাপড়া ছিল। এখন টেস্ট, একদিনের ম্যাচ ইত্যাদি সব ধরনের খেলায় আমার সঙ্গী শ্রীকান্ত, তার সঙ্গেও বোঝাপড়া আছে। বস্তুতপক্ষে দীর্ঘদিন একসঙ্গে খেলতে খেলতে এক ধরনের বোঝাপড়া হয়ে যায় যা ঠিক বর্ণনা করা মুশকিল। অনেক সময় কল না করেও দৌড়তে হয়, সেক্ষেত্রে উভয় উভয়ের দিকে তাকানোই যথেষ্ট।

● দীর্ঘকাল ধরে সর্বোচ্চ পর্যায়ের ক্রিকেট খেলার জন্য শারীরিক সক্ষমতা রাখার প্রয়োজনীয়তা অবশ্য আছে – আপনি কি বলবেন?

●● হ্যাঁ, প্রত্যেক খেলার মত ক্রিকেটারদেরও নিজেদের শরীর সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার, সামগ্রিক ভাবে যে আগের দিনের তুলনায় এখনকার দিনে ফিল্ডিং এর উন্নতি ঘটেছে বলে আমি মনে করি।

● আউটফিল্ডে এখন কাকে সেরা ফিল্ডার বলবেন?

●● নির্দিষ্ট করে কাউকে বলা কঠিন। আজহার, লোগি এদের মধ্যে কেউ হতে পারে।

● আপনার মামা মাধব মন্ত্রী তো টেস্ট ক্রিকেটার ছিলেন, আপনার ক্রিকেট জীবনের শুরুতে তাঁর কোন ভূমিকা ছিল না?

'আমি বরাবরই একথা বলে এসেছি যে ২৯টি টেস্ট সেঞ্চুরির রেকর্ড অতিক্রম করা কোন ব্যাপার নয়, কারণ ব্র্যাডম্যান ২৯টি সেঞ্চুরি অনেক কম টেস্টে করেছিলেন। সেইজন্য আমার মনে হয়েছে এটা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের এক সাফল্য, অন্য ধরনের রেকর্ড। এই দশহাজার রানের ব্যাপারটা একেবারেই আমার নিজের রেকর্ড, সেজন্য বিশেষ আনন্দ পেয়েছিলাম।'

●● অবশ্যই ছিল, অনেকের মধ্যে তিনিও আমাকে একাধিক টিপস্ দিয়েছিলেন, একটা, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপদেশও তার মধ্যে ছিল তা হচ্ছে – "কখনও তোমার উইকেট উপহার হিসাবে বোলারকে দিয়ে দিও না" উপদেশটি আমি মনে রাখার চেষ্টা করেছি।

● দীর্ঘ জীবনে অসাধারণ সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে ব্যর্থতাও এসেছে নিশ্চয়ই, তা কেমন ভাবে গ্রহণ করেছেন? জীবনের এই শেষ প্রান্তে এসে ব্যর্থতা কি আপনাকে উদ্বিগ্ন করে?

●● সারাজীবন ধরে আমি দুটোকেই প্রায় সমান ভাবে গ্রহণ করতে চেয়েছি, এখনও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। কোন সাফল্য বা ব্যর্থতা চিরস্থায়ী বা শেষ কথা নয় সেজন্য সাফল্যে খুশি হয়েছি, ব্যর্থতায় সেই মুহূর্তে দুঃখিত হলেও কিছুক্ষণ পরেই আবার পরবর্তী ইনিংসের জন্য তৈরি হতে হয়েছে, এই ব্যাপারগুলো ঘটার এটাই স্বাভাবিক নিয়ম।

● পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কলকাতা টেস্ট ও একদিনের ম্যাচে না খেলার কারণ কি?

●● ব্যক্তিগত কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

● আপনার বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ শোনা যায় – তার মধ্যে দুটি হল আপনি নাকি দিলীপ দোশি ও বিষাণ বেদির টেস্ট জীবন সংক্ষিপ্ত করার ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছেন, আপনার উত্তর কি?

●● যদি তারা তাই মনে করে তাহলে আমার কিছু বলার নেই, আমি কিছু বললেও তা এদের মতামত বদলে দিতে পারবে না। যদি তারা ভাবে আমি তাদের ক্রিকেট জীবন শেষ করে দিয়েছি তাহলে তারা সেই কথা ভাবুক, আমিও আমার মত থাকি।

● গোটা ক্রিকেট জীবনে আপনি কোন ব্যাপারের জন্য মনস্তাপে ভোগেন? ভুগেছেন?

●● আমি নিশ্চিত এত দীর্ঘ জীবনে নিশ্চয় কিছু কিছু ঘটনার জন্য দুঃখ থাকবে,



শ্রীলঙ্কার মন্দিরে সুনীল সঙ্গে স্ত্রী মার্শেনীল ও পুত্র রোহন

আপশোষ থাকবে. কিন্তু আমি সত্যিই কখনও পিছনে ফিরে তাকানোর সময় পাই নি। ১৬ বছরের টেস্ট জীবনে ছোটখাট ঘটনা তো থাকবেই। আমার ঐ ব্যাপারটা করা উচিত ছিল না, সেই ব্যাপারটা করা উচিত ছিল না, এসব ভাবার অবসরই হয় নি। হতে পারে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ক্রিকেট থেকে সম্পূর্ণ ভাবে অবসর নেওয়ার পরে আমি এসব ব্যাপার ভাবব।

● এমন কোন ঘটনা কি আছে যা আপনাকে কখনও গভীর আঘাত দিয়েছে?

●● না. তেমন কিছু মনে পড়ছে না।

● মেলবোর্ন মাঠে চৌহানকে নিয়ে মাঠ ছেড়ে যাওয়ার ঘটনা সম্পর্কে কি বলবেন?

●● আমি ঐ ঘটনাটিকে আমার ভুল বলব, কিন্তু ঐ ঘটনাটি আমাকে সে অর্থে ঠিক আহত করে নি। তখন উত্তেজনার মাথায় আমি একটি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, কিন্তু ঘটনাটিতে আমি আহত হই নি।

● অবসর নেওয়ার পর জীবন কেমন ভাবে কাটাতে চান?

●● আমি ৯টা থেকে ৫টার চাকরিতে ব্যস্ত থাকব। কুড়ি বছর ধরে ব্যস্ততায় কাটিয়েছি, অবসরের পর নির্জনতা উপভোগ করব, জীবনের দিকে অন্যভাবে ফিরে তাকাব।

● অবসরের পর ক্রিকেটের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকবে না?

●● ব্যাপারটা অনেক কিছুর উপরেই নির্ভরশীল।

● আপনি একবার বলেছিলেন বোম্বাইতে একটি ক্রিকেট শেখার স্কুল খুলবেন, আপনার মত শিক্ষক পেলে যে কোন ছাত্র উপকৃত হবে –

●● যতক্ষণ না সরকারের কাছ থেকে এ ব্যাপারে তেমন সাহায্য পাচ্ছি ততদিনে কিছু করা সম্ভব নয়, স্কুল শুরুর জন্য সরকারের তরফ থেকে অন্তত একখণ্ড জমি পাওয়া প্রয়োজন। আমি নিজে থেকে সব করতে পারি না। একখণ্ড জমি না পেলে আমি কী করে ইনডোর স্কুল খুলব? হঠাৎ তো কোন উপযুক্ত বাড়ি পাওয়া যায় না।

● এব্যাপারে কোন মহল থেকে কোন প্রস্তাব আছে?

●● মহারাষ্ট্র সরকারের সঙ্গে আমি এ ব্যাপারে গত ৭ বছর ধরে কথাবার্তা চালাচ্ছি, যখন তাঁদের সময় হবে তখন তাঁরা আমাকে একখণ্ড জমি দেবেন, তখনই আমি শুরু করব। যদি তাঁরা না দেন তাহলে আমারও কিছু করার থাকবে না।

● দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের জন্য ধন্যবাদ।

●● ধন্যবাদ।

> **'কোন সাফল্য বা ব্যর্থতা চিরস্থায়ী বা শেষ কথা নয় সেজন্য সাফল্যে খুশি হয়েছি, ব্যর্থতায় সেই মুহূর্তে দুঃখিত হলেও কিছুক্ষণ পরেই আবার পরবর্তী ইনিংসের জন্য তৈরি হতে হয়েছে, এই ব্যাপারগুলো ঘটার এটাই স্বাভাবিক নিয়ম।'**



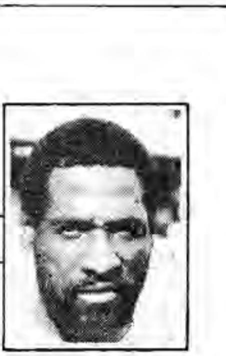


সানি নিজেই

ডাক নাম – সানি
জন্ম তারিখ – ১0 জুলাই, ১৯৪৯
উচ্চতা – ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি
রাশি – কর্কট
স্ত্রীর নাম – মার্সেনীল
পুত্রের নাম – রোহন জয়বিশ্ব
প্রিয় খাদ্য – তেমন কিছু নেই
প্রিয় পানীয় থামস্ আপ
প্রিয় অভিনেতা/অভিনেত্রী পল নিউম্যান, সন্দীপ পাটিল/ডাস্টিন হফম্যান
মদ্যপান বা ধূমপান করেন? – না
প্রিয় লেখক/লেখিকা – নেই
পড়া শেষ বই – দি কেস অব লুসি বেন্ডিং
প্রিয় গায়ক – সন্দীপ পাটিল
প্রিয় ছুটি কাটানোর জায়গা – মুসৌরি
প্রিয় অবসর বিনোদন – ছাপা যাবে না
গাড়ি – প্রিমিয়ার প্রেসিডেন্ট, হন্ডা, মারুতি
প্রিয় অন্য খেলা ব্যাডমিন্টন
প্রিয় ক্রীড়াবিদ (ক্রিকেটার নয়) – প্রকাশ পাড়ুকোন
প্রিয় পশু – নেই
প্রিয় পাখি – ময়ূর
প্রিয় মাঠ – কুইন্স পার্ক ওভাল, ত্রিনিদাদ
ভাল লাগে – ঘুম
খারাপ লাগে – ট্রেনিং
ভয় পান – সাপ, কুকুর
সংস্কার – প্রচুর
জীবনের সৌভাগ্যজনক মোড় – স্কুল দলে প্রথম সুযোগ পাওয়া
সবচেয়ে অস্বস্তিকর মুহূর্ত – নেই
হতাশা – নেই
প্রথম দল – রাজস্থান স্পোর্টস ক্লাব
প্রথম এবং প্রধান কাজ – ব্যাট করা
স্মরণীয় ম্যাচ – মনে নেই

স্মরণীয় মুহূর্ত – ভারতীয় দলে সুযোগ পাওয়া
গর্বের মুহূর্ত – ইংল্যান্ডের মাটিতে জেতা
সেরা অধিনায়ক – অজিত ওয়াদেকার
কোন বোলার সবচেয়ে বেগ দিয়েছেন? – সবাই
প্রিয় ফিল্ডিং পোজিশন – স্লিপ
জীবনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব – বাবা-মার
প্রিয় ক্রিকেটার – রোহন কানহাই, এম এল জয়সীমা
কৈশোরের হিরো – রোহন কানহাই
দেখা সেরা বোলিং – চন্দ্রশেখর, ওভাল-১৯৭১
নিখুঁত ব্যাটসম্যান – গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথ
নিখুঁত বোলার – বিষাণ সিং বেদি
সেরা সেঞ্চুরি ১৯৭৪, ওল্ড ট্র্যাফোর্ড, ১0১
দেখা সেরা ইনিংস অথবা সেঞ্চুরি – গুচ, মাদ্রাজ, ১৯৮১
নিজের সেরা ক্যাচ – লয়েডের, আমেদাবাদ – ১৯৮৩
দেখা সেরা ক্যাচ – সোলকার, ওভাল ১৯৭৪
স্মরণীয় টেস্টম্যাচ – ওভাল, ১৯৭১
প্রিয় স্ট্রোক – স্ট্রেট ড্রাইভ
যার দেখা পেতে চান – ঈশ্বর
প্রিয় রঙ – কালো
প্রিয় পরামর্শদাতা – বাবা এবং মার্সেনীল
নিজের সেরা ইনিংস ৫৭, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৭১
হবি – এমন আড্ডা, যেখানে ক্রিকেট নেই
বিস্ময় – কী করে যে কয়েকটা রেকর্ড হয়ে গেল!
গর্ব – ভারতীয় হিসাবে.
ঘৃণা করেন – অসততা, মিথ্যাচার
সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করেন বাবা-মাকে
প্রিয় বন্ধু – মিলিন্দ রেগে, হেমন্ত ওয়াইঙ্গেঙ্কার
টার্গেট – একদিনের ম্যাচে শতরান
প্লাস পয়েন্ট সবাই জানেন
মাইনাস পয়েন্ট – সবাই জানেন
ক্রিকেটার না হলে – সমুদ্র উপকূলে মাছ ধরতাম
স্মরণীয় ঘটনা – ২৯-তম শতরান

জীবন্ত কিংবদন্তী



ভিভ রিচার্ডস

বিরাশির একটি ঘটনার কথা সবার আগে মনে পড়ছে। সেবার ভারতে আসার পর প্রথম সাক্ষাতেই সানি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, ক'টা সেঞ্চুরি এবার করবে ?

আমি কিন্তু একটার পর একটা ম্যাচে ব্যর্থ হচ্ছিলাম। বোম্বাই টেস্টে ভারত প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পায়। ওদের ইনিংসের পর বিশ্রামের দিন এসে যায়। তারপর আমি ব্যাট করব। বিশ্রামের দিন সুনীল আমাকে বলে ভিভ আর ব্যর্থতা নয়, এবার একটি সেঞ্চুরি কর।

আমার মনে হয়েছিল কথাটা যেন সুনীলের হৃদয় থেকে উঠে এসেছে। আমাকে এটা খুব স্পর্শ করেছিল। আমি অত্যন্ত সচেতনভাবে খেলে ১০৪ রানের একটা ইনিংস ওকে উপহার দিয়েছিলাম। এই হচ্ছে সুনীল অনেক বড় ব্যাটসম্যান, অনেক বড় বন্ধু।

বন্ধুর প্রতি গভীর ভালবাসা ছিল বলেই তিরাশির বোম্বাই টেস্টে আমার কাছে শতরান চেয়েছিল সানি। তখন আমি কলকাতার আজকালে ও বোম্বাইয়ের সানডে-মিডডে পত্রিকায় ম্যাচ রিপোর্ট করছি। পরদিন সানির বন্ধুত্বের কথা উল্লেখ করেছিলাম। পরদিন মিডডে পত্রিকায় আমার প্রতিবেদনের হেডিং-ই ছিল 'টন ফর ফ্রেন্ড সানি।'

শুরুতেই অভিষেক ঘটে। আমাদের দেশেই টেস্ট ক্রিকেটে সুনীল সাড়া জাগিয়েছিল। ৭৭৪ রান করা এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছিল।

প্রথম টেস্টে খেললে হয়ত এক সিরিজে ব্র্যাডম্যানের সর্বাধিক রান সংগ্রহের রেকর্ড (৯৭৪) ভেঙে দিতে পারত।

সেই সাফল্যের পর থেকেই সুনীল ওয়েস্ট ইন্ডিজে সর্বাধিক জনপ্রিয় বিদেশী ক্রিকেটার। সেই সিরিজে সুনীলকে কোন ম্যাচে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। কিন্তু তখনই আমাদের দেশের বহু নামী ক্রিকেটারকে বলতে শুনেছি, একদিন এই তরুণ ক্রিকেটার বিশ্বের সব রেকর্ড ভেঙে দেবে।

চুয়াত্তরেই আমি ওকে প্রথম দেখি। সেবার ভারত ইংল্যান্ড সফর করে। এবং আমি সেবার সমারসেটের হয়ে প্রথম খেলছি। বিশ্বের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে খেলার, আনন্দে আমার ভেতরটা ছটফট করছিল। এরপর ওয়েস্ট ইন্ডিজ যখন ১৯৭৪-৭৫ সালে ভারত সফরে গেল, আমি দলে স্থান পেয়েছিলাম। সেই সফরে আমি সানির বিরুদ্ধে অনেক ম্যাচ খেলেছিলাম। ক্রমশ আমাদের গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠল, যা এখনও অটুট। সানি একবার সমারসেটের হয়ে খেলেছিল। আমারই বদলে। ঠিক বদলে বলা ভাল নয়। বিশেষ কারণে মরসুমের শুরুতে খেলতে পারি নি। এটা আমার দুর্ভাগ্য। আমি তখন ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে খেলতে ব্যস্ত ছিলাম। মরসুমের শেষের দিকে সমারসেটে কয়েকদিনের জন্য দেখা হয়েছিল নিয়মানুসারে দুজনের বেশি বিদেশী খেলোয়াড় খেলার নিয়ম ছিল না। সানি তখন জোয়েলের সংগে একই বাড়িতে থাকত। আমরা সবাই মিলে প্রতি সন্ধ্যায় জমিয়ে আড্ডা মারতাম। আড্ডার ব্যাপারেও সুনীল ওর ইনিংসের মতই প্রাণবন্ত ছিল। খাওয়ার ব্যাপারে খুব একটা খুঁতখুঁতে না হলেও ও নির্দিষ্ট খাদ্য তালিকা মেনে চলত।

বাবা-মার প্রতি দেখেছি ওর গভীর শ্রদ্ধা আছে। ইংল্যান্ডে দেখেছি প্রতি সন্ধ্যায় ও বাবা মার সংগে ট্রাঙ্ককলে কথা বলত।

ওর সূক্ষ্ম রসিকতা বোধ আছে।

একবার সাংবাদিকরা ওকে প্রশ্ন করে সমারসেটে আপনি ও ভিভ একসংগে খেললে কেমন হয়! সুনীলের স্পষ্ট জবাব দারুণ জুটি, তবে ব্যাটিং এ নয়, বোলিং-এ; ওর অফস্পিন ও আমার লেগ ব্রেক।'

সানির আবির্ভাবেই আমাদের দেশের বিশেষজ্ঞরা যে মন্তব্য করেছিলেন, তা তো অনেকদিন প্রমাণিত। টেস্ট ক্রিকেটে ওর রেকর্ডের হিসেব রাখতে এখন কম্পিউটারের সাহায্য নিতে হয়।

ব্র্যাডম্যানের ২৯টা সেঞ্চুরির রেকর্ড, টপকে অনেকদিন এগিয়ে গেছে। এখন ওর সেঞ্চুরি ৩৪টা। দশ হাজার রান করে এক অন্য ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

আমি ওর ২৯ ও ৩০তম সেঞ্চুরির সাক্ষী ছিলাম।

৩০তম সেঞ্চুরি করেছে মদ্রাজে। ২৩৬ রানে অপরাজিত ছিল। সেই ইনিংসে ওকে দেখে মনে হয়েছিল বিশ্বের কোন শক্তির পক্ষেই ওকে থামান সম্ভব নয়। সেই ম্যাচটায় ও ব্যাট করতে এসেছিল ৪ নম্বরে। নামেই ৪ নম্বর। ও যখন ব্যাট হাতে মাঠে নামে তার আগে মাত্র ৯টি বল খেলা হয়েছিল। শূন্য রানে ভারতের ২টি উইকেট পড়ে গেছে

সুনীলের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ওর জীবনের সাফল্যের একটা বড় অংশ, আমাদের বিরুদ্ধে আমার দেখা অন্যতম সেরা ইনিংস ছিল সানির ২৯তম সেঞ্চুরি আমাদের কোন বোলারই সেদিন ওকে এতটুকু অসুবিধায় ফেলতে পারেনি। সেদিনের সম্রাট ছিল ও সানি এখন ক্রিকেটের অমর কিংবদন্তী অসীম ধৈর্য ও অনমনীয় মানসিকতায় গড়া সানির চরিত্র। অধিনায়কের যতগুলো ভাল গুণ থাকা দরকার সবই সানির আছে। স্যার ডন ওকে বিশ্বের সেরা ওপেনার বলেছেন ওকে ক্রিকেটের অলংকার হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ক্রিকেট বিশ্ব এক সময় একজনকে সানির প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে তুলনামূলক আলোচনায় আনা হয়েছে। বয়কট, গ্রেগ চ্যাপেল, টার্নার, কিংবা আমাকে তুলনায় আনা হয়েছে। পণ্ডিতদের এ ধরনের আলোচনায় আমার বেশ ভালই লাগে। **কিন্তু আমি স্বীকার করছি, সুনীল বিশ্বের সবচেয়ে নিখুঁত ব্যাটসম্যান।**

এই বিশাল ক্রিকেট রেকর্ড ও গড়ে তুলেছে একজন ওপেনার হিসেবে। একজন ব্যাটসম্যান হিসেবে আমি জানি সেটা কত কঠিন।

আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসী। ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাড়া সুনীলের পক্ষে এই কৃতিত্বের অধিকারী হওয়া সম্ভব ছিল না।



মাদ্রাজে সুনীলের তিরিশতম শতরান। ভিভ রিচার্ডসের অভিনন্দন

ছবি: প্রেমিক শেঠ



সুনীল অবসর নিলে দুঃখিত হব



ইমরান খান

আমার মত প্রায় বছর খানেক আগেই অবসরের কথা ঘোষণা না করলেও, ইতিমধ্যেই যখন ভাবনা-চিন্তা শুরু করে দিয়েছে, পরিষ্কার বুঝতে পারছি, সুনীল গাভাসকার আর খুব বেশিদিন ক্রিকেট খেলবে না। আজ নয় কাল, যখনই ও অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করুক, ভারতীয় না হয়েও ব্যক্তিগতভাবে আমি দুঃখিত হব। সুনীলের মত গ্রেটরাই তো ক্রিকেটকে বাঁচিয়ে রাখে। সুতরাং একজন ক্রিকেটার এবং ক্রিকেটপ্রেমী হিসাবে এই ধরনের নায়কদের বিদায় আমার কাম্য হতে পারে না। আপনারা বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, গ্রেগ চ্যাপেল, ডেনিস লিলি বা রডনি মার্শ-রাও ক্রিকেটকে যখন গুডবাই জানিয়েছিল, আমি দুঃখিত হয়েছিলাম। তাকিয়ে দেখুন, আজ অস্ট্রেলিয়া আর সেই জায়গায় নেই। সুনীল অবসর নিলে ভারতও থাকবে না।

উনিশশো আটাত্তরের সফরেই সানিকে দেখে যতটা মুগ্ধ হয়েছিলাম, আজও সেই রেশ কাটে নি। আপনারা জানেন, প্রায় বছর দশেক ধরেই আমি গাভাসকার বন্দনায় মুখর, যদিও এসবের কোন প্রয়োজন সুনীলের নেই। তবু কিছু কথা ছাপার অক্ষরেই রেখে যাওয়া ভাল। আমার দীর্ঘ ক্রিকেটজীবনে অনেক বড় ব্যাটসম্যানকেই বল করেছি, কিন্তু সুনীলের চেয়ে বেশি জমাট ব্যাটসম্যানকে কখনই নয়। ওর ব্যাট সবসময়েই থাকে সোজা, শরীরের একেবারে কাছাকাছি, বাতাসে বলের বাঁক যতই হোক তীব্র, একেবারে শেষ মুহূর্তে সুনীল তা নির্বিষ করে দেয়। ও গ্রেট। ও সম্পদ – শুধু ভারতেরই নয়, বিশ্বক্রিকেটেরও।

আমার কথা বিশ্বাস করার দরকার নেই, যে কোন বোলারকে জিজ্ঞাসা করুন, কোন ব্যাটসম্যানকে আউট করা সবচেয়ে কঠিন, জিওফ বয়কটের নাম মনে রেখেও তারা গাভাসকারের নাম বলবে। যত বেশিক্ষণ ও ক্রিজে থাকবে, ততই বেড়ে যাবে এই সমস্যা। অফ স্টাম্পটি ঠিক কোথায় আছে, তা ওর চেয়ে ভালভাবে কেউ জানে না।

নিশ্ছিদ্র রক্ষণের কথা ভাবলে, আমাদের সামনে বয়কটের ছবি ভেসে ওঠে। আক্রমণের তাণ্ডবলীলা? ঐ দাঁড়িয়ে আছে ভিভ রিচার্ডস। দুজনে দুই বিপরীত মেরুর, এবং তার ঠিক মাঝখানেই দাঁড়িয়ে আছে আপনাদের গাভাসকার – সেতুবন্ধন হিসাবে। ওকে বলা যায় বয়কট ও রিচার্ডসের আদর্শ সংমিশ্রণ, দুজনের ভালটুকু নিয়ে তৈরি, সযত্নে সে খারাপটুকু পরিহার করেছে। শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট পরিয়ে দেওয়ার জন্য এমন উপযুক্ত মাথা আর কোথায়ই বা পাওয়া সম্ভব? ও অসাধারণ, ও ব্যতিক্রম।

সানির উইকেট পাওয়া চিরকালই আমার কাছে মনোবল বাড়ানোর রসদ হিসাবে কাজ করেছে। ১৯৮২ – আমার স্বপ্নের সময়। জীবনের সেরা ফর্মে ছিলাম। ছোট মুখে হয়ত একটা বড় কথা বলছি মহিন্দার অমরনাথ আমার বল ভালভাবে খেলতে পারছিল না। তবু তারই মধ্যে সুনীল ১২৭ রানের একটা ইনিংস খেলেছিল। আমরা দশজনকে আউট করেছিলাম ঠিকই, কিন্তু সুনীলকে আউট করতে পারি নি। নিজেকে তখন যুদ্ধে পরাজিত সৈনিকই মনে হয়েছিল আমার।

সুনীলের সঙ্গে এমন যুদ্ধে আমাকে অনেকবারই অংশ নিতে হয়েছে। কখনও ও জিতেছে, কখনও আমি। কিন্তু আমাদের বন্ধুত্বে কখনও চিড় ধরে নি। এই উপমহাদেশের লোক হিসাবে ওর জন্য গর্ববোধ করেছি।

আমার সমবয়সী, তাই বোধহয় এত ভাল সম্পর্ক। মাঠের বাইরে সুনীলকে এখনও আমার শত্রুশিবিরের লোক বলে মনে হয় না। অন্য কোন দেশের ক্রিকেটারের সঙ্গে আমার এতটা অন্তরঙ্গতা নেই। হয়ত আমিই সহজভাবে মিশতে পারি নি। শুনেছি, কেউ কেউ আমাকে দাম্ভিক বলেন। হয়ত সেটাও একটা কারণ। কিন্তু সুনীল কখনও আমাকে ভুল বোঝে নি। বন্ধুত্ব তাই এত গভীর।

আন্তর্জাতিক, ক্রিকেটে আমাদের লড়াই প্রায় একই সঙ্গে শুরু হয়েছিল। শুরুর কথাটা যখন উঠলই, কী করে ভোলা সম্ভব সুনীলের সেই ৭৭৪ – ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে? আমার মনে আছে, সেদিনই ক্রিকেট পণ্ডিতরা বলেছিলেন, এই ছেলেটির কাছে একদিন গোটা দুনিয়া হার স্বীকার করবে। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আমি এমন ভাবি নি। ভেবেছিলাম, ওর আরও পরীক্ষা দরকার। আসলে আবির্ভাবে সাড়া অনেকেই জাগায়, কিন্তু দারুণভাবে জ্বলে উঠে হাউই বাজির মত মিলিয়ে যেতেও তো কতজনকে দেখলাম। উদাহরণ? লরেন্স রোকে মনে আছে নিশ্চয়ই, জীবনের প্রথম টেস্টে সেঞ্চুরি আর



ব্যাটিং ছাড়া সুনীলের ইমরানের বোলিং ভঙ্গি নকল করার দক্ষতাতেও ইমরান মুগ্ধ।

ছবি: এস এস কাঞ্জিলাল

ডাবল সেঞ্চুরি করার বিরল সম্মান অর্জন করেছিল? ওর দাপটে এক সময় বোলাররা যখন অস্থির, অনেকেই ওকে 'ভবিষ্যৎ – রোহন কানহাই' হিসাবে চিহ্নিত করেছিল। রো কিন্তু সেই জায়গায় আসে নি বহু ব্যবহারে যতই জীর্ণ হোক, এই কথাটির সত্যিই কোন মৃত্যু নেই যে, শীর্ষে পৌছন যতটা কঠিন সেখানে বিরাজ করা তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন। সুনীল এই কঠিন কাজটাই অনায়াসে করেছে। চুল পেকে গেল, তবু সুনীল আজও অদ্বিতীয়। সতের বছর বোধহয় খুব কম সময় নয়, তাই না?

সুনীল আসার আগে পর্যন্ত ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা ফাস্ট বোলিংকে ভয় পেত। সেই ভয়টা সুনীলই কাটিয়ে তুলেছে, জয় করেছে তার অনবদ্য টেকনিক এবং বিস্ময়কর শৌর্য দ্বারা। ও সেরা ওপেনার, নিঃসন্দেহে, আমি একদিনের ম্যাচেও সুনীল গাভাসকারকে খুব বড় মাপের ব্যাটসম্যান মনে করি। অস্ট্রেলেশিয়া কাপ ফাইনালে আমাদের জিতিয়ে ছিল শেষ বলে মিয়াঁদাদের ছক্কা, কিন্তু সেই ইনিংসের চেয়ে কম অবিস্মরণীয় নয় সুনীলের দুরন্ত ৯২।

টেস্টে যে ৩৪টা সেঞ্চুরি আর ১০ হাজারের বেশি রান করে, তার নামের পাশে থাকতে বাধ্য কিছু অবিশ্বাস্য ইনিংস। আমি সেই ভাগ্যবানদেরই একজন, যাঁরা ওভালে সানির ২২১ রানের ইনিংসটি দেখেছিলাম। বর্ণনা অসম্ভব। আমার দেখা অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইনিংসগুলির তালিকায় এটার পাশাপাশি রাখতে চাই বাঙ্গালোরের ৯৬। স্পিনারদের হাতে, পিচের প্রতিটি বিন্দুতে ধরা ছিল ব্যাটসম্যানদের মৃত্যু-পরোয়ানা। কিন্তু যে ইনিংস সুনীল খেলে গেল, তা শুধু ভিডিও ক্যাসেটেই নয়, বন্দী থাকা উচিত ক্রিকেটরসিকদের হৃদয়েও। এই ইনিংসটিই দুটি কথা প্রমাণ করে। এক, চাপের মুখে সুনীল প্রায় অপরাজেয়, যে গুণটি ছাড়া আমি কাউকে গ্রেট হিসাবে মেনে নিতে রাজি নই। এবং দুই, এখনও ভারতীয় ক্রিকেটকে ওর অনেক কিছু দেওয়ার আছে। তাই আবার বলছি, সুনীল অবসর নিলে দুঃখিত হব।

এখনও ভারতীয় ক্রিকেট দলে যে মানুষটির রয়েছে শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটমস্তিষ্ক, তার নাম অবশ্যই সুনীল মনোহর গাভাসকার বর্তমান-অধিনায়ক কপিলদেবও ওর কাছে নেহাৎই শিশু। যাঁরা গাভাসকারকে ভাল অধিনায়ক হিসাবে স্বীকার করেন না, আমাকে তাদের বিরোধী দলে রাখতে পারেন। ও অত্যন্ত চতুর ও ঠাণ্ডা মাথার অধিনায়ক কেন জানি না, কেউ কেউ ওর শরীরে রক্ষণাত্মক অধিনায়কের লেবেল সেঁটে দিয়েছিল। আমার কিন্তু কখনই তা মনে হয় নি। শত্রু এবং নিজের শক্তিকে না মেপে, রক্ষণের সমস্ত রাস্তা খোলা এবং দরজা আলগা রেখে সর্বাত্মক আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ার নাম যে বীরত্ব নয়, শুধুই মূর্খতা – এটা ও অন্যদের চেয়ে একটু তাড়াতাড়ি বুঝেছিল, এটা নিশ্চয়ই অপরাধ নয়। হিসাব করে দেখুন, মোটেই ভাল আক্রমণ পায় নি, কপিল ছাড়া ওর পক্ষে খুব বেশি আক্রমণাত্মক হওয়া কি সম্ভব ছিল? কিন্তু সীমিত ক্ষমতা নিয়েও ওর প্রতিটি পদক্ষেপে বুদ্ধি এবং পরিকল্পনার ছাপ আমি দুঃখিত যে, ভাল অধিনায়ক সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাটা আমার সঙ্গে ঠিক মেলে না।

লিটল নয়

বিগ মাস্টার



অ্যালান বর্ডার

সুনীল গাভাসকারের উচ্চতা বোধহয় প্রতিদিনই একটু করে বেড়ে যাচ্ছে ও সবার ধরাছোঁয়ার এতটাই বাইরে চলে গেছে যে, এখন প্রত্যেকটা ম্যাচেই, এমনকি দুই এক রান করলেও, একটা করে নতুন রেকর্ড হয়। কয়েক মাস আগে আমরা যখন আপনাদের দেশে সফর করে এলাম, সুনীল তখন নয়হাজারী ক্লাবের একমাত্র সদস্য। আমি প্রায়ই ওকে জিজ্ঞাসা করতাম, পাঁচ অঙ্কে কবে পৌঁছচ্ছ? উত্তরে ওর কাছ থেকে মৃদু হাসি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যেত না। এই হল সেই আত্মবিশ্বাসের হাসি, যা ভারতের ভরসা, বিপক্ষের আতঙ্ক। ওর মতই আমারও স্থির বিশ্বাস ছিল, অদূর ভবিষ্যতেই এই ঐতিহাসিক মঞ্চ ওর জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। কারণ, আমাদের সফর শেষ হওয়ার পরও এই মরসুমেই ও পাচ্ছিল শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দুটি সিরিজের আটটি টেস্টম্যাচ, যা দশ হাজারে পৌঁছনোর জন্য ওর কাছে যথেষ্টই বিবেচিত হওয়া উচিত। বাস্তবে অন্য কিছু ঘটেনি।

সাম্প্রতিক অতীতে বেশ কয়েকটা ঘটনা আমি মনে করতে পারি, যখন আমরা শুনেছি, সুনীল এবার অবসর নিচ্ছে। কিন্তু তার পরিবর্তে দেখেছি, শুনেছি শুধু সাফল্য আর সাফল্য রান, সেঞ্চুরি, এবং অনিবার্যভাবেই রেকর্ড! লিটল মাস্টার নামটা কে দিয়েছিলেন আমি জানি না। তাঁর দূরদৃষ্টিকে প্রশংসা করেও আমি বলব, ওর নামের পাশে এই বিশেষণটা এখন আর উপযুক্ত নয়। লিটল নয়, এখন বিগ মাস্টার।

আপনারা জেনে হয়ত খুশি হবেন, অস্ট্রেলিয়ায় বসেও আমরা সুনীলের দশ হাজার রানে পৌঁছনোর সাক্ষী থাকতে পেরেছি টেলিভিশনের কৃপায়। বাস্তব মাঝে মাঝে স্বপ্ন কল্পনাকেও হার মানায়, তাই না? গোটা ক্রিকেটদুনিয়ার উচিত, ওর প্রতিভার গভীরতার প্রতি মাথানত করে শ্রদ্ধা জানানো। সুনীল গাভাসকার মানেই রান, যা সে গত দুই দশক ধরে ধারাবাহিকভাবে করে আসছে। সত্তর এবং আশির দশক কাটিয়ে যদি শ্রেষ্ঠত্বের রত্নখচিত শিরস্ত্রাণ নিয়েই ও নব্বই এর দশকে, আমি অন্তত অবাক হব না, বরং এই মুহূর্তে সেটাই যেন স্বাভাবিক মনে হচ্ছে।

সতের বছরে ৩৪টা সেঞ্চুরি, দশ হাজারের বেশি রান এবং আরও অনেক উজ্জ্বল বিশ্বরেকর্ড নিয়ে ক্রিকেটের যে অবিসংবাদিত নায়ক আমাদের সবার সেরা বেশ কয়েক মাইল এগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার যোগ্যতা, ক্ষমতার প্রতি আলোকপাত করার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।

আমি শুধু একটা কথাই বলতে পারি, সুনীল যখন আমাদের বিরুদ্ধে ব্যাট করে, আমার হৃদয় থাকে দ্বিধাবিভক্ত। এক অংশ ভীত, সে ভাবে কী করে এই লোকটিকে দ্রুত প্যাভিলিয়নের নিরাপদ ছায়ায় ফেরত পাঠানো যায়। আর এক অংশ চঞ্চল, সে চায় কিছু শিখতে। হ্যাঁ, সুনীল গাভাসকারের ব্যাটিং-এ শুধু মুগ্ধ বা বিস্মিত হওয়ার নয়, শিক্ষারও অনেক উপাদান ছড়ানো থাকে।

আমি সুনীলের ব্যাটিং থেকে যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি শিখতে চেয়েছি, সেটা হল কিছুতেই আউট না হওয়ার অদম্য ইচ্ছা।

আমরা বিদেশী, তবু কেন জানি না মনে হয়েছে, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সুনীলের সম্পর্ক সবসময় সহজ থাকেনি। গত বছরের শুরুতে অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার আগে ও ওপেনিং স্পট থেকে মিডল অর্ডার-এ নেমে আসতে চেয়েছিল, শুনেছি। কিন্তু ওর ইচ্ছা পূরণ হয়নি। আমাদের দেশে গিয়ে দুটো চমকপ্রদ শতরান করেছিল যদিও ওপেনার হিসাবেই, তবু রূঢ় শোনালেও বলতেই হবে, দেশের সেরা সম্পদকে যাঁরা সম্মান দিতে জানেন না, তাঁদের বোর্ডকর্তা থাকার কোন অধিকার নেই। তারপর দেখুন, আমরা যখন আপনাদের দেশে গেলাম, প্রথম দুটি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে ওকে নির্বাচকরা বাদ দেন। অপরাধ নেবেন না, নির্বাচকদের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে প্রবল সন্দেহ জেগেছিল, যদিও এই সিদ্ধান্ত আমাদের রীতিমত খুশি করেছিল শেষ পর্যন্ত সুনীল অবশ্য দলে ফিরে আসে, নিজের খেলা খেলে, এবং শেষ টেস্টে (বোম্বাই) যথারীতি অনবদ্য শতরান করেন। সেটা ছিল তেত্রিশ নম্বর ওর মুকুটে চৌত্রিশতম সাদা পালক অবিলম্বেই উঠে আসে, পরের টেস্টেই – শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে এবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দুবার আউট হয়েছে নব্বই-এর ঘরে শুনেছি ইমরান মিয়াঁদাদরা আমাকে বলেছেন, বাঙ্গালোরে সুনীল ৯৬ রানের যে ইনিংসটা খেলেছে, সেটা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন আমার দুর্ভাগ্য এরকম একটা ইনিংস দেখতে পেলাম না

জনগণের শুভেচ্ছায় আজ আমি প্রায় সাত হাজার রানের মুখে এসে দাঁড়িয়েছি সর্বাধিক সেঞ্চুরি, বিশেষত রানের লড়াই এ গাওয়ার, মিয়াঁদাদ আর আপনাদের দিলীপ বেঙ্গসরকারের সঙ্গে ক্রিকেট রসিকরা আমার নামটাও বিবেচনা করেন ভয়ঙ্কর মুগ্ধ জানি না, দশ হাজার রান বা ৩৪টা সেঞ্চুরি আমি কোনদিন করতে পারব কিনা। যদি পারি, সেদিন হয়ত দেখব সুনীল তের চোদ্দ হাজার রান এবং পঞ্চাশটা সেঞ্চুরি করে ফেলেছে।

প্রতিবাদ এবং তর্ক ওঠার ভয় থাকলেও আমি নিঃসঙ্কোচে বলতে চাই সুনীল গাভাসকার ক্রিকেট-দুনিয়ার সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ওপেনিং ব্যাটসম্যান। ভারত তার মত ব্যাটসম্যানকে অদূর ভবিষ্যতে হারানোর বিলাসিতা মেনে নিতে পারে না। পৃথিবী যদি কখনও ধ্বংস না হয়, ক্রিকেট বেঁচে থাকবে চিরকাল এবং তা যদি থাকে, সোনার অক্ষরে লেখা একটি নামেরও মৃত্যু নেই সুনীল মনোহর গাভাসকার।



বোম্বাইয়ে চৌত্রিশতম শতরানের পর উল্লসিত জনতার অভিনন্দন গ্রহণ করছেন সুনীল গাভাসকার। পিছনে অস্ট্রেলীয় অধিনায়ক অ্যালান বর্ডারের অভিনন্দন ছবি: এস এস কাঞ্চিনাথ



প্রিয় বন্ধু, সেরা ব্যাটসম্যান, নিখুঁত ভদ্রলোক



ইয়ান বথাম

সুনীলের কথা উঠলে এখন হৃদয় ভারাক্রান্ত হল। অনেকদিন ওর সঙ্গে দেখা হয় নি। শারজায় যাই নি, বিশ্বকাপও খেলছি না, অদূর ভবিষ্যতে দেখা হবে কিনা জানি না একসঙ্গে আবার জমিয়ে আড্ডা মারতে পারব কিনা জানি না।

আমার স্ত্রী ও মা-বাবা ছাড়া পৃথিবীতে যাদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা গভীর, যাদের ভাল-মন্দ আমাকে স্পর্শ করে কিংবা আমার ভাল-মন্দ যাদেরকে স্পর্শ করে তাদের মধ্যে সুনীল গাভাসকার অবশ্যই একজন। আমাদের বন্ধুত্ব কতটা গভীর, কোন তৃতীয় ব্যক্তির পক্ষে তা অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

সমারসেটে একসঙ্গে খেলার সময় এই বন্ধুত্ব গভীর হয়। দুর্ভাগ্য, এই বন্ধুর সঙ্গে আমার বেশ কিছুদিন দেখা হয় নি। তবে খোঁজখবর সবসময়ই রাখি।

আঁমাদের দুজনের মধ্যে অনেক বিষয়েই সাদৃশ্য আছে। দুজনেই দেশের জন্য বহুবার অনেক স্বার্থত্যাগ করেছি। বহুবার শরীরের রক্ত নিংড়ে দেশকে চরম বিপর্যয় থেকে উদ্ধার করে সাফল্য এনে দিয়েছি। বহুবার শুধু আমার ও সুনীলের কৃতিত্বেই ইংল্যান্ড ও ভারত সাফল্য পেয়েছে। তবু ইংল্যান্ডে যেমন আমার শত্রুর অভাব নেই, ভারতে তেমন সুনীলের।

আশ্চর্য হই, আমি আর সুনীল যা পারফরমেন্স দেখিয়েছি, তাতে যখন গোটা ক্রিকেট দুনিয়া গর্বিত, তখন আমাদের নিজেদের দেশের সংবাদ মাধ্যম, বিশেষ করে একশ্রেণীর ছিদ্রান্বেষী সাংবাদিক, একশ্রেণীর ক্রিকেট পন্ডিত সমালোচনার তীর ছুঁড়েই চলেন। আমাদের রেকর্ড সৃষ্টিকারী পারফরমেন্স যেন কিছুই না, তার চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মহৎ কাজ আমাদের একটি বিচ্যুতি খুঁজে বার করা।

এসব আমি সহ্য করতে পারি না। মাঝে মাঝেই উত্তেজিত হয়ে পড়েছি। কখনও কখনও সাংবাদিকদের তেড়ে মারতে গিয়েছি। বলতে লজ্জা নেই, দুই-একজনকে ঘুষি মেরেও বসেছি, তাই নিয়ে আদালতে ছোটাছুটি হয়েছে। কিন্তু এখানেই সুনীলের সঙ্গে আমার অমিল। ও কিন্তু উদ্দেশ্য প্রণোদিত এইসব সমালোচনার সামনেও অদ্ভুতভাবে মাথা ঠান্ডা রাখে। যেমন অত্যন্ত খারাপ, অসমান বাউন্স ভরা পিচেও সুনীল ঠান্ডা মাথায় ব্যাট করে যায়, ঠিক তেমনই। সুনীল পারে, আমি পারি না, সবাই পারে না।

যে কোন সমালোচনার আসল জবাব যে মাঠে সেটা তো আক্ষরিক অর্থেই সুনীল মেনে চলে। আমি মাঝে মাঝে ব্যাটের বদলে হাতে বা মুখে জবাব দিতে চাই। পরে অবশ্য সুনীলের পারফরমেন্সই আমাকে মনে করিয়ে দেয় এটা ঠিক নয়। সমগ্র ক্রিকেট ইতিহাস যাকে পেয়ে ধন্য সেই সুনীলকেই যখন ভারতের কিছু সাংবাদিক সমালোচনা করতে ছাড়ে না, ইংল্যান্ডের সাংবাদিকরা আমার সমালোচনা করে এমন কী আর অপরাধ করেছেন!

আমাদের দুজনের মধ্যেই একটা নিবিড় পারিবারিক সম্পর্ক আছে। আমি যখন ভারতে গেছি তখন অনেকদিনই ওর বাড়িতে অতিথি হয়েছি। ওর স্ত্রী মার্শেনীল ছেলে রোহন, ওর বাবা-মা, বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

আবার ও যখনই ইংল্যান্ডে এসেছে আমার অতিথি হয়েছে।

সুনীলের ছেলে রোহন আমাকে খুব পছন্দ করে। একসময় ওর আইডল ছিলাম আমি। রোহন অবশ্য অনেকবারই আইডল বদলেছে কখনও আমি, কখনও টমো, কখনও অন্য কেউ।

এখন আর অত শুনি না। আগেই খুবই শুনতাম, বিশেষ করে আমাদের দেশে। অনেকেই সুনীলের সঙ্গে বয়কটের তুলনা করত। সন্দেহ নেই, বয়কট ইংল্যান্ডের ঐশ্বর্য। বয়কটের মত ব্যাটসম্যানের প্রতিটি ইংরেজের গর্ববোধ করা উচিত। আমিও করি। কিন্তু হাসি পেয়ে যায় তখনই, যখন সুনীল আর জিওফের মধ্যে তুলনা করা হয় – ওপেনার হিসাবে। আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, সুনীল সবসময়ই এক নম্বরে। বয়কট কেন, কারও সঙ্গেই ওর তুলনা চলে না। বয়কটের বড় অস্ত্র, ও স্টেডি। সুনীলের মধ্যে কিন্তু বয়কটের এই গুণ ছাড়াও আছে গ্রীনিজ বা ভিভের মত আক্রমণাত্মক গতি।

সুনীলকে বারবার বিভিন্ন ব্যাটসম্যানের সঙ্গে তুলনায় আনা হয়েছে। কখনও ভিভ, কখনও গ্রেগ, কখনও টার্নার আসলে কাউকেই সুনীলের সঙ্গে তুলনায় আনা যায় না। দীর্ঘদিন ধরেই সে দাঁড়িয়ে আছে ভারতীয় ব্যাটিং-এর অদ্বিতীয় নির্ভরযোগ্য হিসেবে। ওকে সব সময় মনে রাখতে হত ও ব্যর্থ হলেই ভারত ব্যর্থ। ভিভ বা গ্রেগকে কখনই এই দুশ্চিন্তার বোঝা মাথায় নিয়ে ব্যাট করতে হয় নি। তার ওপর দুনিয়ার সব প্রতিষ্ঠিত ব্যাটসম্যানই বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন রিফ্লেক্স কমে আসে, তখন ব্যাটিং অর্ডারে নিচে নেমে আসে। ভিভ রিচার্ডসও ব্যতিক্রম নয়, সে এখন আর তিন নম্বরে যায় না। প্রয়োজনে পাঁচ এমনকি ছয় নম্বরে ব্যাট করতে যাচ্ছে। সুনীল কিন্তু ১৭ বছর ধরে বিপক্ষের সবচেয়ে ধারাল আক্রমণ সবার আগে মোকাবিলা করার জন্য এক নম্বরে থেকে গেল এবং এই জায়গাতেই এখনও সেঞ্চুরি করছে। নিজের রেকর্ডকে আরও মজবুত করছে। ওর সঙ্গে অন্য কারও তুলনা? না, তাতে এক গ্রেট ব্যাটসম্যানকে অপমান করা হয়।

সুনীলকে অনেকেই রক্ষণাত্মক ব্যাটসম্যান বলেন। হিসেবী হওয়া মানে রক্ষণাত্মক নয়। আমি কিন্তু ওর দারুণ আক্রমণাত্মক ইনিংসও দেখেছি।

১৯৭৯-তে ওভালে সুনীল ২২১ রানের যে অসাধারণ ইনিংসটা খেলেছিল তা সারাজীবনেও ভোলা সম্ভব নয়। সুনীল একাই প্রায় আমাদের হারিয়ে দিয়েছিল। সেই ইনিংসটা নিয়ে আমি আর কী বলব, ওটা নিয়ে তো শেষ কথা বলে দিয়েছেন লেন হাটন তিনি বলেছিলেন, 'আমার দেখা অন্যতম সেরা ইনিংস ভুললে চলবে না, হার্টন ভিক্টর ট্রাম্পার থেকে শুরু করে বিশ্বের বাঘা বাঘা ব্যাটসম্যানদের বহু অসাধারণ ইনিংস দেখেছেন। এবং হাটনের সেই অসাধারণ মন্তব্য 'তুলনা যদি করতেই হয়, সুনীল গাভাসকারকে একমাত্র ডন ব্র্যাডম্যানের সঙ্গেই তুলনা করা যেতে পারে।'

অনেককেই বলতে শুনি সুনীল রেকর্ডের জন্য খেলে। মানতে পারলাম না। হাতের সামনে উদাহরণ কলকাতার সেই টেস্ট। গাওয়ার অধিনায়ক। আমাদের বিরুদ্ধে সুনীল ৮৩ রানের একটি অসাধারণ ইনিংস খেলে অপরাজিত থেকে যায়। চায়ের সময় সুনীলের রান ছিল ৭০। যে কোন ব্যাটসম্যানই সেঞ্চুরির চেষ্টা করত। আর সুনীলের মত স্ট্রোক যার হাতে আছে, তার তো কথাই নেই। জিজ্ঞেস করাতে সুনীল বলেছিল, হাতে বেশি উইকেট ছিল না। সেঞ্চুরি করতে গিয়ে যদি আমি ফিরে আসতাম, দল বিপদে পড়ত। আশ্চর্য, সেই টেস্টেই কলকাতার দর্শক সুনীলকে কমলালেবু ছুঁড়ে মেরেছিল। কলকাতার দর্শকদের প্রতি আমার একটা শ্রদ্ধা ছিল। তারা খেলা বোঝে। সেই ঘটনার পর ধারণাটা বদলাতে হয়েছিল। দেশের স্বার্থে নিজের সেঞ্চুরিও যে মাঠে রেখে আসে, তাকে সম্মান জানাতে জানে না কলকাতা!

স্যার ডনের সঙ্গে সুনীলের তুলনা করছি না। স্যার ডন অনেক বড় ব্যাটসম্যান। তবু সবদিক বিচার করে মনে হয় সুনীল অনেক বেশি কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে ১৭ বছর ফর্ম ধরে রেখেছে। ৩৪টি সেঞ্চুরি, দশ হাজার রান তারই পুরস্কার। অন্তত এটা ঠিক স্যার ডনের চেয়ে সুনীলকে অনেক বেশি আগুনে বোলিং-এর মুখে দাঁড়াতে হয়েছে। ইংল্যান্ডের আবহাওয়া ও পিচের যা চরিত্র গ্রীষ্মপ্রধান দেশের খেলোয়াড়রা সহজে মানিয়ে নিতে পারে না; কিন্তু সুনীলকে দেখে মনে হয়েছিল কখনই ওর কোন অসুবিধা হচ্ছে না সমারসেটের হয়ে যে কটা ইনিংস খেলেছে প্রত্যেকটির মধ্যে একটা শেখার ব্যাপার ছিল। ১৯৮০-তে ওভালে একটা ইনিংসের কথা খুব মনে পড়ছে। সমারসেট সারের খেলায় সুনীল ১৩০ রান করে। মধ্যাহ্ন বিরতির আগেই ও এই রানটা করেছিল।

ওর মত নিখুঁত ভদ্রলোক দুটো হয় না।

খেলার মাঠে যেমন দেখেছি ওর অসীম ধৈর্য, অসম্ভব রিফ্লেক্স, সব সময় ঠিক মারার বলটা বেছে নেয়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে (আমি অবশ্য যতটুকু জানি) ওর চরিত্রের এই দিকটাই ওকে কিংবদন্তী করে তুলেছে। দেখা যতই কম হোক, ও আমার হৃদয়ে চিরকালই থেকে যাবে – প্রিয় বন্ধু, সেরা ব্যাটসম্যান এবং নিখুঁত ভদ্রলোক হিসাবে।

সুনীলের চেয়ে ভাল মডেল পাওয়া সম্ভব নয়



বিজয় মার্চেন্ট

মাঝে বেশ কিছুদিন আমি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিলাম। বহির্বিশ্বের, এমনকি ক্রিকেটের খোঁজখবরও ভালভাবে রাখতে পারিনি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অনেক ঘটনাই ঘটে গেছে। আমার সৌভাগ্য যে, সবচেয়ে বড় ঘটনাটা এইসময় ঘটেনি। হাসপাতাল থেকে বাড়িতে ফিরে আসার পরই সেটা ঘটল। টি-ভিতে দেখলাম টেস্টে দশ হাজার রান করল আমাদের সুনীল।

অনিবার্য এবং অবধারিত ছিল ঘটনাটা। আজ যে কথাটা সবাই মানছেন, গত বার বছর ধরে সেই কথাটাই আমি চিৎকার করে বলে আসছি, ভারতবর্ষের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানের নাম সুনীল গাভাসকার। সুনীল অবশ্য এই মুকুটটা আমার মাথাতেই বসতে চায়, তাতে ওর বিনয় এবং অগ্রজ ক্রিকেটারের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাই স্পষ্ট। কিন্তু এটা সত্যি নয়।

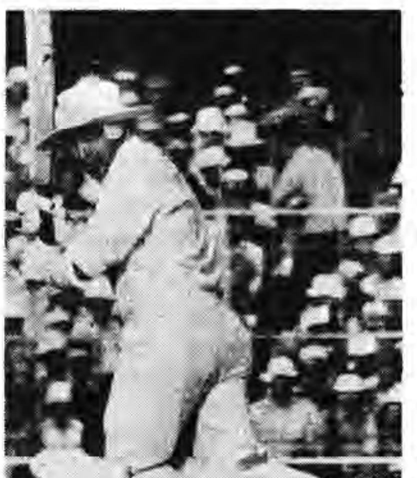
আজ মন বারবার ষোল-সতের বছর আগে ফিরে যেতে চাইছে। ১৯৭০-৭১। আমি তখন নির্বাচকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান। আমার লক্ষ্য ছিল তরুণদের পাদপ্রদীপের আলোয় আনা। সুনীলের মত বাচ্চা ছেলেকে জাতীয় দলে সুযোগ দেওয়ায় কেউ কেউ ভুরু কুঁচকেছিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে সুনীল ফিরে আসার পর তারাই অবশ্য ওর পায়ের পাতা ডুবিয়ে দিতে চেয়েছিল গোলাপের পাপড়িতে সেই যে ৭৭৪ রান করল, তারপর আর ফিরে তাকায়নি। মাঝে '৮০-'৮১ তে সামান্য দুঃসময় এসেছিল। ক্ষণস্থায়ী মেঘ চিরে চিরস্থায়ী সূর্যকিরণ পেতে অবশ্য দেরি হয়নি।

অন্য অনেকের মত সুনীলকে আমি ডনের সঙ্গে তুলনা করতে চাই না। দুই প্রজন্মের এই দুই নক্ষত্রের মধ্যে কোনরকম তুলনায় আমি বিশ্বাসী নই। শুধু বলি, সুনীলের কীর্তি অসামান্য।

একটা ঘটনার কথা বলি। ১৯৪৬-এ ম্যাঞ্চেস্টারে আমরা ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলছি প্রয়াত পতৌদি নবাবের নেতৃত্বে। আমাদের প্রথম উইকেট যখন পড়ল, দলের রান তখন ১২৪। শেষ উইকেট যখন পড়ল, আমাদের রান তখন ১৭০। মাত্র ৪৬ রান ওঠার মধ্যেই দশ উইকেট পড়ে গেল। এই যে হঠাৎ আত্মসমর্পন এই প্রবণতাটা কিছুটা বন্ধ হয় ওয়াদেকার নেতৃত্ব হাতে তুলে নেওয়ার পর। সুনীল ভারতীয় ক্রিকেটে আসার পর ব্যাপারটার সম্পূর্ণ ইতি ঘটে। চাপের মুখে কীভাবে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে হয়, তা শুধু সুনীল দেখায়ই নি, শিখিয়েওছে, অন্যদের মধ্যে এই মানসিকতা সঞ্চারিত করেছে।

খেটেখুটে, নিষ্ঠা, সাধনায় যদি বা পা রাখা যায় শীর্ষে, সতের বছর সেখানে টিঁকে থাকা প্রায় অসম্ভব। বলা হয়, অসম্ভব কথাটি শুধু বোকাদের অভিধানেই পাওয়া যায়। সেটা সত্যি কিনা জানি না। তবে এটা জানি সুনীলের অভিধানে অসম্ভব বলে কোন শব্দ নেই আমি উঠতি ব্যাটসম্যানদের শুধু একটা কথাই বলি বড় যদি হতে চাও, যাও, সুনীলের ব্যাটিং দেখ, মাঠে অথবা ভিডিওয়। শিল্প, শৌর্য এবং টেকনিকই যদি ব্যাটিং-এর শেষ কথা হয়, আমি বিশ্বাস করি, সুনীলের চেয়ে ভাল এবং উপযুক্ত মডেল কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়।

বছরের পর বছর সুনীলের কাঁধে দাঁড়িয়ে থেকেছে ভারত, পরম মমতায় সে গড়েছে, সাজিয়েছে, আমাদের স্বপ্ন দেখিয়েছে। ওয়াংখেড়ের ভেজা পিচে, ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান বোলারদের ভয়াবহ সুইং-এর বিরুদ্ধে সুনীলের ২০৫ আমার দেখা সেরা ইনিংস। এই ইনিংসটা দেখার পরই ভারতের সর্বকালের সেরা ব্যাটসম্যান হিসাবে আমি ওকে চিহ্নিত করি। সেই সময় এই স্বীকৃতি দিয়ে নিজের হাতে লেখা একটা চিঠি পাঠিয়েছিলাম সুনীলকে। সুনীল উত্তর দিয়েছিল, অসাধারণদের মহত্ব এবং বিনয়ে জানিয়েছিল, সে আমার বক্তব্যের সঙ্গে আদৌ একমত নয়।



সুনীলের যে গুণটা আমাকে বেশি টানে, সেটা হল, অন্য ক্রিকেটারদের জন্য ওর নিঃস্বার্থ লড়াই, যেখানে, শত্রুপক্ষ হিসেবে মাঝেমাঝেই দাঁড়িয়েছেন বোর্ড কর্তারা। সুনীল ভয় পায়নি, পিছিয়ে আসেনি। এখানেও আমার সঙ্গে ওর একটা মিল এবং অমিল রয়েছে। এই লড়াইটা আমিও করতে চেয়েছি এবং হেরেছি। সুনীল চারবার জিতেছে।'

এ দেশে আমার সঙ্গে গাভাসকারের তুলনা অনেকে করেছেন। কিছু ব্যাপারে মিল থাকলেও, দুজনের মধ্যে অমিলও কম নেই। আমি খুব স্পষ্টই বলতে চাই, সুনীল আমার চেয়ে অনেক বেশি প্রতিভাবান। আমি শূন্য মনে ব্যাট করতে যেতাম, সুনীল যায় একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে। আমি আউটসুইং-এর মাঝে হঠাৎ ইনসুইং বা লেগব্রেকের মাঝে গুগলি চিনে উঠতে পারতাম না, সুনীল পারে। মিল ? আছে। নিজেকে ঠিক রাখার জন্য আমার মত সুনীলও বেছে নিয়েছে নিয়ন্ত্রিত সংযমী জীবন। ও মদ্যপান করে না, কম সিনেমা দেখে, শরীর ঠিক রাখতে খাওয়া-দাওয়া, এমন কি ঘুমকেও বেঁধে ফেলেছেন নিয়ন্ত্রণের শিকলে। আমি মনে করতাম, মাঠে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, তাঁকে অপমান করার অধিকার কারও নেই, তাকে শিষ্টাচার বলে না। সুনীলও একই পথের পথিক। কিন্তু আসল কথাটা খুবই সংক্ষিপ্ত : সুনীল যত বড় ব্যাটসম্যান, আমি তার অর্ধেকও কখনও ছিলাম না।

আপনারা জানেন, আমি বিয়ে করেছি অনেক পরে। আমি ভাবতাম, বিয়ে মানেই ক্রিকেটের সঙ্গে বন্ধুত্বে চিড়। ১৯৫০-এর মে মাসে, আমার বয়স যখন ৩৯, ব্যাচেলর ইনিংস শেষ হয়। এবং একান্তেই ক্রিকেট থেকে অবসর। গাভাসকার কিন্তু সবসময় বিশ্বাস করেছে, স্ত্রী হতে পারে অনুপ্রেরণার উৎস।

ছিয়াত্তরে বিয়ে করার পর ও কথাটা প্রমাণও করেছে। আমি এজন্য অবশ্য মার্সেনীলকেও ধন্যবাদ জানাব, সুনীলকে সুসময়ে উৎসাহ ও দুঃসময়ে শক্তি আর সাহস দেওয়ার জন্য।

মাঠের বাইরে সুনীলের যে গুণটা আমাকে সবচেয়ে বেশি টানে, সেটা হল, অন্য ক্রিকেটারদের জন্য ওর নিঃস্বার্থ লড়াই, যেখানে শত্রুপক্ষ হিসাবে মাঝে মাঝেই দাঁড়িয়েছেন বোর্ডকর্তারা। সুনীল ভয় পায় নি, পিছিয়ে আসে নি। এখানেও আমার সঙ্গে ওর একটা মিল এবং অমিল রয়েছে। এই লড়াইটা আমিও করতে চেয়েছি এবং হেরেছি। সুনীল চারবার জিতেছে।

আমিও ওপেনার ছিলাম, সেই অভিজ্ঞতা থেকে জানি, কাজটা একেবারে সহজ নয়। নতুন বলের আক্রমণ, পিচ অজানা, স্কোরবোর্ডে রান – শূন্য। এর সঙ্গে থাকতে পারে আগের দুদিন ফিল্ডিং-এর ক্লান্তি, যখন গোটা শরীর বিদ্রোহ করতে চায়। এই কঠিন কাজটা ও এখনও অনায়াসে করে, ও এখনও দাঁড়িয়ে ঠিক সেখানেই, যেখানে দাঁড়িয়েছিল শুরুর দিনে। স্কুল-ক্লাব-রণজি-টেস্ট – সব আসরে দেখেছি ওকে। সুনীল সরে গেলে ভারতীয় ক্রিকেটের কী অবস্থা হবে



নীল আকাশের ধ্রুবতারা

গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথ



২৯টি শতরান করে আমাদের লিট্‌ল মাস্টার স্যার ডনকে ছোঁয়ার পরই, তিরাশির ডিসেম্বরে এই প্রকাশনের 'ইন্ডিয়ান ক্রিকেটার',পত্রিকার যে 'বিশেষ গাভাসকার সংখ্যা' প্রকাশিত হয়েছিল, তার অতিথি সম্পাদক হিসাবে কাজ করেছিল এই অধম – সানি এবং অন্য সবার অনুরোধেই। সেই সংখ্যার সম্পাদকীয়টা যে বাক্য দিয়ে শেষ করেছিলাম, প্রায় চার বছর পর আজ এই লেখাটা তা দিয়েই শুরু করতে চাইছি ভারতবর্ষের এই মহান ক্রিকেটযোদ্ধাটিকে নিয়ে লিখতে আমার খুবই ভাল লাগে, কিন্তু বারবারই একটা সমস্যায় পড়ে যাই, সানির ব্যাটিং বর্ণনা করতে গিয়ে দেখি, বিশেষণ হারিয়ে যাচ্ছে।

এ দেশের কোন কোন ক্রিকেট লেখকের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই, কারণ তাঁরা বিচিত্র লেখায় এই সুনীল গাভাসকারের সঙ্গে আমার তুলনা করতে চেয়েছেন। সানি নিজে বহুবার কথাবার্তায়, এমনকি ছাপার অক্ষরেও আমাকে ওর চেয়ে অনেক ওপরে রেখেছে। এটা ওর বিনয়, মহত্ব। কিন্তু এ সবকিছুই আমাকে রোমাঞ্চিত এবং গর্বিত করেছে, যদিও নিজের মনে অট্টহাস্যে ভেঙে পড়েছি। সুনীল গাভাসকার ভারতীয় ক্রিকেটের, বোধহয় বিশ্ব ক্রিকেটেরই নীল আকাশের ধ্রুবতারা, তার সঙ্গে অতি সামান্য গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথ কেন, অন্য কারওই তুলনা চলতে পারে না।

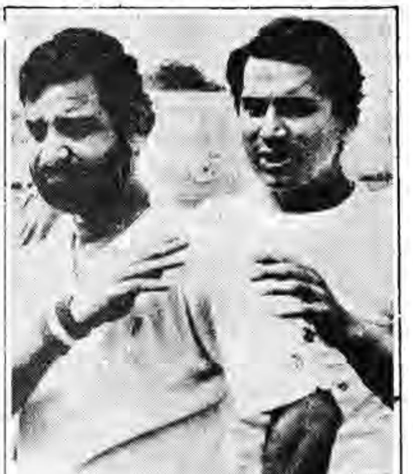
যদি বলি, আমার দেখা সর্বকালের সেরা ওপেনার গাভাসকরার, খুব কমই বলা হয়। সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান ? তাহলেও মনে হয় ফাঁক থেকে গেল, ব্যাপারটা ঠিক বোঝানো গেল না। আসলে সুনীলের ব্যাপ্তি অসীম, তাকে মাপার ব্যর্থ চেষ্টা না করাই ভাল। বরং বলা যাক, যে কোন ধরনের উইকেটে, যে কোন বোলিং-এর বিরুদ্ধে সানি আমার দেখা সবচেয়ে সম্পূর্ণ ব্যাটসম্যান। ওর অবিশ্বাস টেকনিকের কাছাকাছি আমরা পৌঁছতে পারি শুধু স্বপ্নে এবং কল্পনায়।

সুনীলকে প্রথম দেখেছিলাম ১৯৬৮ তে মইন উদ্-দৌল্লা গোল্ড কাপে আমি টেস্টে আত্মপ্রকাশ করার এক বছর আগে। রান করেছিল কুড়ির ঘরে, কিন্তু সেই ছোট্ট ইনিংসেই ছড়ানো ছিল মুগ্ধ হওয়ার অজস্র উপাদান। বুঝেছিলাম, ওকে রোখা যাবে না। যায়ও নি।১৯৭০-৭১-এর ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে ওকে পেলাম শুধু দলের একজনই নয়, আমার রুমমেট হিসাবেও। সেই সফরে চারটি টেস্টে ৭৭৪ আজ ইতিহাস। ইতিহাস তো রেকর্ডখচিত ওর গোটা ক্রিকেটজীবনই। আজ এই সাঁইত্রিশ বছর বয়সেও ও ভারতশ্রেষ্ঠ, অন্যতম বিশ্বশ্রেষ্ঠ।

যদি বলি, সানির ব্যাটিং এ এখন আগের চেয়েও বেশি কর্তৃত্ব এবং স্বাচ্ছন্দ, কেউ কেউ হয়ত প্রতিবাদ করবেন। কিন্তু এটাই ঘটনা। বছরের পর বছর ওর প্রধান কাজ ছিল ক্রিজে যত বেশিক্ষণ সম্ভব দাঁড়িয়ে থাকা, আমরা বাকি দশজন ওর কাঁধের ওপরই রাখতাম বন্দুক। এখন ভারতীয় ব্যাটিং এ অনেক বেশি গভীরতা। কিন্তু সুনীলের দুর্ভাগ্য যে, জীবনের অধিকাংশ সময়েই সে পেছনে তাকিয়ে দেখেছে একটা অগভীর ব্যাটিং লাইন-আপকে। সুতরাং আমাদের মত সহজ মনে ব্যাট করতে পারেনি। দলের স্বার্থে ত্যাগ করেছে সামান্য বীরত্ব দেখানোর হাজার প্রলোভন। ভারতীয় ব্যাটিং-এ গভীরতা বাড়ার পর তাই সানি হয়েছে আরও ঝলমল আকর্ষণীয়, যদিও এখনও তাকেই নিতে হয় প্রধান দায়িত্ব, বাঙ্গালোরের কঠিন পিচে বিষাক্ত স্পিন ছোবলের বিরুদ্ধে তাকেই খেলতে হয় ৯৬ রানের শৌর্যময় ইনিংস। আমি কাউকে কাউকে বলতে শুনেছি, খারাপ পিচে সুনীল আদর্শ ব্যাটসম্যান নয়। এই ইনিংসটি আর একবার যেন তাঁরা ভিডিওয় দেখে নেন। কিম্বা তিরাশিতে আমেদাবাদে ৯০ রানের ইনিংসটি।

সতের বছর এমন নিঃস্বার্থ দেশসেবা সত্ত্বেও সুনীলকে শুনতে হয় অদ্ভুত হাস্যকর উক্তি 'আপনি মশাই রেকর্ডের জন্য খেলেন'। প্রচন্ড সফল, তাই অনেকেরই অক্ষম ক্রোধের টার্গেট। এই শ্রেণীর মানুষের স্থান হওয়া উচিত অন্ধকার কারাগারে, ভদ্রসমাজে নয়।

টেকনিকের কথা বাদ দিলে, এই গ্রেট ব্যাটসম্যানের প্রধান অস্ত্র নিশ্চয়ই মনঃসংযোগ এবং মানসিকতা। সুনীল একটা অসাধারণ ক্রিকেট-মস্তিষ্কেরই অধিকারী। অকারণ ঔদ্ধত্য নয়, ও



'সুনীল দুর্ভাগ্য যে, জীবনের অধিকাংশ সময়েই সে পেছনে তাকিয়ে দেখেছে একটা অগভীর ব্যাটিং লাইন-আপকে। সুতরাং আমাদের মত সহজ মনে ব্যাট করতে পারেনি। দলের স্বার্থে ত্যাগ করেছে সামান্য বীরত্ব দেখানোর হাজার প্রলোভন।'

চিরকাল বিশ্বাস করেছে নিখুঁত ব্যাটিং-এ, যা দলের অন্যদের অনেক ত্রুটি শুধরে দিতে সাহায্য করেছে। আমিও ব্যতিক্রম নই। আমার পরম সৌভাগ্য যে, এই ব্যাটসম্যানটিকে দীর্ঘদিন পাশে পেয়েছি, অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকেছি, এবং ওর কাছ থেকে শিখেছি অনেক কিছুই। টেস্টে খুব বেশিবার না হলেও, কয়েকবার ওর সঙ্গে আমার বড় জুটি আছে। তাতে যতটা লাভ হয়েছে ভারতের ততটাই আমার, কারণ কুড়ি গজ দূরে দাঁড়িয়ে সুনীল ব্যাট করছে ক্রিকেটে এর চেয়ে রোমাঞ্চকর এবং শিক্ষণীয় দৃশ্য আর কিছু হতে পারে না।

আমি পরিসংখ্যানবিদ নই, তাই দশ হাজার রান, ৩৪টা সেঞ্চুরি – এসব নিয়ে বেশি কথা বলতে চাই না। শুধু বলি, ও প্রায় ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে। আর কারও পক্ষে কি সুনীলকে ধরা বা ছাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে ? মনে হয় না।

আজ আমার এই কথাটা ভেবে গর্ব হয় যে, ওয়েস্ট ইন্ডিজে সানি যখন জীবনের প্রথম টেস্ট শতরান করল, ক্রিজে তখন অন্য প্রান্তে আমিই ছিলাম। সেই শুরু আর ফিরে তাকায়নি। সেঞ্চুরি বা সেঞ্চুরি নয় প্রত্যেকটা ইনিংসই অনবদ্য, অবিশ্বাস্য। ও তরুণদের সামনে আদর্শ মডেল।

আর একটা ব্যাপারেও আমি ভাগ্যবান যে, প্রিয় বন্ধু থেকে সুনীল আমার পরম আত্মীয় পরিণত হয়েছে। শ্যালকবাবুর কৃতিত্বে ভগ্নিপতি হিসাবে একটু বেশি আনন্দই হয় আমার। মাঠেও আমরা থাকতাম কাছাকাছি, সংসারেও তাই। এবং এই খুব কাছ থেকে দেখা ও মেশার অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি, মানুষ হিসাবেও বিরল জাতের। শৃংখলা, সংযম নিষ্ঠা – ভাবা যায় না।

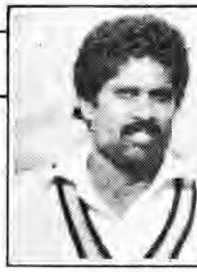
কেমন অধিনায়ক সুনীল ? আমি বলব:- 'ট্যাকটফুল'। প্রত্যেকটা চাল দিত ভেবে, দক্ষ রাজনীতিবিদ বা সেনাপতির মত। এগতো পরিকল্পনা নিয়ে। একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই। কপিলকে ওর মত আর কেউ ব্যবহার করতে পারত না। বিষাণ পারেনি, কপিল নিজেও পারছে না।

সুনীলকে দেখেছি, যে কোন বলকে একেবারে নির্ভুলভাবে বিচার করতে। এ ব্যাপারে ও অদ্বিতীয়। একমাত্র বয়কটকেই ওর কাছাকাছি রাখা যায়।

আমাকে দুটো প্রশ্ন অনেকেই করেন। এক, আমার দেখা সুনীলের সেরা সেঞ্চুরি কোনটা ? এবং দুই, সুনীলের সেরা শট কী ? কঠিন, খুব কঠিন প্রশ্ন। এক অপরূপ গোলাপের বাগানে ঢুকে শ্রেষ্ঠ গোলাপটি বেছে নেওয়ার মত। তবু উত্তর যদি দিতেই হয়, প্রথম প্রশ্নের ক্ষেত্রে আমি চুয়াত্তরে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের ১০১-এর দিকে তাকাব। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বলব, ওর দুরন্ত স্ট্রেট ড্রাইভ এবং চমকপ্রদ ফ্লিক। এরকম একটা ইনিংস বা শট দেখার জন্য আমি হাঁটতে রাজি মাইলের পর মাইল, অভুক্ত থাকতে রাজি বছরের পর বছর, কাটাতে রাজি অসংখ্য বিনিদ্র রজনী।

ভুল বোঝাবুঝিটুকু নয়, মনে রাখব ওর কীর্তিই

কপিলদেব নিখাঞ্জ



কী বলব সান শাইন সম্পর্কে? প্রচুর লেখা হয়েছে, ভবিষ্যতে আরও হবে। কিন্তু আমি কি সেই ধরনের লেখক, এই রান মেশিন ক্রিকেটারটিকে নতুন নতুন বিশেষণে, উপমায় হাজির করতে পারব আপনাদের কাছে? কিন্তু, তবুও বলব। এই ছোট্ট নিবন্ধ, ধরে নিন সান শাইনের প্রতি আমার শ্রদ্ধার চিহ্ন।

ভারতীয় ক্রিকেটে সুনীল গাভাসকার এক বিশাল বটগাছের মত, যার শাখা প্রশাখার নিরাপদ ছায়া আমাদের মত ক্রিকেটারদের তৃপ্তি দেয়, লড়াই করার উৎসাহ যোগায়। আজ নয়, টেস্ট ক্রিকেটের প্রথম দিন থেকেই দলের ইনিংসের ভিত গড়ার দায়িত্ব তুলে নিয়েছিল সানি। তারপর সতেরটা বছর একই কাজ করে গেছে সমান দক্ষতায়। 'প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে, বিশ্বের বাঘা বাঘা ফাস্ট বোলারদের বিরুদ্ধে তাঁরই গড়া মসৃণ রাস্তায় এগিয়েছে ভারতীয় ইনিংস। ক্রিকেট মাঠের সঙ্গে যাঁদের সামান্য পরিচয় আছে, ক্রিকেট খেলায় যাঁরা সময় দিয়েছেন অল্প-বিস্তর, তাঁরা হাড়ে হাড়ে জানেন, কি ভয়ঙ্কর কঠিন কাজটি সানি করে চলেছে দীর্ঘ সতের বছর ধরে।

ব্যাপারটা এমন নয় যে ক্রিজে গেলাম আর কিছু রান করে বা না করে চলে এলাম। তাকে মাথায় রাখতে হয়েছে, তাঁর ওপরই দাঁড়িয়ে আছে দলের ইনিংস। তার গড়ে দেওয়া পথেই এরপর এগিয়ে যাবে পরবর্তী ব্যাটসম্যানরা। এত মানসিক চাপ নিয়ে তাঁকে থাকতে হয়েছে মনঃসংযোগে অটুট। জীবনের বেশিরভাগ সময়টাতেই এই দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে উপযুক্ত পার্টনার ছাড়াই। দলে এমন ব্যাটসম্যানের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না, যারা পুষিয়ে দিতে পারত সানির ব্যর্থতার ঘাটতি। তবুও যে সানির সাফল্য, সূর্য কিরণের মত ব্যাটে রানের বন্যা, বলা বাহুল্য এসবই সম্ভব হয়েছে অসাধারণ টেকনিক, অদ্ভুত মনঃসংযোগের ক্ষমতা থাকার দরুন। আর একটি কথা এক্ষেত্রে আমি উল্লেখ করব, বাইরে থেকে যত শান্ত নিরীহ দেখাক, ভেতরে ভেতরে সানি কিন্তু অসম্ভব 'স্ট্রং ম্যান'। প্রচন্ড মানসিক দৃঢ়তা না থাকলে বছরের পর বছর এইভাবে সাফল্য পাওয়া সম্ভব নয়।

এত বেশি সংখ্যক ভালো ইনিংস খেলেছে সানি, আলাদা করে কোন একটিকে বেছে নেওয়া কঠিন। স্মৃতি সব সময় উজ্জ্বল থাকে না। কাল ও সময়ের স্রোতে স্মৃতির অনেকটাই হয়ে পড়ে ম্লান। তবুও সানির বেশ কয়েকটি ইনিংস হয়ত ক্রিকেটপ্রেমী-দের স্মৃতিতে উজ্জ্বল থেকে যাবে একটু বেশি দিন।

আমি অবশ্য সাম্প্রতিক কালে বাঙ্গালোরের ইনিংসটাই উল্লেখ করব। যে পিচে দু-দলের কোন ব্যাটসম্যানই স্বস্তি পেল না, একরকম আত্মসমর্পণ করে ফিরতে হল প্যাভিলিয়নে, সেই পিচে এই বয়সেও সানি ব্যাট করল প্রায় একদিন। ক্রিকেটের ব্যাটিং-ব্যকরণকে সানি সেদিন তুলে এনেছিল মাঠে। টেকনিক, টেম্পারামেন্ট, ধৈর্য এবং সাহসের যোগফল সানির সেদিনের ছিয়ানব্বই রান। দুর্ভাগ্য ওঁর, আর চারটি রানের জন্য হারাতে হল টেস্ট ক্রিকেটের ৩৫তম সেঞ্চুরি। দুর্ভাগ্য ভারতেরও, শক্ত হাতে হাল ধরে জয়ের কাছাকাছি এসেও হতাশ হতে হল আমাদের। বাস্তবিকই, সেদিন আমাদের জয়ের স্বপ্ন ক্রমশ জমাট বাঁধছিল ওই লিটিল স্ট্রং ম্যানটিকে ঘিরেই।

অধিনায়ক হিসেবে সানির কাছ থেকে আমি অনেক সাহায্য পেয়েছি। কখনও ও নিজের থেকেই আমার সঙ্গে পরিস্থিতির আলোচনা করেছে, কখনও আমি নিজেই ওঁর কাছ থেকে পরামর্শ চেয়েছি। আমার দলে রয়েছে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান, অধিনায়ক হিসাবে এটা আমাকে নিশ্চয় গর্বিত করেছে। কিন্তু তার চেয়েও আমি বেশি গর্বিত, সানির অসাধারণ সাফল্যগুলি এসেছে, যখন আমি দলের অধিনায়ক। ঊনতিরিশ-তম শতরান করে স্যার ডনকে ছোঁয়া এবং তিরিশতম শতরান করে তাঁকে টপকে যাওয়া, সানি এসবই করেছে আমার অধিনায়কত্বে। আমার অধিনায়কত্বেই সানি একশটি ক্যাচ ধরা পূর্ণ করেছে, সর্বাধিক টেস্ট খেলেছে, এমন কি দশ হাজার রান অতিক্রম করেছে। একজন অধিনায়কের এর থেকে বেশি গর্বিত হওয়ার আর কি থাকতে পারে?

সানির সঙ্গে বহুদিন খেলেছি। আমরা দুজন দুজনকেই বিভিন্ন সময়ে অভিনন্দন জানিয়েছি। একই সঙ্গে চলতে গিয়ে যে ভুল বোঝাবুঝি হয় নি তা নয়, কিন্তু সেগুলো আমি আর মনে রাখতে চাই নি। যা হয়েছে তা এখন অতীত। মনে রাখতে চাই সানির কীর্তি, যা এখন উচ্চতায় এভারেস্টের সমান। জানি না, ভারত আর কখনও সানির মত একজন ব্যাটসম্যান পাবে কি না, কারণ এই ধরনের প্রতিভা-ধররা তো আর দলে দলে আসে না। কয়েক যুগ পরে হয়ত একজন উদয় হয়। শাসন করে, ভেঙে ফেলে নিয়ম, এক সময়ের ব্যতিক্রমকেই প্রতিষ্ঠিত করে নিয়মে। তারপর অবিস্মরণীয় কিছু কীর্তি রেখে বিদায় নেয় নীরবে। আমার আপনার সানি সেই বিরল প্রতিভা। সেইরকমই যেদিন ও সতিাই ক্রিকেট ছেড়ে দেবে, তারপর কতদিন চাতকের মত আমাদের চেয়ে থাকতে হবে আর এক সানির পথ চেয়ে, কে জানে। তবে যা রেখে যাচ্ছে সানি সেই পথ ধরে অনেকেই উঠে আসতে পারে ক্রিকেটের সাফল্যের পথে। সানির ইনিংসের ভিডিও র সাহায্য নিয়ে কোন মনোযোগী ছাত্র পৌঁছে যেতে পারে ব্যাটিং-এর শেষ পর্যায়ে। যে কোন ব্যাটিং শিক্ষার্থীদের সামনে সুনীলই একমাত্র মডেল।



সিডনিতে ইংল্যান্ডকে পরাজিত করার পর দুই স্মরণীয় ক্রিকেটারের 'ভিক্টরি লাফ'। ছবি: অমিয় তরফদার



ধন্যবাদ নানকাকা



অজিত ওয়াদেকার

ধন্যবাদ, নানকাকা! কেমন হত যদি সাঁইত্রিশ বছর বয়সী সুনীল গাভাসকার আজ সমুদ্র-উপকূলে মাছ ধরে ধরে বেড়াত? আজ সুনীলের কীর্তিতে যেমন গোটা বিশ্বেরই জয়ধ্বনী দেওয়ার কথা, আসুন আমরা তখনি তার নানকাকাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আর একটা কতর্ব্য পালন করি। গল্পটা (গল্প নয়, ঘটনা) সবারই জানা, তাই পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। শুধু মনে করিয়ে দিই, ভাগ্যিস হাসপাতালে প্রথম দিনই তিনি ছোট্ট সুনীলের কানের ফুটোটি দেখে রেখেছিলেন। নাহলে আজ আমাদের সামনে আসত না, গর্বিত হওয়ার এই বিরল সুযোগ।

সুনীল গাভাসকার সম্পর্কে যে কোন আলোচনায় – গল্পে – তর্কে আমি একটা ছোট্ট শব্দই ব্যবহার করি জিনিয়াস। ষোল বছর আগে, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে আমারই নেতৃত্বে টেস্টজীবন শুরু করেছিল বোম্বাইয়ের যে সুদর্শন তরুণ, আজ সে দশ হাজার রান আর চৌত্রিশটা সেঞ্চুরির এভারেস্ট শৃঙ্গে, কোমরের বেল্টের পকেটে ভর্তি শুধু রেকর্ড আর রেকর্ড! আমার চেয়ে বয়সে যতই ছোট হোক, সুনীলকে আমি আমাদের প্রজন্মেরই মনে করি, ভাবি সে এই গোটা প্রজন্মেরই প্রতিনিধি, যার অবিস্মরণীয় সাফল্যে রোমাঞ্চিত ও গর্বিত হয় অতীত ও ভবিষ্যত প্রজন্মও।

ক্রিকেট সুনীলের রক্তে। ধমনীতে সেই উষ্ণ স্রোত নিয়েই ভারতীয় ক্রিকেটে সে আবির্ভূত হয়েছিল নায়কের মত, তারপর আমরা দেখেছি উল্কাবেগে উত্থান। সে বেড়ে উঠেছিল সম্পূর্ণ ক্রিকেট-পরিবেশেই। ওর মামা মাধব মন্ত্রী ভারতীয় ক্রিকেটে প্রচন্ড উজ্জ্বল না হলেও পরিচিত নাম। ওর মা সেই পরিবারের মহিলা। বাবাও ভাল ক্রিকেট খেলতেন। এমন ক্রিকেট নিবেদিত সংসার ভারতবর্ষে বিরল। বাবা-মামার কাছ থেকেই সুনীল শিখেছে শৃংখলা, যা পরবর্তী সময়ে তার ব্যাটিং-এও প্রতিফলিত।

যে ক্রিকেটার আজ এই অমর কীর্তির মিনার এবং সাফল্যের বিজয়মঞ্চে দাঁড়িয়ে, সে নিশ্চয়ই সাধারণ হতে পারে না। অনেক গুণের অধিকারী সুনীলকে বড় হতে কিন্তু সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে ওর ভয়ংকর রানক্ষুধা। বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেটে আমার ৩২৪ রানের রেকর্ড যেদিন ও ভেঙে দেয়, সেদিনই আমি নিশ্চিত হয়েছিলাম, গোটা পৃথিবী একদিন এই ছেলেটির দিকে তাকাবে শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম এবং বিস্ময়ের দৃষ্টিতে। দেখেছিলাম, যত রানই পাক, সুনীল কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না।

অথচ দেখুন, ভারতীয় ক্রিকেটে সুনীলের আগমন কিন্তু ঝড় তুলে নয়। খুব শান্তভাবেই ঘোষিত হয়েছিল বার্তা: আমি আসছি। '৭০–'৭১-এর ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের আগে, ঘরোয়া ক্রিকেটে কিছু শতরান ওর নামের পাশে লেখা হয়। তবু ঐ সফরে ওকে দলে নেওয়ার জন্য নির্বাচকমন্ডলীর সভায় আমাকে কম লড়তে হয় নি! আজ যতই অদ্ভুত শোনাক, এটাই ঘটনা যে, সুনীলের নির্বাচন সর্বসম্মত ছিল না। তবে, নির্বাচকমন্ডলীর তৎকালীন চেয়ারম্যান বিজয় মার্চেন্ট প্রচন্ড সাহায্য করেছিলেন, তিনি উদ্যোগ না নিলে হয়ত অধিনায়ক দাবি উপেক্ষিতই থেকে যেত এবং সুনীলকে অপেক্ষা করতে হত আরও একটি মরসুম। প্রতিভাবানদের এভাবে রোখা যায় না, তবু সেই সফরের পর এটা ভেবে গর্বে আমার বুক ফুলে উঠেছিল আজও ওঠে যে, ভুল লোকের জন্য আমি লড়াই করি নি।

এই বিশেষ সংখ্যায় সুনীলকে নিয়ে নতুন কথা লেখার ক্ষমতা আমার নেই, নেভিল কার্ডাস বা জ্যাক ফিংকলটন হয়ত পারতেন। তার চেয়ে আজ আমার ইচ্ছা করছে শুরুর সেই ঘটনায় ফিরে যেতে। ৭৭৪ রান করে ইতিহাস গড়েছিল সুনীল, আমরা পেয়েছিলাম অভাবনীয় সাফল্য – ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটি-ধুলো-বাতাসেই সিরিজ জয়। মনে রাখবেন, সুনীল ঐ রান করেছিল, প্রথম টেস্ট না খেলেই। ও বাদ পড়ে নি, ওকে খেলতে দেয় নি আঙুলের চোট। সফর শুরু হওয়ার পর প্রথম শ্রেণীর ম্যাচগুলোতে সুনীলকে দলের বাইরে থাকতে হচ্ছিলও ঐ চোটের জন্যই। কিন্তু প্রথম টেস্টে ওপেনার জয়ন্তীলালের ব্যর্থতায় দ্বিতীয় টেস্টে (ত্রিনিদাদ) ওকে দলে নিলাম। অশোক মানকড়ের সঙ্গে ইনিংস শুরু করে দুটি অর্ধশতরানের ইনিংস খেলল। কিন্তু আমাকে যেটা সবচেয়ে মুগ্ধ করেছিল, সেটা হল ভয়ংকর ক্যারিবিয়ান বোলারদের বিরুদ্ধে জীবনের প্রথম টেস্টেই ওর অসাধারণ আত্মবিশ্বাস। দুটো ইনিংসেই একসময় মনে হয়েছিল, ও সেঞ্চুরি করবে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি চাই নি ও সেঞ্চুরি পাক। আমাকে দেশদ্রোহী বলবেন? বলতে পারেন। কিন্তু আমি সংস্কারে আচ্ছন্ন। গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথ যদিও পরে ব্যাপারটা ভেঙে দিয়েছে, তবু ততদিন পর্যন্ত ইতিহাস এটাই বলে এসেছে যে, জীবনের প্রথম টেস্টেই শতরানকারী কোন ভারতীয় পরে আর সেঞ্চুরি পায় নি। আমি চাই নি, দীপক সোধন, হনুমন্ত সিং, আব্বাস আলি বেগদের তালিকায় সুনীল গাভাসকারের নামটাও সংযোজিত হোক।

জর্জটাউনে পরের টেস্টেই আমি সুনীলের সেঞ্চুরি চেয়েছিলাম, পেয়েওছিলাম। ও আর ফিরে তাকায় নি। ওর প্রতি অধিনায়ক হিসাবে আমার একটাই উপদেশ ছিল যতক্ষণ সম্ভব উইকেটে দাঁড়াও। আমি জানতাম, সুনীলের মত ব্যাটসম্যানরা উইকেটে দাঁড়ালেই রান আসবে। আজ এত বছর পরও সেই অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নি। ওজন মাপার যন্ত্রে যেমন মুদ্রা ফেললেই কার্ড বেরিয়ে আসে, সুনীলের হাতে ব্যাট দিলেই রান আসে।

জর্জটাউনের সেই টেস্টে অশোক (মানকড়) আউট হয়ে ফিরে আসার পর তিন নম্বর ব্যাটসম্যান হিসাবে আমি ক্রিজে যাই। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, সুনীলের সঙ্গে জীবনের প্রথম পার্টনারশিপ দীর্ঘ হয় নি। একটু পরেই আউট হয়ে ফিরে এলাম, ক্রিজে গেল ভিশি। ঐ ভিশিকে সঙ্গে নিয়েই সুনীল পূর্ণ করল শতরান। যেভাবে ব্যাট করছিল, তার তুলনা নেই। সোবার্স-এরিগা-গিবস্-শেফার্ড – না, কাউকেই বিশেষ গ্রাহ্য করে নি। অসাধারণ সব স্ট্রোক নিয়েছিল ব্যাকফুট এবং ফ্রন্টফুটে। ওর ব্যাটিং-এ একসঙ্গে মিশে ছিল স্কিল এবং সৌন্দর্য। ১১৬ রান করেছিল।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের সেই সফরে সুনীল তারপর আরও অনেক কিছুই করল। বারবার সেঞ্চুরি, এমন কি ডাবল সেঞ্চুরিও। নিন্দুকেরা বলেন, সানির শত্রুরাও ফিসফিস করেন, ও অনেকবার ক্যাচ তুলে বেঁচেছিল – এমন কি স্যার গ্যারির হাতেও। ভুল নয়। কিন্তু এসবই তো ক্রিকেটেরই অংগ। আর ভাগ্য যে সাহসীদের প্রতি একটু বেশি সহৃদয় হয় – একথাটা তো একেবারে মিথ্যা নয়।

সেই শুরু, তারপর আমরা জয় করেছি ইংল্যান্ডকে, এবং বছরের পর বছর, মাঠের পর মাঠে সুনীল গাভাসকারের ব্যাটে উড়েছে ভারতের পতাকা। অসংখ্য রাজকীয় ইনিংসের স্থান আজ রেকর্ড-বইয়ে, এই ছোট্ট মানুষটির স্থান কিন্তু আমাদের হৃদয়ে। কোনটা তার সেরা ইনিংস? আমার পক্ষে বলা অসম্ভব। মনে হয়, সবগুলোই। বরং বলা যেতে পারে কোনটা তার সেরা শট। আমার মতে, ওর রাজসিক স্ট্রেট ড্রাইভ, যা চূর্ণবিচূর্ণ করে বোলারের ঔদ্ধত্য, দম্ভ। এত ভাল স্ট্রেট ড্রাইভ কখনও কারও ব্যাট থেকে পাওয়া গেছে কি? বোধহয় না।

আজ বাস্তবে সুনীল যেখানে দাঁড়িয়ে, সেই বাস্তবটাই অন্য সবার স্বপ্ন। তার টেকনিক, আত্মবিশ্বাস, মনঃসংযোগ, স্ট্রোকপ্লে, নিশ্ছিদ্র রক্ষণ, বৈচিত্র্য এসব নিয়ে আর একটা কথাও বলা নিষ্প্রয়োজন। শুধু সশব্দে উল্লেখ করা যাক একটাই কথা সুনীল গাভাসকার আমার দেখা সর্বকালের সেরা ওপেনার। অবসরের কিছু কথাবার্তা শুনছি, কিন্তু আমি বলব খেলা চালিয়ে যাওয়া উচিত অন্তত আরও কিছুদিন। যতটা না ওর নিজের স্বার্থে, তার চেয়ে অনেক বেশি ভারতীয় ক্রিকেটের স্বার্থে, আমাদের দৈন্য, দারিদ্র্যের হাত থেকে বাঁচাতে।

মানুষ হিসাবেও সুনীল আমার কাছে সবসময়েই বসে শ্রদ্ধার আসনে। 'ইনজাস্টিস' শব্দটার কোন জায়গা ওর ডিকশনারিতে নেই। ন্যায়ের জন্য ওকে দেখেছি বোর্ডকর্তাদের বিরুদ্ধেও সংগ্রামে লিপ্ত এবং জয়ী হতে। এসব অন্যরা পারে নি।

এই লম্বা সময় ধরে স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের সঙ্গে সুনীলের একটা তুলনা কেউ কেউ করতে চেয়েছেন। আমি সে পথে হাঁটতে চাই না। তবে একটা কথা বলবই। ব্র্যাডম্যান সবসময়ই জনতা থেকে দূরে থাকতে চাইতেন, মনঃসংযোগ যাতে নষ্ট না হয়। সুনীল তা নয়, ও থেকেছে সবার মাঝে, তা সত্ত্বেও ঐ আশ্চর্য মনঃসংযোগ – যা তাকে দিয়েছে শ্রেষ্ঠত্বের রঙিন রাজমুকুট, আমাদের দিয়েছে আন্তর্জাতিক মঞ্চে 'ভারতীয়' হিসাবে উঠে দাঁড়ানোর অহংকার। তাই ফিরে আসি শুরুর দুটি শব্দেই ধন্যবাদ, নানকাকা!

সুনীলের সার্টিফিকেট না থাকলে আমি হয়ত হারিয়ে যেতাম



রবি শাস্ত্রী

১৯৭৯-৮০ সাল। তখন আমি কলেজের ছাত্র, খেলি বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে। নিরলন-এর স্পোর্টস অফিসার হেমন্ত ওয়াইংগেঙ্কার একদিন আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, বোম্বাই দলে একজন বাঁহাতি স্পিনার দরকার। তিনি আমাকে একদিন নেটে ডাকলেন। ব্যাট এবং বল – দুইই করলাম। নেট-প্র্যাকটিস শেষেই আলাপ হল সুনীল গাভাসকারের সঙ্গে। যদিও, আমি আগে টেরও পাইনি, আড়াল থেকে সুনীল আমার প্র্যাকটিস লক্ষ করছিল। মাধব মন্ত্রী আর মিলিন্দ রেগে – দুজনেই নাকি আমার কথা সুনীলকে বলেছিলেন। এসবই আমি পরে জানতে পারি।

যাই হোক,প্রথম আলাপের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। শুরুতেই আমি সুনীলকে বলে ফেললাম, আমি তোমার ফ্যান। সেই শুরু। তারপর অনেকক্ষণ নানা কথা হল। আলোচনা হল ক্রিকেট নিয়ে। সেই শুরুতেই বিস্মিত হয়েছিলাম, সুনীলের কোনও অহঙ্কার না দেখে। আমার সঙ্গে পাশাপাশি বসে গল্প করেছিল অনেকদিনের পরিচিত বন্ধুর মত।

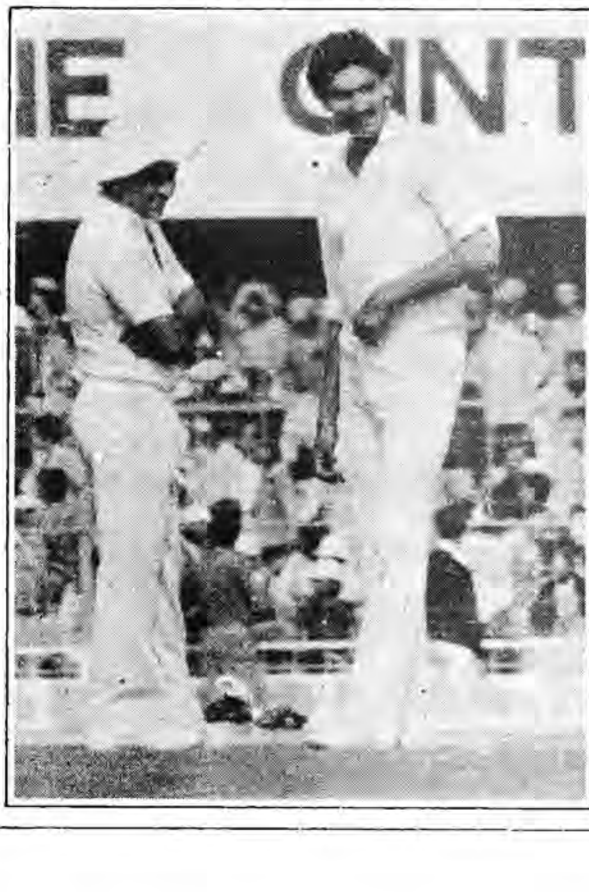
আমাকে আরও অনেক বেশি বিস্মিত হতে হল পরের দিন। সুনীলের 'সার্টিফিকেট'ই আমাকে সরাসরি ঢুকিয়ে দিল বোম্বাই দলে। বিহারের বিরুদ্ধে রনজি সেমিফাইনাল ম্যাচের তিনটি উইকেট জায়গাটাও পাকা করে দিল। সেদিন সুনীলের 'সার্টিফিকেট' না থাকলে হয়ত আমি হারিয়েও যেতে পারতাম।

টেস্ট দলেও আমি ঢুকেছি হঠাৎই, আচমকাভাবেই। ১৯৮০-৮১তে ভারত গেছে নিউজিল্যান্ড সফরে। সফরের মাঝপথে সুদূর নিউজিল্যান্ড থেকে আমার ডাক আসে উড়ে যাওয়ার। টেস্ট খেলার স্বপ্নটা রাতারাতিই বাস্তব রূপ নেয়। বলার অপেক্ষা রাখে না, এক্ষেত্রে সুনীলের সার্টিফিকেটই আমাকে টেস্ট দলে ঢুকিয়ে দেয়। কেউ যদি আমাকে কখনও প্রশ্ন করেন আমার প্রিয় ক্রিকেটার কে, আমি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিই গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথ। সুনীলের নাম না শুনে অনেকেই বিস্মিত হন। আসলে, সুনীল আমার কাছে প্রিয় ক্রিকেটারের চেয়ে আরও অনেক বড় – আমার 'গড ফাদার'। আমার জীবনে সুনীলের অবদানের কথা বলে বা লিখে কখনও বোঝাতে পারব না। তাই, সুনীলের যে কোনও সাফল্যই সব ভারতবাসীকেই গর্বিত করলেও, আমাকে ছুঁয়ে যায় একটু অন্যরকমভাবে। কারণ, সুনীলকে আমি দেখেছি অন্যদের চেয়ে একটু আলাদাই।

ক্রিকেটার ও অধিনায়ক হিসাবে সুনীল অনেক ক্রিকেটারের জন্যই অনেক কিছু করেছে, যার তালিকা দীর্ঘ। বিশেষ করে সুনীলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। সরাসরিই বলা ভাল, ক্রিকেটার হিসাবে আমার প্রতিষ্ঠার সব কৃতিত্বই সুনীলের। ওর অবদানকে অস্বীকার করার মত অকৃতজ্ঞ আমি নই।

সুনীলকে নিয়ে লিখতে গেলে পাতার পর পাতা ভরে যাবে। তবু, কখনও শেষ হবে না। আমি শুধু এখানে কিছু ঘটনারই উল্লেখ করে যাচ্ছি। করাচির সেই দিনটির কথা আমি কখনও ভুলতে পারব না। সন্দীপ পাটিলের সঙ্গে বসে কিছু পান করছিলাম। ঘরে ঢুকেই সুনীলের প্রশ্ন 'তুমি কি তোমার শেষ টেস্ট ম্যাচ খেলতে চাও?' আমি ইতস্তত করতে শুরু করলাম। সুনীলই আবার মুখ খুলল 'কাল সকালেই হয়ত ব্যাপারটা ঘটবে।'

তারপর, সুনীলই জানাল, পরের দিন আমাকে ইনিংস ওপেন করতে হবে তাজা ইমরানের বিরুদ্ধে। তার আগের এক মাস ক্রিকেটের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল বিচ্ছিন্ন। সুনীলের কাছ থেকে খবরটা শুনে আমাকে তাই চিন্তিত হতেই হল। চিন্তা দূর করার দায়িত্বও সুনীল নিল। কিছু উপদেশ দিল। পরের দিন শতরান পেলাম। সেই সন্ধ্যায় সুনীল বলল 'তোমার চেয়ে যারা একটু বেশি ক্রিকেট খেলেছে, তারা কিছু বললে শুনে নেওয়াই ভাল।'



নতুন ওভার শুরু করার আগে রবি শাস্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করছেন অধিনায়ক সুনীল গাভাসকার। ছবি: সুমন চট্টোপাধ্যায়

সুনীলের কাছ থেকে শেখার তো শেষ নেই। অনেককেই দেখেছি নিজেদের ব্যর্থতার বোঝা, দায় চাপাতে চায় অন্যদের ঘাড়ে। সুনীল ব্যতিক্রম। এমনিতে সুনীলের উজ্জ্বল ক্রিকেট জীবনে খারাপ সময় এসেছে খুবই কম। সেই সব মুহূর্তে সুনীল কিন্তু ব্যর্থতার জন্য কোনও অজুহাত তৈরি করেনি। সব দায়িত্বই তুলে নিয়েছে নিজের কাঁধে। উড়ে গিয়ে প্রথম বিদেশ সফরের কথাই বলছি। নিউজিল্যান্ড থেকে আমরা যাই অস্ট্রেলিয়ায়। সম্ভবত সুনীলের জীবনের সবচেয়ে খারাপ সিরিজটা কাটাতে হয়েছে ওখানেই। রান পাচ্ছিল না। কিন্তু কোনও অজুহাত দিচ্ছিল না। কম রানে আউট হয়ে ফিরে এসেই বলছিল 'এটা আমার ব্যর্থতা।' পরে ওর সঙ্গে দীর্ঘ ক্রিকেট আলোচনায় বুঝেছি, ওর দর্শনটাই এইরকম – খারাপ আবহাওয়া, খারাপ পিচ – এসব ক্রিকেটের অঙ্গ। এসব থাকবেই। ভাল ক্রিকেটারকে তারমধ্যেই ভাল খেলতে হবে। সত্যি, এরকম মানসিকতা যদি পেতাম!

উনিশশ তিরাশিতেই সুনীল আমাকে ভবিষ্যৎ ভারত অধিনায়ক হিসাবে চিহ্নিত করে ফেলে। এবং মুখোমুখি হয় প্রবল সমালোচনার। অতীতে সুনীল যে যে ক্ষেত্রে আমার উপর আস্থা রেখেছে বলতে ভাল লাগছে, আমি তার আস্থার কিছুটা অন্তত প্রমাণ করতে পেরেছি। এখন, এই বিশ্বাসটা নিয়েই আমি এগোতে চাই তিরাশিতেই সুনীল যে ব্যাপারে আমার উপর আস্থা রেখেছে, তার যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়ার। সেটাই হবে সুনীলের প্রতি আমার যথার্থ শ্রদ্ধার্ঘ।





দশ হাজার রানের দিনটি জাতীয় 'দিবস' ঘোষিত হোক

এম এল জয়সীমা

এই মুহূর্তে ক্রিকেট বিশ্বের যে ক্রিকেটারটির নাম তালিকার একনম্বরে, সেই সুনীল গাভাসকারের আমি নাকি আইডল! প্রিয় পাঠক, আমার অনুভূতি কলমের আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। আমার মত আপনারাও চোখ বন্ধ করে ব্যাপারটা ভাবুন, হৃদপিণ্ডে রক্তসঞ্চালন দশগুণ বেড়ে যাবেই। রোমাঞ্চকর উত্তেজক অনুভূতির আমি একাই মালিক। হ্যাঁ, আমিই, এম এল জয়সীমা।

সুনীলের প্রসংগ উঠলেই আমার স্মৃতির সমুদ্রে ঢেউ ওঠে। সেলুলয়েডে ফুটে ওঠা ছবির থেকেও তা জীবন্ত। উনিশশ সত্তর-একাত্তরের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর। নেট প্র্যাকটিসে প্রথম দেখলাম, সুনীলকে, অবশ্য নাম শুনেছিলাম বেশ কিছুদিন আগে থেকেই। এক সিনিয়র ক্রিকেটার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল: এই হচ্ছে এস জি।' 'হ্যালো' বলে হাত বাড়িয়ে দিতে কাছে দাঁড়ানো ওয়াদেকার বলল, 'তুমি ওর আইডল'। 'আইডল' বলে কথা, বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে নেটে ওর ব্যাট করা দেখলাম। সেদিনই ওর যেটা আমাকে বেশি মুগ্ধ করছিল, সেটা কনসেনট্রেশন। প্রত্যেকটা বলের ওপর ওর সুতীক্ষ্ণনজর – মনে হচ্ছিল, ও যেন মনঃসংযোগের মডেল।

প্রথম ম্যাচটা সুনীল খেলতে পারে নি আঙুলে চোট থাকার জন্য। দ্বিতীয় ম্যাচ থেকে ও চলে এল প্রথম এগারয়। দেশে, নেট প্র্যাকটিসে ওর মনঃসংযোগ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে ব্যাটিংয়ের অন্যান্য গুণগুলি প্রকাশ হতে থাকল। পরিস্থিতি এবং পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা সে সময়েই ওর মধ্যে স্পষ্ট ছিল। এবং আরও স্পষ্ট ছিল ভারতের একজন নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যানের আগমন বার্তা। সেই সময় ওকে ঘিরে আমার ভাবনা-চিন্তার স্তর ছিল এই পর্যন্তই কল্পনাতেও আসে নি পরবর্তী কালে এই এস জি-ই হয়ে উঠবে চৌত্রিশটি সেঞ্চুরির মালিক, কোলায় থাকবে দশ হাজার রান।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর চলাকালীন সুনীল একাধিকবার ওর ব্যাটিং নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করেছে, টিপস চেয়েছে। আমি আমার যথাসাধ্য ওকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছি। এখন মনে হয়, শেখার আগ্রহ যাদের এত প্রবল, তারা বড় হবে না তো কে হবে?

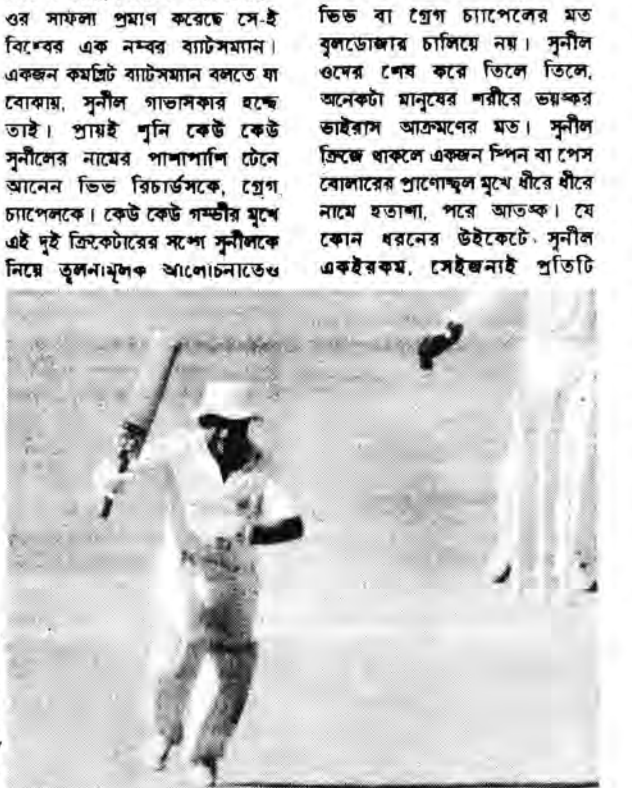
এরপর যত দিন এগিয়েছে ধীরে ধীরে গাভাসকার পরিণত হয়েছে 'গাভাসকার'-এ। বিশ্বের বিভিন্ন মাঠে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ওর সাফল্য প্রমাণ করেছে সে-ই বিশ্বের এক নম্বর ব্যাটসম্যান। একজন কমপ্লিট ব্যাটসম্যান বলতে যা বোঝায়, সুনীল গাভাসকার হচ্ছে তাই। প্রায়ই শুনি কেউ কেউ সুনীলের নামের পাশাপাশি টেনে আনেন ভিভ রিচার্ডসকে, গ্রেগ চ্যাপেলকে। কেউ কেউ গম্ভীর মুখে এই দুই ক্রিকেটারের সঙ্গে সুনীলকে নিয়ে তুলনামূলক আলোচনাতেও বসেন। দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমি এই ধরনের আলোচনাতে বসতে রাজি নই। নিঃসন্দেহে এরা দুজনেই বড় ব্যাটসম্যান। কিন্তু এরা দুজনেই ধ্বংসাত্মক ব্যাটসম্যান। নিজেদের সময়ে যে কোন বোলিং-কে এরা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিতে পারে। কিন্তু টেস্ট ক্রিকেটে সুনীল হল 'অ্যাবাভ ক্লাস'। স্যার ডনকে আমি দেখি নি। কিন্তু একই সঙ্গে একথাও বলতে হবে, সুনীলের মতও আর কাউকে দেখি নি। পেস এবং স্পিন – দুধরনের বোলিংয়ের বিরুদ্ধেই ওর টেকনিক, টেম্পারামেন্ট, মনঃসংযোগ যে কোন ক্রিকেটারের চেয়েই উন্নত। পেস এবং স্পিনের বিরুদ্ধেও ও আক্রমণ করে, তবে তা ভিভ বা গ্রেগ চ্যাপেলের মত বুলডোজার চালিয়ে নয়। সুনীল ওদের শেষ করে তিলে তিলে, অনেকটা মানুষের শরীরে ভয়ঙ্কর ভাইরাস আক্রমণের মত। সুনীল ক্রিজে থাকলে একজন স্পিন বা পেস বোলারের প্রাণোচ্ছল মুখে ধীরে ধীরে নামে হতাশা, পরে আতঙ্ক। যে কোন ধরনের উইকেটে, সুনীল একইরকম, সেইজন্যই প্রতিটি সেশনে তার ব্যাট উপহার দেয় বেশ কিছু মূল্যবান রান। তার টেকনিক, টেনাসিটি, ক্লাস একটি সত্যই ঘোষণা করে 'হি ইজ সিম্পলি এ মডেল ব্যাটসম্যান।'

এখন সুনীলের আর সেই তারুণ্য নেই। অথচ তার সেই মনঃসংযোগ এখনও অটুট। ব্যাংগালোরে সুনীল দেখাল ঐ ধরনের অসভ্য পিচেও কীভাবে মাথা উঁচু করে ব্যাট করতে হয়। এই একটি ইনিংসই প্রমাণ করল ও এখনও শেষ হয়ে যায় নি।

সুনীল দশ হাজার রান অতিক্রম করার সময় আমি আমেদাবাদে ছিলাম না। তবে টিভিতে সেই মুহূর্তটি দেখেছি। অদ্ভুত অনুভূতি। টেস্ট ক্রিকেটে দশ হাজার, বাস্তব হলেও ব্যাপারটাকে স্বপ্ন বলেই মনে হয়। ওই দিনটিকে, আমার মতে জাতীয় দিন হিসেবে ঘোষণা করা উচিত।

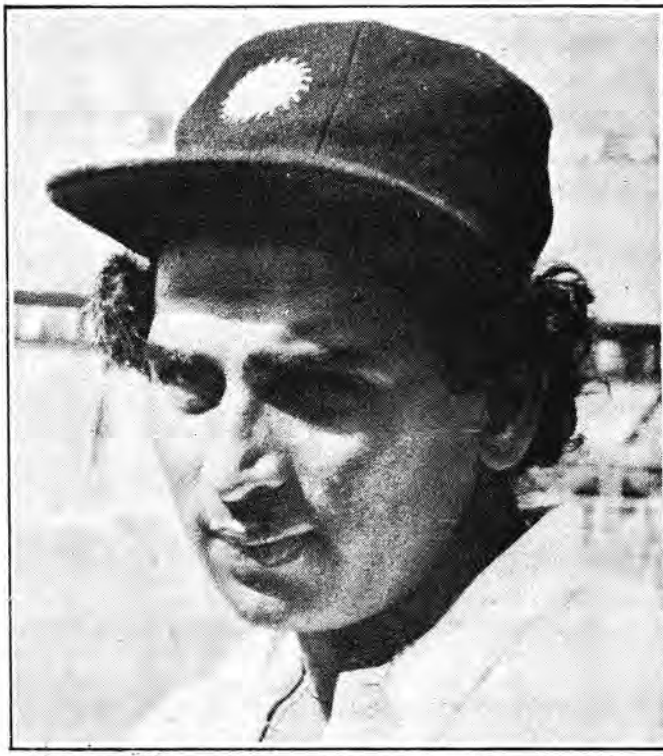
শুনছি, টেস্ট ক্রিকেট থেকে সুনীল অবসর নিচ্ছে। এটা ওর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। সুনীলের পরিণত মস্তিষ্ক ওর বুদ্ধি মোটেই কারও উপদেশের জন্য অপেক্ষা করে না। তবুও দেশের স্বার্থের কথা ভেবে, ওর দৃষ্টিনন্দন ব্যাটিংয়ের কথা ভেবে সাধারণ মানুষ টেস্ট ক্রিকেটে আরও কিছুদিনের জন্য ওকে চাইতেই পারে। আমিও সাধারণ, তাই টেস্ট ক্রিকেটে, আমিও চাই আরও কিছুদিন সুনীলকে দেখতে।

আমি সুনীলের আইডল বলেই নয়, সিনিয়র ক্রিকেটারদের ওর মত সম্মান জানাতে আমি আর কাউকে দেখি নি। তবে আমি অভিভূত আরও একটি কারণে। ওর ছেলের নামের সংগেও আমার নাম জড়িয়ে রেখেছে। এ যে কত বড় সম্মান, কতখানি গর্বের, লিখে বোঝানো যাবে না! আগেও চাইতাম, এখনও চাই, পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে সুনীলের সাফল্য যেন অটুট থাকে। নিজেই হয়ে উঠতে পারে এভারেস্ট



ছবি : সুমন চট্টোপাধ্যায়

আমেদাবাদে দশ হাজার রান অতিক্রম। গাভাসকারের 'টেন থাউজেন্ড রান।'



সানশাইন সানি

সুনীল মনোহর গাভাসকার
সবাই ডাকে সানি
এখন ত সে সানশাইন
সোনার চেয়েও দামী।
দশটি হাজার রানের তোড়ে
ভাসিয়ে দিয়ে বিশ্বকে
রেকর্ড ভেঙে রেকর্ড গড়ে
জানিয়ে দিল শ্রেষ্ঠ কে।।

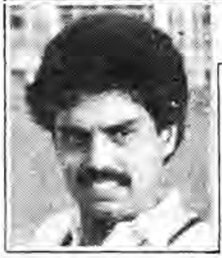
গেঞ্জি ● জাঙিগয়া ● প্যান্টি ● স্পোর্টস শার্ট

কোহিনুর নিটিং মিলস্ কলকাতা-৭০০ ০০৭



এক সময় আমিও ছিলাম কাছের মানুষ

দিলীপ বেঙ্গসরকার



আজ এমন একজন ক্রিকেটার সম্পর্কে লেখার জন্য আমাকে কলম ধরতে হচ্ছে, আমার ক্রিকেট জীবনের টার্নিং পয়েন্টে যে ছিল আমার 'পার্টনার', আমার ক্রিকেট জীবনে সাফল্যের পেছনে যার অণুপ্রেরণা অপরিসীম, জীবনের সবচেয়ে মধুর ও মূল্যবান উপহারটি আমি যার কাছ থেকে পেয়েছি, যার জন্য প্রতিটি ভারতবাসী গর্বিত, যাকে ক্রিকেটের প্রবাদ পুরুষ ডন ব্র্যাডম্যানও 'ক্রিকেটের অলংকার' বলতে বাধ্য হয়েছেন, সেই সুনীল গাভাসকারকে নিয়ে আমি কী লিখব? সন্দেহ নেই, একজন ব্যাটসম্যান হিসেবে ক্রিকেটের শেষ কথা সুনীল গাভাসকার। ওর সংগে অনেক অবিস্মরণীয় জুটির অংশ নিয়েছি। এখন যারা ওর খুব কাছের মানুষ তাদের চেয়ে আমি ওর কম কাছের ছিলাম নয়। কিন্তু এখন, স্বীকার করে ফেলাই ভাল, সম্পর্ক আর আগের মত নেই। এর জন্য কে দায়ী তা অংক কষে প্রমাণ করা যাবে না। তবে এটা ঘটনা আমাদের দুজনের মধ্যে কোনরকম ঝগড়া, শত্রুতা, ঈর্ষার সম্পর্ক নেই, তবে এক সময়ে আমাদের সম্পর্কে যতটা ছিল হৃদয়ের স্পর্শ, আজ আর তা নেই। আমার কিছু কিছু আচরণ, ব্যবহার ওকে হয়ত আঘাত করেছে। বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে ওর ব্যবহারে আমিও দুঃখ পেয়েছি। কারও দিক থেকেই ব্যাপারটা নিশ্চয়ই ইচ্ছাকৃত নয়, তবুও---।

শারজায় ওরই বেনিফিট ম্যাচ খেলতে গেছিলাম। দুবাই বিমানবন্দরে হঠাৎ আমাকে আটকে দিল। কিছুতেই প্রবেশাধিকার দিল না। আমি ভেবেছিলাম সুনীল প্রতিবাদে ফিরে আসবে। সুনীল ফিরে আসেনি। আমি প্রচন্ড দুঃখ পেয়েছিলাম। ও ক্যাপ্টেন থাকাকালীন কয়েকবার আমি দল থেকে বাদ পড়েছি। এটাও আমাকে বিস্মিত, আহত করেছিল।

আমার জীবনে টেস্ট ক্রিকেটের শুরুতে কিন্তু এই মানুষটাই আমাকে নানাভাবে উৎসাহিত করেছে। কখনও কখনও ত্রুটি বিচ্যুতি শুধরে দিয়েছে। এক কথায় গাইড করেছে। সুনীলের সংগে কয়েকটা টেস্টে ওপেনও করেছি। তলার দিকে নেমে এসে বেশ কয়েকটা বড় 'পার্টনারশীপ' খেলেছি। উইকেটে সব সময়েই আমাকে নানাভাবে উৎসাহিত করেছে।

একজন ক্রিকেটারের বিশেষ করে বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যানের টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম ও প্রধান টার্গেট সেঞ্চুরি পাওয়া। বিশ্বের বহু বড় ব্যাটসম্যান জীবনের প্রথমে একটি সেঞ্চুরি পেয়ে আরও কখনও পায় নি। আবার অনেকে বারবার সেঞ্চুরির দোরগোড়ায় পৌঁছে বারবার ফিরে এসেছে। কালিচরণ, ইয়ান চ্যাপেল, অজিত ওয়াদেকারের মত বড় ব্যাটসম্যান এদের দলে আছে। সুনীল এই সেঞ্চুরিটাই বারবার অনায়াসে পেয়েছে। ক্রিকেটে ৯৯ আর ১00-এর মধ্যে তফাৎ কিন্তু ১ রানের চেয়ে অনেক বেশি। সুনীল ৭0 রান করা মানেই সবাই ধরে নেয় সেঞ্চুরি করছে।

আমি যখন টেস্ট ক্রিকেটে বারবার সেঞ্চুরির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছি, তখন যার ব্যাটে অনায়াসে সেঞ্চুরি আসে সেই সুনীলই উৎসাহ দিয়েছিল, অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। বলেছিল, তোমাকে সেঞ্চুরি পেতেই হবে। তুমি সেঞ্চুরি করলে তোমাকে একটা ব্যাট উপহার দেব।

সে সময় কালিচরনের অধিনায়কত্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ভারত সফরে এসেছে। কলকাতা টেস্টে সুনীল আবার আমাকে ঐ কথাটা বলে। আমি সেঞ্চুরি পাই। অসমাপ্ত দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে আমি আর সুনীল রেকর্ড (৩৪৪) রান সংগ্রহ করি। সারাক্ষণ ও আমাকে গাইড করে যায়। সেঞ্চুরি করার পর সবার আগে সুনীলই আমাকে অভিনন্দন জানায়। তখন আমি বলেছিলাম, 'কী হল ব্যাটটার – 'দেব'। সুনীলের এই ছোট্ট উত্তরের পিছনে কতবড় উপহার লুকিয়ে আছে তখন বুঝতে পারিনি। সেদিন সুনীল ১৮২ (অপরাজিত) রানের একটি অবিস্মরণীয় ইনিংস খেলেছিল। ঐ ব্যাটটাই খেলা শেষে আমাকে উপহার দেয়।

ক্রিকেটের মক্কা লর্ডস। সব ক্রিকেটারের লর্ডসে সেঞ্চুরি করার স্বপ্ন থাকে। সুনীল পারেনি। আমি তিনবার সেঞ্চুরি পেয়েছি লর্ডসে। গত ইংল্যান্ড সফরে আমি লর্ডসে সেঞ্চুরি পাওয়ার পর যখন ড্রেসিং রুমে আনন্দোৎসব শুরু হল, সুনীলই সবার আগে শ্যাম্পেনের বোতল খুলে ধরেছিল।

আমি যখন কিশোর ছিলাম, কিংবা তার পরেও আমাকে যার



'ইটস ইওর টুয়েন্টি নাইনথ'। দিল্লিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে শতরান করার পর সানিকে দিলীপ বেঙ্গসরকার

ব্যাটিং সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিল, তাঁর নাম অজিত ওয়াদেকার। টেস্ট ক্রিকেটে যার সংগে জুটিতে অংশ নিয়ে সবচেয়ে আনন্দ পেয়েছি, সে হল গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথ। যাঁর ব্যাটিং আমার কাছে সবচেয়ে সৌন্দর্যময়, তাঁকে সবাই গ্রেগ চ্যাপেল নামে চেনে। তবু, আমার কাছে **সুনীল** হল শ্রেষ্ঠ। যে আমাকে প্রভাবিত করে, যে আমাকে আনন্দ দেয়, যে আমাকে সৌন্দর্য সুখ দেয় তাদের মধ্যে সুনীল নেই, তবু সে শ্রেষ্ঠ। কারণ শ্রেষ্ঠত্ব এমন একটা ব্যাপার, যা এসবের বাইরে আরও অনেক দাবি করে।

আমি ওভালে সুনীলের ২২১ রানের এবং এবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংগালোর ৯৬ রানের দুটি অসাধারণ ইনিংসের সাক্ষী। দুটি ক্ষেত্রেই ভারতকে যে বিপর্যয় থেকে সুনীল তুলে ধরার চেষ্টা করেছে তা অন্য কোন ব্যাটসম্যান কল্পনাও করতে পারবে না।

অধিনায়ক গাভাসকার সম্পর্কে অনেক সময় অনেকরকম আলোচনা শুনি। কখনই কিন্তু আমার অধিনায়ক হিসেবে সুনীলকে অসাধারণ কিছু মনে হয় নি। বেশ রক্ষণাত্মক। কিন্তু সুনীলকে নিয়ে এসব আলোচনার কোন মানে হয় না। সুনীলের পরিচয় তো অধিনায়ক হিসেবে নয়, ব্যাটসম্যান হিসেবে। সেখানে অদ্বিতীয়।

সুনীল কবে অবসর নেবে, অবসর নেওয়ার সময় হয়েছে কিনা এসব বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। আর জানলেও তা নিয়ে কথা বলার কোন মানে হয় না। কারণ এটা ওর একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার।

তবে সুনীলের রেকর্ড নিয়ে যখন কথা হয়, যখন আলোচনা হয়, কে কে সুনীলের কোন কোন রেকর্ড ভাঙতে পারে এবং সম্ভাব্য কীর্তিমানদের তালিকায় আমার নামটাও ঢোকান হয়, তখন বেশ ভালই লাগে।

কিন্তু এসবে কিছু আসে যায় না। সুনীল যদি এই মুহূর্তেও খেলা ছেড়ে দেয়, রেকর্ড আরও উন্নত না করে তাহলেও বর্ডার, মিয়াঁদাদ বিশ্বের যে কোন ব্যাটসম্যানের পক্ষে এসব যে কোন রেকর্ড ভাঙা কঠিন। হ্যাঁ, খুব কঠিন। প্রায় অসম্ভবই।

ছোটবেলায় কত ঝগড়া করেছি

মিলিন্দ রেগে

ভাবলে অবাক লাগে যার সংগে ছোটবেলায় ঝগড়া করেছি, পাল্লা দিয়ে ক্রিকেট খেলেছি, একসংগে গেছি কোন কুস্তির আসরে কুস্তিগীরের সংগে আলাপ করতে অনেক রাত পর্যন্ত স্টেশনে দাঁড়িয়ে থেকেছি, আমার সেই অন্তরের বন্ধু এখন বিশ্ব ক্রিকেটের এক নম্বর মানুষ, ক্রিকেট ইতিহাসে কিংবদন্তী। দশ হাজার টেস্ট রান, ৩৪টা সেঞ্চুরির মালিক সুনীল গাভাসকার। আর আমি? একজন ক্রিকেটার হিসেবে আমাকে কে চেনে? আমি যদি বিদেশে কোথাও বলি ছোটবেলায় ওর সংগে পাল্লা দিয়ে ক্রিকেট খেলতাম, কেউ কেউ আমাকে ওর চেয়েও প্রতিভাবান ভাবতেন, কে বিশ্বাস করবে? সুনীল বিশ্বের যেখানে যখন সাফল্য পায় গর্বে আমার বুক ফুলে ওঠে। যে কোন ভারতবাসীই নিশ্চয়ই গর্বিত হয়। কিন্তু আমার অনুভূতিটা একটু অন্যরকম। সুনীল আমার বাল্যবন্ধু। সেই ছোটবেলায় যখন আমাদের রাস্তায় বেরনোর অনুমতি মেলেনি। তখন থেকেই আমরা বন্ধু, এবং এখনও। এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে সুনীল সাফল্যের সোনালী সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে অনেক ওপরে উঠে গেছে, কিন্তু কখনও কোন মুহূর্তে আমাদের বন্ধুত্বে চিড় ধরেনি। সুনীলের মহত্বেই। ঈশ্বরের আশীর্বাদ পেয়ে ও এতবড় হয়েছে। ঈশ্বর কিন্তু যে কারও ওপর তাঁর আশীর্বাদ ঝরান না।

ছোটবেলায় আমরা থাকতাম চিকলওয়াড়ি অঞ্চলে। আমরা প্রায় কুড়িজন সমবয়সী ছেলে ছিলাম। সুযোগ পেলেই ক্রিকেট খেলতাম। আমাদের দু'জনের মধ্যেই বন্ধুত্ব ছিল সবচেয়ে বেশি। আশ্চর্য সেই কুড়িজনের মধ্যে একমাত্র সুনীলই বিশ্বখ্যাত হল। কেন? এর উত্তর বোধহয় সেই ছোটবেলায় ওর বিভিন্ন আচরণের মধ্যেই ছড়িয়ে আছে।

আমার বাবা সুনীলের বাবার চেয়ে ১৫ বছরের বড় ছিলেন। তিনবছর বয়স থেকেই আমরা একে অপরের বন্ধু, আবার আমাদের মধ্যে রেষারেষিও কম ছিল না। কতদিন ঝগড়া করেছি। আমাদের মধ্যে মাঝে মধ্যেই কথা বন্ধ থাকত। ওর মামা মাধব মন্ত্রীর বাবা আমাদের দু'জনকেই একদিন নিয়ে গিয়ে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি করে দিলেন।

স্কুলে খেলার পরিবেশ, বিশেষ করে ক্রিকেট খেলার পরিবেশ খুব একটা ছিল না। আমরা দু'জনে একটু বড় হওয়ার পর থেকেই আমাদের দু'জনকে ঘিরে ক্রিকেট খেলার পরিবেশ গড়ে উঠল।

দু'জনেই বোম্বাইয়ের বিভিন্ন পাড়ায়, পার্কে চুটিয়ে ক্রিকেট খেলে বেড়াতাম। কখনও ও ১৫০ করে, আমি ১২০, আবার আমি ২০০ করি, ও ১৫০ রান, এই ভাবেই বেশ চলছিল।

স্কুলে আমাদের 'গেম টিচার' ছিলেন ফাদার ফ্রিংজ। তিনিই আমাদের ক্রিকেট কোচ। তবে ছোটবেলা থেকেই দেখতাম সুনীলকে কিছু শেখাতে হত না। ও কিছু দেখে নিজে নিজেই শিখেনিত।

আমরা যখন সেভেন স্ট্যান্ডার্ডে পড়ি, তখনই সুনীলের প্রতিভার পরিচয় ভালভাবে পাওয়া গেছে। বড়দের জন্য ইন্টার স্কুল টুর্নামেন্ট ছিল হ্যারিস শীল্ড। জুনিয়র হয়েও আমরা দু'জনেই এই শীল্ডে স্কুলের হয়ে খেলতাম।

ফাদার ফ্রিংজ আমাদের বলতেন গুড বল টু ব্লক, ব্যাড বল টু 'লাগাও', হ্যাঁ, এই শব্দটাই তিনি ব্যবহার করতেন।
যদি কেউ বলেন, তিনি সানিকে কোচিংদিয়েছেন,তিনি ঘোর মিথ্যেবাদী।

আমাদের বয়স যখন বছর ১২, বোম্বাই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন সি সি আই-তে ২ মাসের কোচিং ক্যাম্প করে। কোচ ছিলেন রামনাথ কেনি। আমরা দু'জনেই ঐ কোচিং ক্যাম্পে ডাক পাই।

আরও আগে সুনীলের বাবা লেন হাটনের সই করা একটি ব্যাট সুনীলকে দিয়েছিলেন। ইন্টারস্কুলে।

প্রথম ম্যাচে সেই ব্যাট দিয়েই সুনীল খেলে। পরের দিন কাগজে শিরোনাম পেয়েছিল। এখনও সেই পেপার কাটিং-টা আমার কাছে আছে। শিরোনাম: 'জি সুনীল থার্টি নট আউট'।

১২ বছর বয়সে সেই প্রথম সুনীল সংবাদপত্রের শিরোনামে এল। ফ্রি প্রেস জার্নালে শারদ কোটনিস প্রায় আমাদের পারফরমেন্স নিয়ে লিখতেন। সেটা আমাদের দারুণ ভাবে অনুপ্রাণিত করত। আমরা সেঞ্চুরি করলেই তাঁকে গিয়ে জানিয়ে আসতাম।

ক্লাস নাইনে যখন পড়ি দারুণ প্র্যাকটিস করতাম। স্নান খাওয়া ভুলে আমরা লিবার্টি গ্রাউন্ডে প্র্যাকটিস করতাম। লাল কাদায় ভরা মাঠ। হাফ ম্যাটিং। শুধু ব্যাটিং করার জায়গাটুকু ম্যাটিং করা। বল কখনও লাফাত, কখনও নিচু হয়ে আসত, যখন তখন বল লাফিয়ে উঠে মুখে, বুকে লাগত, অনেকেই আহত হত, ভয়ে বল ছেড়ে পালিয়ে যেত, সুনীল কিন্তু কখনও আহত হয় নি, পালায়ও নি, ঠিক সোজা ব্যাটে খেলত। সেই থেকেই মনে হয় যে কোন উইকেটে মানিয়ে ব্যাট করার ক্ষমতা ও অর্জন করেছে। আর ওই বয়সেই ওর ছিল মনঃসংযোগ করার প্রচণ্ড ক্ষমতা। বড় হয়ে দুটোই কাজে এসেছে।

সেই সময়ে ব্রাবোর্নে ইংল্যান্ডের স্কুল দলের বিরুদ্ধে ১০০ রানে একটি অসাধারণ ইনিংস খেলেছিল, যা নিয়ে কাগজে উচ্ছসিত প্রশংসা বেরিয়েছিল। তখন থেকেই ও পাদ প্রদীপের আলোয় চলে এল।

আন্তবিশ্ববিদ্যালয়ে গুজরাটের বিরুদ্ধে বোম্বাই বিনা উইকেটে ৩৫০ রান করে। রমেশ নাগদের ১৫০ ও সুনীল ১৭৫ রানে অপরাজিত ছিল। সেই ম্যাচে বিপক্ষ দলের বোলারদের মধ্যে ছিল উদয় যোশি, অশোক যোশি, ধিরাজ পারসানা।

এরপরই ও ১৯৬৭-তে ইরানী ট্রফিতে খেলার সুযোগ পায়। কিন্তু দুই ইনিংসে ০ ও ৩ রান করে। এই ব্যর্থতা ওকে চার বছরের জন্য পাদপ্রদীপের আলো থেকে অন্ধকারে সরিয়ে দেয়।

১৯৬৭-তেই আমি রণজিতে খেলার সুযোগ পেলেও সুনীলকে ১৯৭০ অবধি এই ব্যর্থতার জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

ছোটবেলায় ভাল টেবিল টেনিস খেলত সুনীল। মাতুন্দা প্রিমিয়ার দলের বিরুদ্ধে তৎকালীন জুনিয়র ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন দিলীপ সাখনকে হারিয়ে সেই বয়সেই চমকে দিয়েছিল টেবিল টেনিস বিশেষজ্ঞদের।

ছোটবেলায় কুস্তিগীরদের ছবি টাঙিয়ে রাখত ঘরে। কুস্তি ভীষণ ভালবাসত। একবার অ্যাসটেরিয়া হোটেলে কুস্তির আসর বসেছে। নামকরা কুস্তিগীর রে অ্যালানটনকে দেখার খুব ইচ্ছে সুনীলের। আমাদের পাড়ার এক দাদা মারুতি বড়ার। তার খুব ক্ষমতা। আমরা তাকে ধরলাম।

অ্যালানটন যখন নিজের ঘরে অনুশীলন করছিলেন সুনীলকে কাঁধে তুলে মারুতি দরজার ফাঁক দিয়ে দেখাল। কিন্তু সুনীল আলাপ করবে কী করে?

ভিটি স্টেশনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। মারুতি পাঁচ পয়সার চানা কিনে দিয়েছিল। সেদিন অ্যালানটনের সংগে সুনীলের আলাপও হয়েছিল।

আমরা যখন এখনও আড্ডা মারি ছোটবেলার ঘটনা মনে পড়লে দারুণ মজা পাই। ও যখন দশ হাজার রান করে ব্যাট তুলে দাঁড়িয়েছিল, আমার সামনে ফ্ল্যাশব্যাকে সিনেমার রিলের মত ঘুরে চলেছিল শৈশব-কৈশরের এইসব স্মৃতিই।



দমদম বিমান বন্দরে বন্ধু রেগের সংগে সুনীল গাভাসকার।

ছবি: এস্ এস কাঞ্জিলাল



ম্যাজিক ফিগার

সন্দীপ পাটিল



সুনীলকে নিয়ে লিখতে বসলেই আমার তাঁদের কথা মনে পড়ে, সুযোগ সুবিধা পেলেই যাঁরা তাঁদের কলমকে ব্যবহার করতেন বিষাক্ত বেয়নেট হিসেবে। দীর্ঘ সতের বছর ধরে খুঁচিয়ে রক্তাক্ত করার চেষ্টায় তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন, সুনীল পৌঁছে গেছে ম্যাজিক ফিগার দশ হাজারে। তাঁরা এখন কোথায়, সুনীলকে মাঠে দেখলে যাঁদের চোখে উঠে আসত কালো চশমা? ক্ষমা মহৎ-এর ধর্ম। সুনীল মহান, ক্ষমা করুক। আমরা যারা সাধারণ, সুনীলের ক্রিকেট অনুরাগী, তারা কেন কলমরূপ বেয়নেটধারীদের ছুঁড়ে ফেলে দেব না, কেন করব না অবজ্ঞা?

আজকের দশ হাজার রান নয়, টেস্ট ক্রিকেটের ম্যাজিক ফিগারের সঙ্গে সুনীলের বন্ধুত্ব সেই সত্তর একাত্তরে, টেস্ট জীবনের শুরুতে ওয়েস্ট ইন্ডিজে জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে পারল না আঙুলে চোট থাকায়। জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ তাও আবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে অন্য কেউ হলে ভগবানকে অভিনন্দন জানাত, প্রার্থনা করত আঙুলের চোট সমস্যা যাতে দীর্ঘস্থায়ী হয়। সুনীল নিশ্চয় ছিল অন্যরকম। না হলে ক্ষুধার্ত বাঘের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টাই যেখানে কঠিন, সেখানে প্রমাণ করার জন্য মরীয়া হয়ে উঠবে কেন, সেই শ্রেষ্ঠ? চারটি টেস্টে ৭৭৪ রান শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা তৈরি হতে শুরু করেছিল সেদিন থেকেই। জীবনের প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে ৪টি ম্যাচে ৭৭৪ নিশ্চয় ম্যাজিক ফিগার, তাই না?

ব্যাটসম্যান হিসেবে সুনীল কেমন? না ওর ব্যাটিং নিয়ে আলোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার কাছে সুনীল অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী, গড়তে এবং ধ্বংস করতে একইরকম সিদ্ধহস্ত, সুনীলের কাছাকাছি কেউ নেই। ওর নামের পাশে 'আবাভ ক্লাস' শব্দ দুটিই ব্যবহার করা ভাল। দশ হাজার রান, চৌত্রিশটা সেঞ্চুরি এতদিন পৃথিবীর কেউ কখনও ভাবতে পেরেছিল, মানুষের পক্ষে এই কীর্তি করা সম্ভব? দশ হাজার টাকার মালিক হাতের কাছেই হয়ত বেশ কয়েকজনকে পেয়ে যাবেন। কিন্তু দশ হাজার রানের মালিক? এরকমও যে হয়, হতে পারে, সুনীল সেটা প্রমাণ করেছে। আমেদাবাদে সেই মুহূর্তে আমি সুনীলের পাশে ছিলাম না। এত ব্যস্ত ছিলাম ঐ সময়টায়, বিশ্বাস করবেন কিনা জানিনা মুহূর্তটি দেখতে পারিনি দূরদর্শনেও। কে একজন এসে খবর দিল, সুনীল দশহাজার রান অতিক্রম করেছে। সেই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল সব ফেলে এক্ষুনি আমেদাবাদে উড়ে যাই। মনে পড়ছিল, সেই দিনের কথা যেদিন সুনীল উনতিরিশতম শতরান করে স্যার ডনকে ছুঁয়েছিল।

উনতিরিশ অক্টোবর, হায়াৎ রিজেন্সীতে সুনীলের ঘরে মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে নিয়ে জমে উঠেছিল শ্যাম্পেনের পার্টি। উদ্দাম নৃত্যে সেই শীতের রাতেও আমরা ভিজে উঠেছিলাম ঘামে। দশহাজারের রাত থেকে বঞ্চিত হয়ে, পরের সময়টুকু বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলাম। বাড়ি ফিরেই ট্রাঙ্ক বুক করেছিলাম আমেদাবাদে, ব্যর্থ চেষ্টা। শেষ পর্যন্ত আমাকে অভিনন্দন জানাতে হল সুনীল বোম্বাই ফেরার পর!

> **'আমি সুনীলের এই সিদ্ধান্ত (অবসরের) সমর্থন করতে পারছি না। আমি মনে করি, ভারতীয় ক্রিকেটে এখনও ওকে দরকার। ভারত ওকে সেভাবে ব্যবহার করতে পারল না। ঘাটতিটা পুষিয়ে যেতে পারত আরও দশ বছর টেস্ট ক্রিকেটে থাকলে।'**



উনত্রিশতম শতরান করার পরদিন, সন্দীপ পাটিলের সঙ্গে। ছবি: এস এস কাঞ্জিলাল

আপনারা একমত হবেন কিনা জানিনা, চৌত্রিশটা সেঞ্চুরির চেয়েও অনেক বেশি মূল্যবান সুনীলের এই দশহাজার টেস্ট রান। বিশ্বের সেরা সেরা বোলারদের ঠান্ডা মাথায় খুন করে তিল তিল করে সংগ্রহ করা দশ হাজার রানের চেয়ে বেশি মূল্য আর কিছুই হতে পারে না।

একই সঙ্গে খেলে সুনীলের কাছ থেকে আমি অনেক কিছুই শিখেছি। অবশ্য সুনীল যতটুকু শেখাতে চেয়েছে, শিখেছি তার চেয়ে অনেক কম। ওর টেম্পারামেন্ট, একাগ্রতা, পারফেক্টনেস হাজার চেষ্টাতেও শেখা সম্ভব নয়। তবুও আমি উপকৃত। সুনীলের গাইডেন্স আমার মত অনেককেই সাহায্য করেছে পাদপ্রদীপের আলোয় উঠে আসতে। দুর্দান্ত সুনীলের গেম রীডিং ক্ষমতা। ম্যাচের গতিপ্রকৃতি কীরকম, পরিস্থিতি কী ধরনের খেলা দাবি করছে, এটা ও নিজে তো বোঝেই সবচেয়ে বড় কথা, অন্যদের গাইডও করে। যিনি যতই ভুরু কোঁচকান, সুনীল গাভাসকারই আমার দেখা সেরা অধিনায়ক।

শুনেছি, সুনীল নাকি তার শেষ টেস্ট ম্যাচ বাঙ্গালোরে খেলে ফেলেছে! আমি সুনীলের এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করতে পারছি না। আমি মনে করি ভারতীয় ক্রিকেটে এখনও ওকে দরকার। ভারত ওকে সেভাবে ব্যবহার করতে পারল না। ঘাটতিটা পূষিয়ে যেতে পারত আরও দশ বছর টেস্ট ক্রিকেটে থাকলে।



১





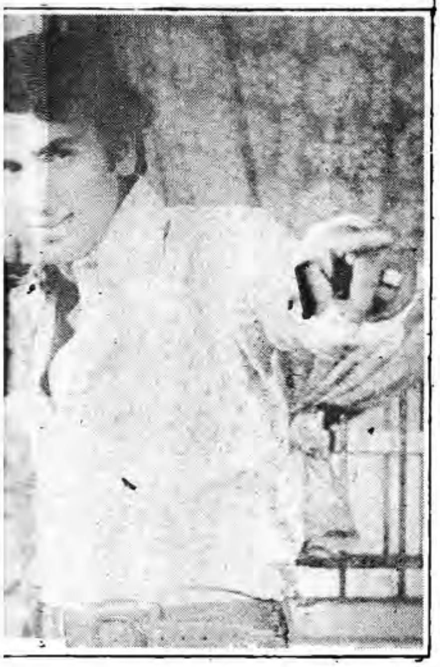
১। যখন বয়স চার
২। 'সাওয়ালি প্রেমাচিতে' মধুমতী ও সুনীল
৩। ক্রিকেটের সঙ্গে টেবিল টেনিসের দেখা। সুনীলের অটোগ্রাফনিচ্ছেনইন্দু পুরী ও রূপা মুখার্জি।

• অ্যালবা



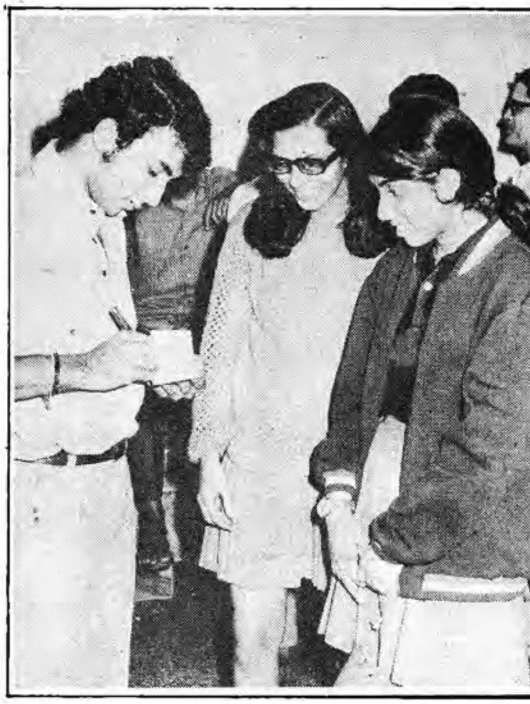
৪





২





৩

মে সানি •

৪। ১৯৮০-৮১ সালে অস্ট্রেলিয়ায়। টস করছেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক গ্রেগ চ্যাপেল। ঠিক এর পরেই সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য তৈরি চ্যানেল নাইনের বিশেষজ্ঞ ও ভাষ্যকার বিল লরি :

৫। আর মাত্র একটি সেঞ্চুরিতেই সুনীল পেরিয়ে যাবেন ডনের রেকর্ড। একথা দুজন জানতেন। স্মারক হিসেবে ব্যাটটি পেতে চেয়েছিলেন। সুনীল ভোলেন নি। মাদ্রাজ, চীপক ১৯৮৩-৮৪।

৬। ১৯৮০, জুবিলি টেস্ট, বোম্বাইয়ের কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে ক্রিকেটের সর্বকালের দুজন সেরা ওপেনার গাভাসকার ও বয়কট কি আবহাওয়ার আলোচনায় ব্যস্ত ?,





৫

লেখক গাভাসকার

ব্যাটের মতই শক্তিশালী কলম



গোপাল বসু

স্যার নেভিল কার্ডাস বিশ্বের সর্বকালের সবশ্রেষ্ঠ ক্রিকেট লেখক, এ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কারুর কোন দ্বিমত নেই, থাকতে পারে না। এটা অবশ্য আমার মনে হয়। তাঁর লেখায় সংগীত ও শিল্পের সুন্দর সমন্বয় ঘটেছিল, যার মৃত্যু অবশ্য তাঁর সংগে সংগেই ঘটেছে। একজন ক্রিকেট লেখক হিসেবে নিছক পরিসংখ্যানের জংগলে এমন কিছু দেখতে যা অন্যরা পায় না। কে কত রান করল, কে কত উইকেট পেল, শুধু এইটুকুই না, আরও কিছু যা তাঁর আগে কেউ দেখে নি, দেখার চেষ্টাও করে নি। এটা এমন একটি লক্ষ্যবিন্দু যেখানে একজন ক্রিকেট লেখকের বাস্তবধর্মী কল্পনা প্রত্যাশিত রূপ নেয়, অনুপ্রবেশ করে স্বপ্নের জগতে। এমন একটি স্বপ্নের জগত যেখানে অনায়াসে পাঠকরা ঘুরে বেড়ায়, যেন লেখকের সংগে একই ট্রেনের যাত্রী তারা। আর এটা সম্ভব হয়েছে শুধু কার্ডাসের সম্মোহন কলমের জোরে, তার আগে বা পরে কলম দিয়ে কেউ ক্রিকেটের এরকম বর্ণময় ছবি আঁকতে পারে নি, তাঁর প্রতিটি লেখাই আক্ষরিক অর্থে অসাধারণ, দুর্লভ।

শুধু একজন ক্রিকেটারই (সেই মুহূর্তে আপাত দৃষ্টিতে দক্ষ) লেখক হিসেবে কার্ডাসের কাছাকাছি এসেছিলেন, তাঁর নাম জ্যাক ফিংগলটন। প্রকৃতপক্ষে স্যার কাউস কার্ডাসও বুঝেছিলেন, তাঁর জানা ক্রিকেট লেখকদের মধ্যে ফিংগলটনই সেরা। তা এটা নয় যে, ফিংগলটনই প্রথম ক্রিকেটার যিনি কলম তুলে নিলেন হাতে। তবে তাঁর আবির্ভাবের পর ক্রিকেটারদের মধ্যে লেখক হওয়ার রোগটি সংক্রামিত হয়। এটা বেড়েই চলতে থাকে, কোথায় থামবে, (যদি কখনও থামে) কেউ জানে না।

আমার ধারণা, সুনীল মনোহর গাভাসকারই প্রথম ক্রিকেটার যে লেখাটাকে অত্যন্ত সংগঠিত পেশা হিসেবে গ্রহণ করে। তার আগে কোনও কোনও ভারতীয় ক্রিকেটার হাতে কলম তুলে নিতে পারে, কিন্তু এটা দুঃখের সংগেই বলতে বাধা হচ্ছি, কেউ সুনীলের মত দক্ষ কিংবা সংগঠিত ছিল না। আর কাউকে আঘাত না করেই বলতে বাধ্য হচ্ছি সুনীল সবচেয়ে সফল ক্রিকেট লেখক হতে চলেছে। ওঁর লেখা তিনটি বই-ই 'সর্বাধিক বিক্রিত' পুস্তকের স্বীকৃতি পেয়েছে। এমন কি বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁর 'কলম'ও পাঠকদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়। এটা খুবই আশ্চর্য বিষয় বা ঘটনা, একজনের পক্ষে এতগুলো ক্ষেত্রে চরম সাফল্য পাওয়া।

এটা অবশ্য অস্বীকার করার উপায় নেই, ব্যাটসম্যান হিসেবে সুনীলের অপরিমেয় সাফল্য ও খ্যাতি সুনীলকে লেখক হিসেবে সফল হওয়ার পথে সাহায্য করেছে। তবে সেটা সাফল্যের প্রাথমিক পটভূমি তৈরি করেছে মাত্র। লেখক হিসেবে দীর্ঘস্থায়ী সাফল্য এসেছে তার কলমের জোরেই। এর জন্য লেখক সুনীলকে কৃতিত্ব দিতেই হবে। সেরা না হলেও সুনীল



সানির কলম ব্যাটের মতই শক্তিশালী

বর্তমান ভারতের অন্যতম সেরা ক্রিকেট লেখক। এই মুহূর্তে ভাবলে হয়ত বাড়াবাড়ি করা হবে, কিন্তু সুনীল যদি 'উইলো-খণ্ডটি' যা তাঁকে দশ হাজার টেস্ট রান উপহার দিয়েছে, সরিয়ে রেখে ভবিষ্যতে কখনও কলম নিয়ে মগ্ন থাকে, ক্রিকেটের দূর দিগন্তে আর এক কার্ডাসের উদয় দেখব।

ঠিক কী কারণে গাভাসকার লেখক হিসেবেও সফল? গাভাসকারের অনিঃশেষ ব্যাটিং ক্ষমতা ও লেখক প্রতিভায় উপযুক্ত যোগাযোগ কিভাবে কোন ক্ষেত্রে হল, তা ঠিক বোঝা কঠিন। কিন্তু, গাভাসকারের লেখা যখনই পড়ি – আমার চোখের সামনে উঠে আসে ক্রিকেটার বিশেষ করে ব্যাটসম্যান গাভাসকার।

গাভাসকারকে ব্যাট করতে দেখলে প্রথমেই কী মনে হয়? ওহ! ব্যাটিং কতই অনায়াস ও সুন্দর। এটা কতই না সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন। কোন কিছুই যেন কঠিন নয়, কোন কিছুই যেন জটিল নয়। পাহাড়ী ঝর্ণার মতই এটা স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল।

দ্বিতীয়ত একজন লেখককে সব সময় বিষয়টির গভীরে যেতে হবে। তাঁকে সমস্যার গভীরে ঢুকতে হবে, সমাধানে পথ নির্দেশ করতে হবে সব দৃষ্টিকোণ থেকে।

ওপর ওপর শুনে এটুকু বলা যায় যে, নিরপেক্ষতা সব সময়ই শুভার্থে। কিন্তু ঈশ্বরের সব সৃষ্টির মধ্যে মানুষই একমাত্র প্রাণী যে মস্তিষ্ক দ্বারা চালিত হয়। অন্য প্রাণীরা ইন্দ্রিয়ের দাস। আমাদের চিন্তা, আমাদের প্রতিক্রিয়া, যুক্তি ও বোধের দ্বারা প্রভাবিত হয় বলেই প্রকৃতিস্থ ও অপ্রকৃতিস্থের মধ্যে পার্থক্যের রেখা টানা যায়।

গাভাসকারের ব্যাটিং দেখে বোঝা যায়, তার চরিত্রে বিশ্লেষণী ক্ষমতা কতটা আছে। বেশি ব্যাখ্যার মধ্যে না গিয়েও বলা যায় একাত্তর ও সাতাশির ব্যাটসম্যান গাভাসকারের আচরণে আকাশ-পাতাল তফাত এসে গেছে। তাঁর টেকনিক সব সময়ই সময়োপযোগী। এটা তো বলা হয়, এবং তা কিছুটা সত্যও বয়সের সংগে সংগে তাঁর প্রতিবর্তী ক্রিয়া নিম্নগামী। কিন্তু তা বলে কি তাঁর ব্যাটিং একথা প্রমাণ করছে? না, এটাই আমার আসল বক্তব্য।

তৃতীয়ত, একজন লেখকের সাহস থাকা দরকার। যথেষ্ট সাহস। যা সে বিশ্বাস করে, তা লেখার সাহস থাকা চাই। আমার ধারণা, খুব কম লেখকেরই তা আছে। কেউ কেউ তো শারীরিকভাবে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা পোষণ করেন, যা একেবারে অমূলকও নয়। কিন্তু তাদের শোচনীয় পরিণতি একটা সময়ে যাঁদের ভয় করছে তাদের সমর্থনে কলম ধরতে হবে তাঁদের। আর এক ধরনের লেখক আছে, তারা যা লেখে তা বিশ্বাস করে না। লেখে অপরকে ছোট করার জন্য কিংবা নিজেদের বড় প্রমাণিত করার জন্য।

মূল বিষয়ে এবার আসা যাক। সুনীলের শত্রুও কখনও বলতে পারবে না যে, সুনীলের সাহস নেই। এই অবস্থায় যাওয়ার আগে সুনীল সাহসের সাগরে ডুবে উঠবে। আর সেটাই তাঁকে বাকি জীবনের জন্য আলোকিত করবে। মার্শালের হাত থেকে যা ছিটকে আসে, তা শুধু চামড়ার গোলাকার বস্তু নয়, তা সাক্ষাৎ মৃত্যু। সেকেন্ডের ভগ্নাংশে তা অঘটন ঘটিয়ে দিতে পারে। সুনীলকে হাজারবার এরকম মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছে। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছে। চোখ সরায় নি। বরং মৃত্যু তার সামনে থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। মৃত্যুর মৃত্যু ঘটেছে। সুনীল বেঁচে আছে। এই সাহসই সুনীলকে অনেক বড় মাপের মানুষ, হয়ত অনেক বড় মাপের লেখক করে তুলবে।

আমার অবশ্য ধারণা লেখক গাভাসকারকে এখনও আমরা পূর্ণ বিকশিত রূপে পাই নি। আর তার জন্য সময়াভাবই দায়ী। সুনীল নিশ্চয়ই ভারতের কর্মব্যস্ত মানুষদের একজন। অবসর গ্রহণের পর সুনীল অনেক বেশি সময় ধরে লেখায় ব্যস্ত থাকতে পারবে। আর তখনই আমরা লেখক গাভাসকারকে সম্পূর্ণভাবে পাব। সুনীলের লিখে যাওয়া উচিত। ব্যাটসম্যান সুনীলকে যেমন আমাদের প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন লেখক গাভাসকারকে। ব্যাটসম্যান সুনীল আমাদের কখনও হতাশ করে নি। লেখক সুনীলও আমাদের হতাশ না করে প্রত্যাশা পূরণ করবে, এটাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।



টপ কলাস



অম্বর রায়

১৯৬৬-৬৭ সালে মইন-উদ্-দৌলা গোল্ড কাপ টুর্নামেন্টে ভাজির সুলতান একাদশের অধিনায়কত্ব করছি আমি। আমার টীমে তখন একঝাঁক উঠতি খেলোয়াড়। একটু সিনিয়র কেবল বেস্কট, আর বাকিরা কিরমানি, মহিন্দার, সুরিন্দার এবং সুনীল গাভাসকার। বলতে গেলে এর আগে আমি কারর খেলাই দেখিনি। মনে আছে, বৃষ্টি ভেজা পিচে সুনীল যখন ওপেন করতে গেল, বেশ ভয়ই লাগছিল আমার। এত বাচ্চা ছেলে। তাছাড়া তখন ওর অভিজ্ঞতা বলতে কিছুই ছিল না। এমন কি তখনও পর্যন্ত বোম্বাইয়ের হয়েও খেলায় ও ডাক পেত না।

কিন্তু সেদিন ওই বৃষ্টিভেজা পিচে ওর ব্যাটিং টেকনিক দেখে আমি অবাক না হয়ে পারিনি। উইকেটের চারদিকে সুন্দর সুন্দর স্ট্রোক নিয়ে ঝড়ের গতিতে ৪৫টা রান করে ফিরে এল। ঐ একটা ম্যাচ দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতের হয়ে এক তরুণ ক্রিকেটারের প্রবেশ ঘটতে চলেছে। এরপর ১৯৭০ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে টেস্ট খেলার ডাক পেয়ে গেল সুনীল। সেদিন ওয়েস্ট ইন্ডিজগামী দলের ওর নামটা খবরের কাগজে দেখে দারুণ আনন্দ পেয়েছিলাম।

বিশেষত পেস বোলিং-য়ের বিরুদ্ধে অসাধারণ পারফরমেন্সের জনাই সুনীল আজ সারা বিশ্বে একজন টপ ক্লাস ব্যাটসম্যানের স্বীকৃতি পেয়েছে। জানি, অনেকেই হয়ত এ ব্যাপারে একজন ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসাবে ওকে ব্যারি রিচার্ডস ও বয়কটের সঙ্গে তুলনা করতে বলবেন। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমার ধারণা যে, ব্যারি রিচার্ডস টেস্ট ক্রিকেটে সেভাবে পরীক্ষিত না হলেও, ওর জাতটা সুনীলের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভাল। কারণ ওর কিছু প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ ভিডিও ক্যাসেটে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তবে বয়কটও অনেক বড় প্লেয়ার। কিন্তু তুলনায় সুনীলকে একধাপ এগিয়ে রাখা যেতে পারে। একথা ঠিক, রেকর্ড বইয়ের কথা ভাবলে ব্যারি রিচার্ডস বা বয়কট কেউ সানির ধারে কাছে ঘেঁষতে পারবে না।

কিন্তু একটা প্রশ্ন আমাদের ভারতীয়দের মনে সব সময়ই জাগছে। সুনীলের যখন এত সাফল্য, এত রেকর্ড, তাহলে ওকেই কি ভারতের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রিকেটার বলা যেতে পারে?

এ ব্যাপারে অবশ্য কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে। যেমন আগে পেস বোলারদের মারের হাত থেকে ব্যাটসম্যানদের আত্মরক্ষা করার কোন উপায় থাকত না। বিপক্ষ বোলারদের ভয়াবহ বাম্পারের মোকাবিলায় ব্যাটসম্যানরা সব সময় সন্ত্রস্ত থাকতেন। এবং এই ভয়কে সঙ্গে নিয়েই তাঁরা বড় রান করতেন বিপক্ষ দলের বিরুদ্ধে। কিন্তু এখন যুগের পরিবর্তন হয়েছে। এখন ব্যাটসম্যানদের আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য হেলমেট, আর্মগার্ড, থাই গার্ড প্রভৃতি অনেক আধুনিক সরঞ্জামের আমদানি হয়েছে। সুতরাং এখন একজন ব্যাটসম্যান আর কিছুতেই কোন পেস বোলারকে ভয় পায় না। এই ব্যাপারটা ব্যাটসম্যান-দের কাছে বাড়তি সুবিধা এনে দিয়েছে। একথা ঠিক, আগের চেয়ে এখন রান করা অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগে সাধারণত বিপক্ষ বোলাররা কোন ব্যাটসম্যান যে স্ট্রোকে শক্তিশালী, ব্যাটসম্যানকে দিয়ে সেই স্ট্রোক নিতে বাধ্য করেই আউট করতে মজা পেতেন। কিন্তু এখন ব্যাটসম্যানের দুর্বল দিকের কথা ভেবে বোলার বল করে উইকেট পাওয়ার চেষ্টা করে। সুনীল হয়ত টেস্ট ক্রিকেটে দশহাজারের বেশি রান পেয়েছে, তবু সিনিয়র ক্রিকেটারদের মুখে যেটুকু শুনেছি বা জেনেছি, তাতে আমার ধারণা, ভারতের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানের নাম বিজয় মার্চেন্ট। যদিও খুব বেশি টেস্ট ম্যাচ তিনি খেলেন নি। তারপরেই সুনীল।

অধিনায়ক হিসাবে আমি সুনীলকে ওপরের সারিতেই স্থান দিতে চাই। অধিনায়ক হিসাবে ও যথেষ্ট সফলও। টীমের ছেলেদের ও দারুণ কন্ট্রোল করতে পারে। নিজে একজন ভাল টীম ম্যান। দলের সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়ে ও সহ খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরামর্শ করে।

আমি জানি অনেকেই হয়ত পতৌদিকে আরও বড় ক্যাপ্টেন বলবেন। কিন্তু আমার অতটা মনে হয় না। পতৌদি কখনই দলের ব্যর্থতায় সহ খেলোয়াড়দের সঙ্গে কোন রকম আলোচনা পছন্দ করে নি। তার ধারণা ছিল, যারা টেস্ট খেলতে আসছে, তারা সবাই পরিণত, ওদের আবার বোঝাবার কী আছে? কে কেন ভাল খেলতে পারছে না, সেই উপলব্ধিটা নিজের থেকেই আসুক, এটাই পাতৌদি চাইত।

সুনীলের হাতে অসংখ্য শটস্ আছে। তবে ফ্লিক এবং স্কোয়ার কাটটাই সবার সেরা। এখন অবশ্য অনেক স্ট্রোকই ওকে ছেঁটে ফেলতে হয়েছে দলের প্রয়োজনে। ভারত যেখানে ওর পারফরমেন্সের ওপরই সবচেয়ে বেশি নির্ভর করে, তখন ওর পক্ষে ঝুঁকি নিয়ে স্ট্রোক করতে যাওয়া আত্মহননের সমান; যে যাই বলুন না কেন, এ ব্যাপারে আমি পুরোপুরি ওর সমর্থক।

আমার ধারণা মাত্র চারটি গুনই আজ সুনীলকে পৃথিবীর অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যানে পরিণত করেছে। ওর খেলার মধ্যে রয়েছে একাগ্রতা, একগুঁয়ে মনোভাব, ঠিক বলকে মারার জন্য বাছতে পারা এবং স্ট্রোক নেওয়ার ব্যাপারে লোভ সংবরণ করা। এই চারটে গুণের যে কোন দুটি ঠিকভাবে আয়ত্ত করলে সহজেই একজন মিডিওকার ব্যাটসম্যান হওয়া যায়। আর চারটি থাকলে একেবারে সুনীল গাভাসকার।

অনেকে অভিযোগ করেন, সুনীল নাকি দলের জন্য খেলে না, নিজের জন্য খেলে। এসব আজগুবি ধারণা। নিজের জন্য খেললেই দলের জন্য খেলা হয়।

শুধু টেস্ট ম্যাচের জন্য নয়, একদিনের ম্যাচেও সুনীলের থাকা প্রয়োজন ও উইকেটে থাকলে স্কোর বোর্ড সব সময়ই সচল থাকে। তবে ওর ওপর যা দায়িত্ব থাকে, তাতে ওর পক্ষে উল্টোপাল্টা স্ট্রোক নিতে যাওয়া ছেলেমানুষি ছাড়া আর কিছুই নয়।

এখনও এই বয়সে ওর যা ফিটনেস, তাতে আরও কিছুদিন স্বচ্ছন্দে ও খেলা চালিয়ে যেতে পারে।

শুনতে খারাপ লাগলেও, সেইদিন অবশ্যই আসবে, যেদিনের পর থেকে আমরা সুনীল মনোহর গাভাসকার নামক ক্রিকেটারটিকে আর মাঠে নামতে দেখব না। সেই ক্ষণ যত পরে আসে ততই মঙ্গল। সুনীলের বিদায়ের পর ভারতীয় ক্রিকেটে এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হবে না তো?

> 'মাত্র চারটি গুণই আজ সুনীলকে পৃথিবীর অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যানে পরিণত করেছে। ওর খেলার মধ্যে রয়েছে একাগ্রতা, একগুঁয়ে মনোভাব, ঠিক বলকে মারার জন্য বাছতে প্যারা এবং স্ট্রোক নেওয়ার ব্যাপারে লোভ সংবরণ করা। এই চারটে গুণের যে কোন দুটি ঠিকভাবে আয়ত্ব করলে সহজেই একজন মিডিওকার ব্যাটসম্যান হওয়া যায়। আর চারটি থাকলে একেবারে সুনীল গাভাসকার।'

আমি সুনীলের ফ্যান

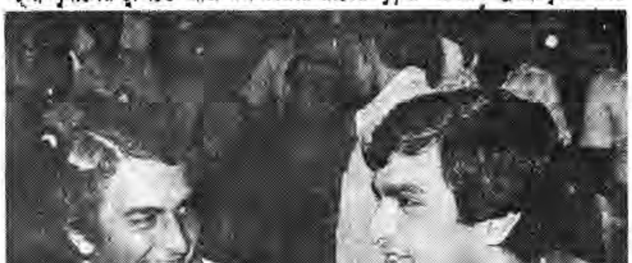
প্রকাশ পাড়ুকোন



আমি ক্রিকেটার নই, অতি-সামান্য এক ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়। এই বিশেষ 'সুনীল গাভাসকার' সংখ্যায় যে অসাধারণ সব লেখা আপনারা পাচ্ছেন, তার মাঝে ক্রিকেটের বাইরের এই অতিথি-লেখককে মেনে নেওয়ার কোন কারণ আপনাদের নেই। এই পাতাটি আপনারা বর্জন করতেই পারেন। তবু আমি লিখছি, আমাকে লিখতেই হবে ভারতগৌরব এক ক্রিকেট নায়ককে নিয়ে, যে আমার অতিপ্রিয় বন্ধু, ঘনিষ্ট পরামর্শদাতা, এবং আমি যার অন্ধ ভক্ত। হ্যাঁ, আমি সুনীল গাভাসকারের ফ্যান – একেবারে আপনাদের অনেকের মতই, বোধহয় কারও কারও চেয়ে বেশিও। কিন্তু কী আশ্চর্য, এই মানুষটিই যে কেন ক্রিকেটের বাইরে তার প্রিয় ক্রীড়াবিদ হিসাবে আমার নাম করে! ব্যাপারটায় আমি গর্বিত ঠিকই, কিন্তু লজ্জিতও তো কম নয়।

বয়সে আমার চেয়ে প্রায় ছয় বছরের বড় হলেও, সুনীল আপাদমস্তক আমার বন্ধুই। ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের বয়স বার তের বছর। বাঙ্গালোর না বোম্বাই নাকি অন্য কোথাও – আমাদের প্রথম পরিচয় ঠিক কোথায় হয়েছিল, আজ আর মনে নেই, কিন্তু এটা মনে আছে, আলাপের মৃদু টুং টাং এর স্তর পেরিয়ে ঘনিষ্টতার অর্কেষ্ট্রা মূর্ছনায় পৌঁছে যেতে আমরা কেউই খুব বেশি সময় নিইনি। কিছু মানুষ থাকে, প্রথম দর্শনেই যাদের ব্যবহার মুগ্ধ করে। সুনীল তেমনই। শুধু বড় ক্রিকেটারই নয়, অসাধারণ মানুষ। এত সাফল্য, এত কীর্তি – তবু অহঙ্কারের চিহ্ন নেই। ক্রীড়ানায়ক হিসাবে ও যেখানে পৌঁছেছে, তার অর্ধেক ক্ষমতাও যদি আমার থাকত, গর্বে মাটিতে পা পড়ত না। আমরা জানি, সাফল্য শত্রু বাড়ায় এবং আমাদের দেশে ঈর্ষাকাতরের অভাব নেই। আমি অবাক হই, তাদের নোংরা শত্রুতাকে অগ্রাহ্য করে ও এমন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে কী করে? নির্বোধ সমালোচনাকেও উপেক্ষা করার জন্য, চাবুকের মত জবাব দেওয়ার জন্য দরকার হয় অসম্ভব মনের জোর, যা গাভাসকারদেরই থাকে, সবার নয়।

গত সতের বছর ধরে যে ব্যাট গোটা বিশ্বকে শাসন করেছে, তার মালিক কত বড় ব্যাটসম্যান, সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য পন্ডিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, পরিসংখ্যানের দিকে তাকালেই উত্তর পাওয়া যায়। বয়কটের রেকর্ড অনেক আগেই চূর্ণ, সুনীলের টুপিতে আজ দশ হাজার রানের সুদৃশ্য পালক। প্রবাদপুরুষ স্যার ডনের শতরানের রেকর্ডও চার বছর আগেই ভূলুণ্ঠিত। সুনীল যথারীতি মহৎ বিজয় দেখিয়ে বলেছে, এটা কোন রেকর্ড নয়। আমি আদৌ একমত নই, এটাও রেকর্ড। একশোবার রেকর্ড, হাজারবার রেকর্ড।



সুনীল গাভাসকারের সঙ্গে প্রকাশ পাড়ুকোন। ছবি: প্রেনিক শেঠ

সুনীলের সঙ্গে যত মিশেছি, ততই অবাক হয়েছি। এই প্রচন্ড বুদ্ধিমান এবং দৃঢ়চেতা যুবকের সংগ্রামী মানসিকতা এবং প্রতিকূলতাকে চূর্ণ করার জেদ আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে, এখনও করে। তবু যে, ওর এত ঘনিষ্ট হয়েও মহৎ গুনগুলির একটিও আয়ত্ব করতে পারিনি, সেজন্য আমার অক্ষমতাই দায়ী।

সবাই জানেন, সুনীল বহুবার বলেওছে, ক্রিকেটের পর অন্য খেলাধুলোর মধ্যে ব্যাডমিন্টনই রয়েছে ওর ভালবাসার তালিকায় সবচেয়ে ওপরে। ওকে বলা যায় নির্ভেজাল ব্যাডমিন্টন প্রেমিক, হাতে সময় ও সুযোগ থাকলে সে সব ব্যাডমিন্টনের আসরেই হাজির থাকতে চায়। এই খেলার সূক্ষ্ম দিকগুলোও অনেকের চেয়ে ভাল বোঝে সুনীল। মাঝেমাঝে আমাকে বলত, 'প্রকাশ, আমি ব্যাডমিন্টন খেললে, তুমি কিন্তু ভারতের এক নম্বর হতে পারতে না।' ঠাট্টা, তবু আমি দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করি, ব্যাডমিন্টন খেললেও ও ভাল নাম করতে পারত। এই খেলাটাও খুব খারাপ খেলে না ও। বহুমুখী প্রতিভা আর কাকে বলে! ওকে আমি শ্রদ্ধা করি শুধু এজন্যই নয় যে, আমার চেয়ে ওর বয়স বেশি। ওর অসাধারণ প্রতিভাও একটা কারণ। এমন অসাধারণ মানুষকে বন্ধু হিসাবে পেলে যে কেউই নিজেকে গর্বিত ও ভাগ্যবান মনে করবে।

কয়েকটা ঘটনা আপনাদের জানাই। অল-ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর অভিনন্দনে প্লাবিত হয়েছিলাম। লন্ডনে বসেই পেয়েছিলাম সুনীলের উজ্জ্বল টেলিগ্রাম! 'ওয়েল ডান, প্রকাশ! তোমার পারফরমেন্স-এ আজ সব ভারতবাসীরই যেন উচ্চতা বেড়ে গেছে।' অনেকক্ষণ টেলিগ্রামটা বুকে চেপে রেখে সুনীলের আন্তরিক ভালবাসার উষ্ণ পরশ নিয়েছিলাম।

একাশিতে পুনরায় মাস্টার্স বোম্বাই থেকে এক সন্ধ্যায় ও হঠাৎ চলে এসে আমাকে এই বলে চমকে দিল: 'প্রকাশ, আমি শুধু তোমার জন্যই এসেছি।' ও ওখানে আমার খেলা দেখল, চিৎকার করে উৎসাহ দিল। তিরাশিতে বোম্বাই-এ একইসঙ্গে চলছিল মাস্টার্স আর টেস্ট-ক্রিকেট। প্রতিদিনই খেলার পর হোটেল ছুঁয়েই সুনীল চলে আসত খেলা দেখতে। আমি জিতলেই অভিনন্দন জানাত। ফাইনালের দিন মর্টেন ফ্রস্টের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগেই ওর কথা মনে পড়েছিল। আগের দিন আমাকে বলেছিল, 'প্রকাশ, তোমার জয় দেখতে চাই। আমার শুভেচ্ছা রইল।' চেষ্টা করেও জিততে পারলাম না। ভেঙে পড়েছিলাম, হঠাৎ ড্রেসিংরুমে পিঠে ছোট্ট ঠেলা। ঘুরে দেখি সুনীল। বলল, 'টেক ইট ইজি প্রকাশ। আর হ্যাঁ, আমি কলকাতা যাচ্ছি, এ বি সি-তে তোমার খেলা দেখতে।' এসেছিল কলকাতায়, অন্য অবাক আদায়ের মত এখানেও ভি আই পি গ্যালারি থেকে চিৎকার করে উৎসাহও দিয়েছিল: 'কাম অন প্রকাশ, ফাইট প্রকাশ ---।'

বোম্বাইতে কোয়ার্টার ফাইনালে যেদিন কুরনিহোকে হারালাম, ড্রেসিংরুমে এসে আমাকে অভিনন্দন জানিয়েই সুনীল আমার হাতে তুলে দিয়েছিল এক কপি আইডলস। খুলে দেখি, প্রথম পাতায় ওর নিজের হাতে লেখা: 'প্রকাশ, উইথ বেস্ট উইশেস ফ্রম আন আরডেন্ট আডমায়ারার।' নির্বাক হয়ে গিয়েছিলাম আমি।

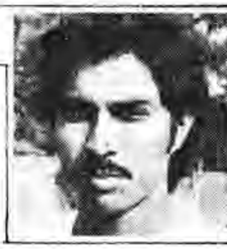
আমার জীবনে সুনীলের সঙ্গে এমন অনেক রোমাঞ্চকর মুহূর্তই ছড়িয়ে রয়েছে। এবং ওর বাড়িতে অফিসে, কিছু জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে কি আশ্চর্য আমারই ছবি। আমি কোপেনহেগেন চলে যাওয়ার পর থেকেই সুনীলের সঙ্গে অনেক কম দেখা হয়। খারাপ লাগে, তবু মনটা ভাল হয়ে যেত, যখন সেখানেও পৌঁছে যেত সুনীলের দারুণ সব চিঠি।

অনেকদিন আগে থেকেই আমি আত্মজীবনী লেখার কথা ভাবছি। কিছু কাজ শুরু করেছি, এবং সুনীলের সঙ্গে পরামর্শ করেছি। অনেক ব্যাপারেই ও আমাকে পথ দেখিয়েছে, ভবিষ্যতেও দেখাবে নিশ্চয়ই। একদিন আমি তুলে রাখব ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট, সুনীল তার ব্যাট। এক সময় আমরা দুজনেই পৌঁছব বার্ধক্যে কিন্তু তখনও আমরা শ্রেষ্ঠ বন্ধুই থাকব, আমি এমনই ভাবতে চাই। বন্ধুর ফ্যান হিসাবে সেদিনও আমি রোমাঞ্চিতই হব।



ডায়েরীর ছেঁড়া পাতা

সুরজিৎ সেনগুপ্ত



না, পারলাম না। এটাই আমার শেষ টেস্ট ছিল। মনে মনে ঠিক করলেও, এখনও সরকারিভাবে বলিনি। কিন্তু সবাই ভাবতে শুরু করেছেন আমি আর টেস্ট খেলছি না। আমায় নিয়ে নানা কথা সবাই নিজের মত করে ভেবে নেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেসব ভাবনার কথা শুনে আমি বেশ আশ্চর্য হই। আমার এক বাঙালী বন্ধুর কাছে রবি ঠাকুরের একটা গল্প শুনেছিলাম। একবার রবি ঠাকুরের এক সংবর্ধনা সভায় প্রধান ব্যবস্থাপক দীর্ঘ বক্তৃতায় তাঁর অসাধারণ কবিপ্রতিভার বিস্তারিত আলোচনার মাঝে 'সোনারতরী' কবিতার ব্যাখ্যা করে শুনিয়েছিলেন। এবং বারবারই 'কবিগুরু বলেছেন' শব্দ দুটি ব্যবহার করেছিলেন। সেই সভায় রবিঠাকুর তাঁর বক্তৃতায় স্বীকার করেছিলেন – সোনারতরী কবিতায় যে এত কিছু তিনি বলেছেন তা তিনি নিজেই জানতেন না। এই প্রসঙ্গে কলকাতা টেস্টের কথা মনে পড়ে গেল। যা বলতে শুরু করেছিলাম তা বলার আগে তাই কলকাতার টেস্ট প্রসঙ্গে দু-একটা কথা বলতে ইচ্ছে করছে।

যে ঘটনাকে ঘিরে আমার কলকাতায় না খেলার রহস্যময় জাল বোনা হল তাতে আমার অপরাধ ছিল বিনা কারণে ইংরেজদের – বিশেষত যাদের দলে গ্রাহাম্ গুচের মতো ওপেনার রয়েছে – তাদের ব্যাটিং প্র্যাক্টিস্ না দেওয়া। তার জন্য হতাশ ও বিরক্ত হওয়ার কথা ইংরেজ অধিনায়ক ও খেলোয়াড়দের। হলও তাই, মাঠে কাগজ পড়ল,কেউ কেউ শুয়েই পড়ল। অবশেষে ইশারায় নাচাতে চাইল কলকাতার আবেগপ্রবন দর্শকদের। ইংরেজদের ইশারায় ভারতীয়দের নাচাবার সাহস আর শক্তি তো সেই '৪৭ সালেই শেষ হয়ে গেছিল। তাই আশির দশকে এ ঘটনা আবার ঘটতে দেখে দুঃখই হল। এসব না ভেবে যদি কলকাতার ক্রীড়াপ্রেমীদের আবেগ প্রবণতার কথাই বিচার করি তা হলে একটা চিন্তা কিছুতেই উড়িয়ে দিতে পারি না। ভারতের অন্যান্য অংশের মতোই কলকাতাতেও কিছু খারাপ লোক আছে। এইসব খারাপ লোকের একটা বড় অংশ বেছে বেছে বিভিন্ন খেলাধুলোর সাথে যুক্ত হয়ে গেছে দেশের অন্যান্য জায়গায়। কিন্তু কলকাতার দর্শকরা অন্যান্যদের থেকে একটা পার্থক্য সর্বদাই বজায় রাখে। খেলাধুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাই একথা স্বীকার করেন। আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না, কলকাতার দর্শকদের আবেগজড়িত উত্তেজনার স্বীকার বারবার খেলোয়াড়রাই কেন হয়! আর তা ছাড়া একটু রূঢ় শোনালেও বলে ফেলাই ভাল – আবেগ যে শুধু দর্শকদেরই থাকবে তারও তো কোনও মানে নেই। আমারও তো থাকতেই পারে। সেদিন খেলার পর আমি হতাশ হয়েছিলাম। আবেগের মাঝেও খেলা ও তার গুরুত্বকে পরিস্থিতির খাতিরে বিবেচনা করে বলে কলকাতার দর্শকদের সুনাম আছে। সেদিন কিন্তু সে সুনামের প্রতি একটুও সুবিচার করা হয় নি। ঢিল বা লেবুর খোসা না হয় অল্প সংখ্যক কিছু দর্শক মেরেছিল। কিন্তু অধিনায়ক হিসাবে আমার সেদিনের সিদ্ধান্ত কেউ-ই মেনে নিতে পারে নি। বিশেষজ্ঞরাও আমার সিদ্ধান্তের বিপক্ষে ছিলেন। বিশেষজ্ঞ সম্পর্কে অবশ্য যত কম বলা যায় ততই ভাল। আমি কিন্তু এখনও আমার সেদিনকার সিদ্ধান্ত নিয়ে গর্ববোধ করি। এ কথাই মনে হয় এবং খারাপ লাগে যে হয়ত শেষ পর্যন্ত ব্যাট করাই ভারতীয় দলের অধিনায়ক হিসাবে উচিত ছিল। যাক্ খেলার শেষে মনে মনে আহত হয়েছিলাম। ক্লান্ত হয়ে বলেছিলাম–আর নয়। তারপর থেকেই শুরু আমার সেই কথার তর্জমা। এক একজন এক একরকম মানে তৈরি করল। শেষ পর্যন্ত আমার অভিমান জেদ্-এ পরিণত হল।

আমি মুখ ফুটে কখনই বলিনি যে,দর্শকদের আচরণেই আমি কলকাতায় না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তবে এটাই সত্যি। কলকাতার দর্শক বলেই বোধহয় এদের প্রতি আমার অভিমান এত গভীর হল। বোম্বাই হলে কী হত জানি না, তবে দেশের অন্য কোনও জায়গায় দর্শকদের ওপর আমার অভিমান বোধহয় এত প্রবল হত না। মাঝ থেকে আমি জীবনে একটা দারুন অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হলাম। ইডেনে যদি 'দশহাজার রান' হত তাহলে ----! কলকাতার দর্শকরা কিছু হারালেন কিনা জানি না। তবে আমি হারালাম একটা দৃশ্য – দশহাজার রান পূর্ণ করে ব্যাট তুলে ইডেনে আমি দাঁড়িয়ে আর সারা স্টেডিয়ামে আশি হাজার মানুষের হাতে মশাল জ্বলছে। কেউ এসে ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাগলামি করতে চাইছে না। গায়ের জামা খুলে উড়িয়ে দিচ্ছে। আনন্দে চোখ দিয়ে জল পড়ছো বহু মানুষের। আর এক যোগে চিৎকার করে বলছে 'লং লিভ্ সুনীল''।

যাক ওসব ভেবে আর লাভ নেই। স্পোর্ট্স্ম্যানকে না পাওয়াটাও হাসিমুখে মেনে নিতে হয়। এই তো শেষ টেস্টের কথা। প্রথম ইনিংসে রান পাইনি বলে কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছিলাম। পিচ্-এর অবস্থা শোচনীয়। অভিজ্ঞ ইকবাল কাসিম লেংথ্ পেয়েছে।। ব্যাটের চারপাশে চারজন ফিল্ডার হাঁ করে দাঁড়িয়ে, ক্যাচের আশায়। তার মধ্যে মিঁয়াদাদের অসভ্যতা। দলের দায়িত্ব কাঁধে চেপে বসল। জীবনের শেষ টেস্ট খেলতে খেলতে প্রথম ম্যাচের কথা মনে পড়ছিল। সেদিনও বোধহয় এমনই চাপ ছিল। ইনিংসটা খেলতে ভালই লাগছিল। জয়ের দিকে এগিয়ে চলেছিলাম। সারা ভারত আমার দিকে তাকিয়ে ছিল, আমি জানতাম। সবাই যখন ধরে নিয়েছে আমি সেঞ্চুরি করছি এবং ম্যাচও আমরা জিতছি তখনও কিন্ত আমি সতর্কই ছিলাম। পিচ্-টা বড্ড খারাপ ছিল কিনা। হঠাৎই ইকবাল কাশিমের সেই বল – আমার খেলা টেস্ট ম্যাচের শেষ বল। ফ্লাইট বুঝে পা বাড়িয়েছি, বল পড়েছে একটু আগে। ব্যাটটা প্রায় দিয়েই ফেলেছিলাম, অতিকষ্টে পায়ের পেছনে লুকিয়েছি। বলটা হঠাৎ অতিরিক্ত লাফা'ন ওই পিচ্-এ সবই সম্ভব। প্যাডের ওপর দিকে লেগে প্রথম স্লিপের দিকে উড়ে গেল বল। ক্যাচ ধরে পাকিস্তানের খেলোয়াড়রা চিৎকার আর হাত-পা ছোঁড়া শুরু করে দিল যা ওরা সারা দিন ধরেই করছিল। তাকিয়ে দেখলাম আম্পায়ারের সেই বিপজ্জনক তর্জনীটা, ধীরে ধীরে ওপরে উঠল।

হঠাৎ বুকের মধ্যে গুলিয়ে উঠল। হাড় পাঁজরের সাথে মিশে সমস্ত অনুভূতিগুলো মুহূর্তে তরলীভূত হল। কান্না হয়ে বেরিয়ে আসতে চাইল। দলের হার, সেঞ্চুরি হাতছাড়া সব মিলিয়ে চোখের সামনে নেমে এল এক বিশাল শূন্যতা। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করল 'আমি আউট হই নি। আমার ব্যাটে বল লাগেনি।' না, আমি পারি নি চিৎকার করে উঠতে। ঠেলে আসা কান্না গলার কাছে ধরে রেখে এক ঢোকে গিলে নিতে হয়েছিল। চোখের ওপর বাস্তব হয়ে দাঁড়িয়েছিল আমার 'ইমেজ'। 'ইমেজ'-কে হাতের মুঠোয় ধরে রেখে ঘটনাকে মেনে নিতে হয়েছিল। মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল কয়েকটা মাত্র শব্দ – ' নাঃ, পারলাম না দেশকে জেতাতে।

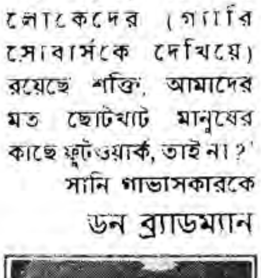
আমি 'জাতীয় ব্যাক্তিত্ব', আমি 'পাব্লিক্ ফিগার', আমার কি ব্যক্তিগত অনুভূতি কিছু থাকতে আছে? আমি কি পারি দুঃখে কেঁদে উঠতে? আমার কি অভিমানী হওয়া সাজে! আমার ক্লান্ত হওয়ার উপায় নেই। এমন কি – ঈশ্বর না করুন – আহত হওয়াও আমার মানায় না। আমার কাজ শুধু এখন অবসর নেওয়া। আমাকে নিয়ে এখন জনগণের এবং বিশেষজ্ঞদের আলোচনা আমাকেঅবসর নেওয়াকে কেন্দ্র করে। জনগণের ইচ্ছা পালন করতে না পারলে কি হেনস্থা হতে হয় তা তো সারাজীবন ধরে দেখেছি। আর পারছি না। বয়স হচ্ছে, ছেলে বড় হচ্ছে, চুলের পাশে পাক ধরেছে। ইমরান বা মার্শালের বিরুদ্ধে লড়াই করতে তবু অসুবিধা হয় না। কিন্তু বিতর্কের সাথে লড়তে আর পারি না। আমি ক্রিকেট বুট তুলে রাখছি, শেষ টেস্ট ম্যাচ খেলে ফেলেছি। বিশ্বকাপ অবধি ওয়ানডে খেলব। দল ফাইনালে উঠলে খুশি যেমন হব, তেমনি পড়ব সমস্যায়। খেলা কলকাতায় কিনা।

অভিমান কিন্তু এখনও বুকে জমাট! সে যাক,অবসর নিলে আর বিতর্ক থাকবে না, দারুন খুশি হবে জনগণ। শুধু একটাই অনুরোধ,অবসরের পর অন্ততঃ নির্বিঘ্নে হাসবার বা কাঁদবার সুযোগ থেকে আমায় বঞ্চিত করবেন না।

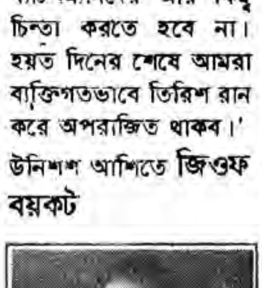
নায়ক সম্পর্কে নায়কেরা



'এই বড়সড় চেহারার লোকেদের (গ্যারি সোবার্সকে দেখিয়ে) রয়েছে শক্তি, আমাদের মত ছোটখাট মানুষের কাছে ফুটওয়ার্ক, তাই না?'
সানি গাভাসকারকে
ডন ব্র্যাডম্যান



'আমি আর সানি কোনও টীমের হয়ে ব্যাটিং শুরু করলে পরের ব্যাটসম্যানদের আর কিছু চিন্তা করতে হবে না। হয়ত দিনের শেষে আমরা ব্যক্তিগতভাবে তিরিশ রান করে অপরাজিত থাকব।'
উনিশশ আশিতে জিওফ বয়কট



'সুনীল গাভাসকারকে আমি জিওফ বয়কটের চেয়ে অনেকবড় ব্যাটসম্যান মনে করি। ওপেনিং ব্যাটসম্যানের কীভাবে খেলা উচিত? আমার উত্তর: গাভাসকারের মত।'
হানিফ মহম্মদ

'ওভাল টেস্টে (১৯৭৯) সানি যে ডাবল সেঞ্চুরি করবে, তা শেষ দিন খেলা শুরুর আগেই আমি মাইক হেনড্রিককে বলেছিলাম। আগের রাতে স্বপ্ন দেখে'ছিলাম, আমি বল করছি এবং স্কোরবোর্ডে একনম্বর ব্যাটসম্যানের পাশে দুশ রান!'

– ইয়ান বথাম

●

'আমার সুচিন্তিত অভিমত এই যে গাভাসকারকে ব্র্যাডম্যানের চেয়ে অনেক কঠিন বোলিংয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে। ....ইংল্যান্ডে সানি প্রচন্ড জনপ্রিয়। ওর সাফল্যে আমরা সকলেই আনন্দিত ও উল্লসিত।'

– রবিন মার্লার

●

'ইয়র্কশায়ারের অনেকে বয়কটকে রাখতে চান, অনেকে চান না। কিন্তু, যদি কখনও ভোট নেওয়া হয়, বোম্বাই গাভাসকারকে চায় কিনা, আমার মনে হয় প্রত্যেকটি ভোটই ওর পক্ষে পড়বে।'

– সিল্ড বেরি

●

'উনিশশ উনআশির ভারত সফরে পাকিস্তান দলে অনেক প্রতিভাবান ক্রিকেটার ছিল। তার ওপর, ওরা খাঁটি পেশাদার। কিন্তু গাভাসকারের অধিনায়কত্বকে ওরা ছোট করে দেখে ঠকেছিল। দুর্দান্ত অধিনায়কত্ব করেছিল সুনীল। ঐ সিরিজে প্রত্যেকটি রণকৌশল নির্ধারিত হয়েছে, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে হোটেলে সুনীলের ঘরে। এবং এই কৌশল বা ক্রিকেটবুদ্ধির সামনে পাকিস্তানের দিক থেকে কোনও উত্তর বা প্রতিরোধ ছিল না।'

– অশোক মানকড়

●

'কিছুদিন ধরে সানি তেমন রান পাচ্ছিল না। কিছু ক্রিকেট পন্ডিত মন্তব্য করেছিলেন, ওর দিন শেষ হয়ে গেছে। এখন আমি সেই পন্ডিতদের মুখ দেখতে চাই।'

– সানির উনত্রিশতম সেঞ্চুরির পর ভিভিয়ান রিচার্ডস

●

'অসংখ্য কীর্তির অধিকারী হিসাবে ডন নিশ্চয় স্মরণীয় থেকে যাবেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, তাঁর অনেকটাই এসেছে পীবলসের মত লেগ স্পিনারদের 'লং হপ' ফ্লিটউড স্মিথের মত স্পিনারদের হাফভলি এবং মিলিটারি গোঁফওয়ালা নিরীহ মিডিয়াম পেসারদের বিরুদ্ধে, যাদের কিছুই প্রমাণ করার ছিল না। ভিভ রিচার্ডসের ক্রসব্যাটের দুঃসাহসী হুক মিড উইকেটে দিয়ে গোলার মতই যায়। ঘন্টায় দুই-একবার বয়কটও ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট দিয়ে চমৎকারভাবেই বল পাঠায়, জাহির আব্বাসের হাতেও আছে সৌন্দর্যময় মসৃন কভার ড্রাইভ। সুনীল কিন্তু এরকম বিশেষ কোন স্ট্রোকে বিশ্বাসী নয়। ও শুধু প্রত্যেক বলেই ঠিক জায়গায় পা নিয়ে গিয়ে ঠিক স্ট্রোকটি নিতে চায়।'

– ফ্রাঙ্ক কীটিং

●

'সেরা ওপেনার? গাভাসকার। তার টেকনিক ক্রিকেটের বই থেকে তুলে আনা। '৭৯-তে ওভালে ওর ২২১ – যুদ্ধোত্তর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইনিংস। খেলতে খেলতে একঘেয়েমি বোধ না করলে, দশ হাজার রান ও করবেই।

– উনিশশো তিরাশিতেই বব উইলিস

●

'পারফেক্ট টেকনিক, দুর্দান্ত কর্তৃত্ব, অনায়াস সৌন্দর্য। না, গ্রীনিজ বা বয়কট নয়, আমার দেখা শ্রেষ্ঠ ওপেনিং ব্যাটসম্যান সুনীল গাভাসকার।

– মাইক ব্রিয়ারলি

আমার মতে, বিশ্বের সর্বকালের সেরা ব্যাটসম্যান স্যার লেন হাটন, যাঁর ব্যাটিং-এ ছিল ব্যালে-নৃত্যের সৌন্দর্য। এই ভদ্রলোক ছাড়া, আর যে কোন ব্যাটসম্যানকেই সানি চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে।'

– ফ্রেড ট্রুম্যান

●

'গ্রেট শব্দটা এখন যেখানে-সেখানে ব্যবহার করা হয়। সানি গাভাসকারকে তাই বলা যায়: গ্রেটেস্ট অফ গ্রেটস। তরুণ ক্রিকেটারদের প্রতি আমার উপদেশ – সানির 'স্টান্স' এবং টেকনিক লক্ষ্য কর। ব্যাট আর প্যাড এত কাছাকাছি থাকে যে, ফাঁকা দিয়ে সূর্যালোকেরও প্রবেশাধিকার নেই। কি ভালই না হত, যদি এই কিংবদন্তীর সময়ে আমি জন্মাতাম।'

– বিজয় হাজারে

●

'বয়কটের রেকর্ড চূর্ণ। সুনীলের রান মাত্র ৮১২২। হাঁ, মাত্র। কারণ এখনও অজস্র রান ও করবে।

তিরাশির ডিসেম্বরে কপিলদেব

●

'স্যার ডনকে আপনারা যে আসনে বসান, সানিকে সেই আসনে বসাতে আমার কোন দ্বিধা তো নেই-ই, বরং সবকিছু ভেবেচিন্তে মনে হয়, সানি আরও বেশি কৃতিত্বই দাবি করতে পারে।'

– ক্লাইভ লয়েড

●

'জাহির, মিয়াঁদাদ, হোচার, রমেশ সাক্সেনা, ব্রিজেশ প্যাটেল – এরা সবাই স্পিনকে ভাল খেলে। কিন্তু সেরা কে? আউট করা অথবা বেঁধে রাখা সবচেয়ে কঠিন? যে কোন স্পিনারেরই উত্তর – গাভাসকার!'

– এরাপল্লী প্রসন্ন

●

'গাভাসকার ছাড়া ওর সমসাময়িক ব্যাটসম্যানদের মধ্যে শুধু গ্রীনিজই হেলমেট ব্যবহার করে না। কিন্তু মনে রাখবেন, গ্রীনিজকে কখনও ওর নিজের দেশের আগুন করানো বোলারদের খেলতে হয়নি।'

– ক্রিকেটার (অস্ট্রেলিয়া)

●

'আমি জানি, শুধু কুকুরকেই ভয় পায় গাভাসকার। একঝাঁক ফাস্ট বোলারদের দিয়ে যখন কাজ হল না, লয়েড কিছু কুকুর মাঠে ছেড়ে দিলেই ভাল করত'।

– তিরাশিতে সানি ২৯-তম শতরান পাওয়ার পর
মারে হেজকক (দ্য অস্ট্রেলিয়ান)

●

'ব্র্যাডম্যানের ২৯টি সেঞ্চুরির রেকর্ড যদি কেউ ভাঙে, একজনই ভাঙবে – গাভাসকার।'

– উনিশশো আশিতেই গ্রাহাম গুচ

●

'ভারতবর্ষের সবচেয়ে সম্পূর্ণ ব্যাটসম্যানের নাম সুনীল গাভাসকার।'

– ফারুক ইঞ্জিনীয়ার

●

'সুনীলের ব্যাটিং-এ আশ্চর্য শিল্প। আমি ওর ফ্যান।'

– বুধি কুন্দরন

'বছরের পর বছর শুধু স্কিল নয়, সুনীল গাভাসকারের স্পোর্টসম্যানশিপও আমাদের মুগ্ধ করেছে।'

– ছিয়াশিতে ওভালে গাভাসকারের হাতে রূপোর রেকাবী তুলে দিয়ে
স্যার ডন ব্রাডম্যান

●

'দক্ষতা, বুদ্ধি, সাহস – এই তিনের বিরল সংমিশ্রণের নামই সুনীল গাভাসকার। ক্রিকেট ইতিহাসে তার সঙ্গে দুই-একজনের বেশি কারও তুলনা করা যায় না। আমি যতদিন বাঁচব, জানার আগ্রহ থাকবেই, অবশিষ্ট জীবনটাও কীভাবে কাটায়।

– রবিন মার্লার

●

'নিষ্ঠা, সাধনা, সততা এবং সতের বছরের ধারাবাহিক পুরস্কার এই দশ হাজার।'

– পলি উম্রিগড়

●

'স্কুল থেকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আমরা একসঙ্গে বেড়ে উঠেছি। সেই প্রিয় বন্ধু যখন দশ হাজার রান করল, আমার আনন্দে দোতলা সমান লাফিয়ে ওঠা ছাড়া কী-ই করার ছিল? সানি পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ওপেনিং ব্যাটসম্যান।

– একনাথ সোলকার

●

'সুনীল যখন প্রথম টেস্টরান করেছিল, ক্রিজে আমিই ছিলাম ওর পার্টনার। আজ ওর দশহাজারতম রানটা দেখলাম টিভি বক্সে বিশেষজ্ঞ ধারাভাষ্যকারের আসন থেকে। না, শব্দের ঢেউ নয়, আজ শুধু অবাক নীরবতাই এই কিংবদন্তীকে সম্মান জানানোর শ্রেষ্ঠ পথ।'

– দশ হাজার রান করার দিন (৭ মার্চ,'৮৭) অশোক মানকড়

●

'সেই একত্তরে প্রথম টেস্ট সিরিজেই বিশাল ক্যারিবিয়ানদের ম্যাচে ছোট্ট সুনীলকে মনে হয়েছিল দানাদার দৈত্য।'

– অশোক মানকড়

●

'এক সময়ে চ্যাপেল, বয়কটদের নাম সুনীলের সঙ্গে উচ্চারিত হত। তারা এখন ইতিহাস। সুনীল উজ্জ্বল বর্তমান। সুনীলের পাশাপাশি ভিভের নাম করা হয়। ভিভ অনেক বেশি দৃষ্টিনন্দন। কিন্তু গড়ার কাজে সুনীল অনেক বড়। সুনীল ভিভের চেয়ে হাজারগুণ বড় ব্যাটসম্যান,আমার মতে সর্বকালের সেরা।

– রবি শাস্ত্রী

●

'আমি অক্ষম, তাই স্বাভাবিকভাবেই ঈর্ষাকাতর। একজন মানুষ কেন দ-শ-হা-জা-র রান করবে? দশ হাজার রান করলে কেউ কি মানুষ থাকে? সে তো স্বয়ং ঈশ্বর। আমি চেয়েছিলাম সুনীল ৯৯৯৯ রান করে থেমে থাক।

– গোপাল বসু

●

'সানশাইন, দশহাজার? আমার স্কুল জীবন থেকে টেস্ট পর্যন্ত সব রান যোগ করলেও কখনও দশ হাজার হবে না।'

– সুনীল গাভাসকারকে কপিলদেব

●

'আমি তো সুনীলের দেশের লোক বলে গর্বিতই। নিশ্চয়ই তারাও গর্বিত, যারা সময় ও সুযোগ পেলেই সুনীলের বিরুদ্ধে কুৎসা রটায়।

– পি কে ব্যানার্জি

●

'খেলাধুলোর দুনিয়ায় এখন আর গর্ব করার মত আমাদের বিশেষ কিছু নেই। শুধু সুনীল গাভাসকারেরসাফল্যেই আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সুযোগ পাই।'

– গুরবক্স সিং

●

'মাস্টার অফ দি মাস্টার্স!

– মুস্তাক আলি

'দশ হাজার! সুনীল গাভাসকার নামক ক্রিকেটিং ফেনোমেনেনের জন্য আমাদের সবারই গর্বিত হওয়া উচিত। যতদিন পারবে, ও দেশের হয়ে খেলুক।

– বোর্ড সভাপতি শ্রীরমন

●

'সানি একটি রান যন্ত্র। – ওজন মাপার মেশিনে মুদ্রা ফেললেই যেমন ছোট্ট কার্ড বেরিয়ে আসে, সানির হাতে ব্যাট দিলেই রান আসে।

অজিত ওয়াদেকার

●

'কেউ যখন দাঁড়াতেই পারছে না, ব্যাঙ্গালোরে কঠিন পিচে স্পিনকে কীভাবে খেলতে হয়, সুনীল গোটা পৃথিবীকে আর একবার শিখিয়ে গেল। জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইনিংসগুলোর তালিকায় সুনীলকে এই ইনিংসটা রাখতেই হবে।'

– এম এল জয়সীমা

●

'ব্যাঙ্গালোরে গাভাসকার যে ইননিংস খেলেছে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। 'গ্রেট' শব্দটাও এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। দুর্ভাগ্যে অভিধানে এমন কোন শব্দ নেই, যা গাভাসকারের এই ইনিংসটার উপযুক্ত বিশেষণ হতে পারে।'

– জাভেদ মিয়াঁদাদ

●

'এই উইকেটে দু-দলের ব্যাটম্যানরাই যেখানে নাজেহাল হয়েছেন, সেখানে তিনশ তেইশ মিনিট ব্যাট করল গাভাসকার। ব্যাঙ্গালোরের এই ভয়ঙ্কর উইকেটে সুনীলের চলাফেরা, মেজাজ, আক্রমণ গড়া এবং রোখা – সবই প্রমাণ করেছে সে কত বড় ব্যাটসম্যান। সংখ্যায় ৯৬, আসলে কিন্তু ডবল সেঞ্চুরির সমান। সন্দেহ নেই, এটা আমার দেখা অন্যতম সেরা ইনিংস।'

– ইমরান খান

●

'ব্যাঙ্গালোরে সানির ইনিংসটা আমার হৃদয় ছুঁয়ে গেছে।'

কপিলদেব

●

'আমার মনে কোন সন্দেহই নেই যে, সানি গাভাসকারই এখন দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান।'

– উনিশশ আটাত্তরেই স্যার গ্যারি সোবার্স

●

'জিওফ বয়কট গোটা মরসুমে যত শট নেয়, ওভাল টেস্টে একটা ইনিংসেই গাভাসকার তার চেয়ে বেশি শট নিয়েছে। দুজনের মধ্যে তুলনা অবান্তর।'

– উনিশশ উনআশিতে মাইক ব্রিয়ারলি

●

'আমার দেখা একজন ওপেনিং ব্যাটসম্যানের সেরা ইনিংস। একমাত্র ডন ব্র্যাডম্যান ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে সানি গাভাসকারের তুলনা করার কথা এই মুহূর্তে ভাবতে পারছি না।'

– উনিশশ উনআশির ওভাল টেস্টে সানির ২২১ রানের ইনিংস প্রসঙ্গে
স্যার লেন হাটন

●

'গাভাসকার ফর্ম হারিয়েছে কিছু সময়ের জন্য। আরও কিছু সেঞ্চুরী ওর ব্যাট থেকে আসবে, সন্দেহ নেই।'

উনিশশ একাশির অস্ট্রেলিয়া
সফরের সময় ববি সিম্পসন

●

'গাভাসকার আর বয়কটের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এই প্রশ্ন ওঠাই উচিত নয়। সুনীল অনেক অনেক বড় ব্যাটসম্যান।'

– জন লিভার

●

'সুনীল গাভাসকার এখন দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান। তারপর ভিভ রিচার্ডস এবং গ্রেগ চ্যাপেল।'

উনিশশ একাশিতে বব উইলিস





'আমি সবসময়েই আমার বিশ্ব ক্রিকেট একাদশে সুনীল গাভাসকারকে রাখব। এমন নিখুঁত ফুটওয়ার্ক, শরীরে ভারসাম্য এবং ব্যাটিংয়ের ছন্দ এসবই ত একজন সাধারণ সাধারণ ব্যাটসম্যানের সঙ্গে একজন বিরাট ব্যাটসম্যানের তফাত বুঝিয়ে দেয়।'

স্যার লেন হাটন



'সুনীল গাভাসকারের মত মনঃসংযোগ কখনও কোন ব্যাটসম্যানের ছিল বলে আমার জানা নেই। কাছাকাছি আছে জিওফ বয়কট।'

মাইক ডেনেস



'গাভাসকার আর বয়কটের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এই প্রশ্ন ওঠাই উচিত নয়। সুনীল অনেক– অনেক বড় ব্যাটসম্যান।'

জন লিভার



'ব্যাটের একেবারে মাঝখানে দিয়ে একটি পরিষ্কার ওভার বাউন্ডারি মারার পর সেই ব্যাটসম্যান নিজেকে ধিক্কার জানাচ্ছে ধৈর্যের অভাবের জন্য – ক্রিকেট মাঠে এই প্রথম এমন ব্যাপার দেখলাম, শুনলাম। গাভাসকারের তুলনা নেই।'
উনআশিতে বোম্বাইয়ে ভারত-ইংল্যান্ড জুবিলি টেস্টের পর
মাইক ব্রিয়ারলি



'এই ইনিংসটিই বলে দিচ্ছে, গাভাসকার একজন বিশ্বমানের ব্যাটসম্যান।'
উনিশশ একাত্তরে লর্ডসে ৫৩ রানের ইনিংস দেখে
ট্রেভর বেইলি



'পিটার মে ছাড়া আর কাউকেই সুনীল গাভাসকারের মত নিখুঁত সোজা ব্যাটে খেলতে আমি দেখিনি।'
টেড ডেক্সটার

'সানি আরও চারবছর অনায়াসে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলতে পারে। ও বিদায় নেওয়ার পর ভারতীয় ক্রিকেটে যে শূন্যতা আসবে, তা পূরণ করা অসম্ভব। এখনকার দুর্ধর্ষ ফাস্ট বোলারদের বিরুদ্ধে দিনের পর দিন ইনিংস শুরু করার ধকলটা ও যেভাবে নিয়েছে, তার তুলনা নেই। বয়কটকেও কিছুদিন টেস্ট ক্রিকেট থেকে দূরে থাকতে দেখা গেছে। সানি কিন্তু কখনও বিশ্রাম বা অব্যাহতি চায়নি।'
তিরাশির ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের সময়
রোহন কানহাই

●

'আমি সবসময়েই গাভাসকারের লোক! জানি, সাংবাদিক হিসাবে এমন অবস্থায় থাকা উচিত নয়। কিন্তু ব্যাপারটা এই রকমই। ছেলেটিকে চোখের সামনে উঠে আসতে দেখেছি যে! আমার মতে, সুনীল সর্বকালের সেরা দশজন ব্যাটসম্যানের একজন।
– কে এন প্রভু

●

'কে বলতে পারে, সিংহের গর্জন কখন শোনা যাবে? সানি রানের মধ্যে ফিরে আসবেই এবং ওর নিজস্ব সুন্দর ও রাজকীয় ভঙ্গিতেই। এজন্য বেশিদিন অপেক্ষা করার দরকার হবে না।'
– প্রুডেনশিয়াল কাপের পর
একনাথ সোলকার

●

'আমি বলি কি, দু-মাস সুনীলের কথা সবাই ভুলে থাকুন। ওকে নিজের মত থাকতে দিন। সেপ্টেম্বর থেকেই হয়ত রানের রোদে আবার মাঠ ভরে যাবে।'
– প্রুডেনশিয়াল কাপের পর বিজয় মার্চেন্ট

●

'সেই ছিয়াত্তরেই সুনীলের সঙ্গে আমি দাবাড়ুদের মিল খুঁজে পেয়েছিলাম, যারা প্রথম চালটা দেওয়ার আগেই পরের পনের ষোলটা চাল ভেবে রাখে।'
– গোপাল বসু

●

'সুনীল গাভাসকারের মত ব্যাটসম্যান যদি কখনও তাচ্ছিল্যের সঙ্গেও আমাকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবত, আমি গর্বিত হতাম।'
– গোপাল বসু

●

'মাঝেমধ্যে আমার মনে হয়, ক্রিকেটে ব্যাটিংয়ের সব রেকর্ড তৈরি হয়েছে বোধহয় সানির ভাঙ্গার জন্যই।'
– কপিলদেব

●

'কোন কিশোর যদি ভবিষ্যতে ওপেনিং ব্যাটসম্যান হতে চায়, আমার মনে হয় তার কোন ক্রিকেটের বই পড়ার বা কোচের পরামর্শ নেবার দরকার নেই। সুনীলের একটা বড় ইনিংসের ফিল্ম কয়েকবার দেখলেই সে সব পেয়ে যাবে।'
– ওয়াসিম রাজা

●

'ভারতবর্ষের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানের নাম সুনীল গাভাসকার। দুর্ভাগ্য, এদেশেরই কিছু লোক সবসময় এই প্রতিভাবান ক্রিকেটারটিকে সমালোচনা করার সুযোগ খোঁজেন। এতে অবশ্য বিস্মিত হবার কিছু নেই। যে বিয়র্ন বর্গ গোটা দুনিয়ায় সম্মানিত ও অভিনন্দিত, নিজের দেশ সুইডেনেই তার সমালোচকের সংখ্যা বেশি। যে লেখকরা এমন ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে অন্যায় সমালোচনা করেন, তাঁদের লেখা ভারতীয় ক্রিকেট-রসিকদের বয়কট করা উচিত।'
সৈয়দ কিরমানি

●

'আমি মনে করি না, স্যার ডনের চেয়ে সুনীলের কৃতিত্ব কিছু কম। স্যার ডন কখনই একসঙ্গে প্রথম সারির চারজন ভয়ঙ্কর ফাস্ট বোলারের বিরুদ্ধে খেলেন নি।'
– সৈয়দ কিরমানি

'ফাস্ট বোলিং কী করে খেলতে হয়, গোটা দুনিয়া তা সুনীলের কাছে শিখতে চায়। হায়, ওরা জানেনা যে, আমাদের দেশে সুনীলের চেয়ে বেশি উপযুক্ত অনেক ব্যক্তি বসে আছেন।'
– একনাথ সোলকার

●

'সানি গাভাসকার সেই মুষ্টিমেয় লোকেদের একজন, যারা নিজেদের রেকর্ডের চেয়ে দেশের সম্মানের কথা অনেক বেশি ভাবে।'
– বিষান সিং বেদি

●

'সুনীল গাভাসকারের ব্যাটিং হল শিল্প, যা বিজ্ঞানের মতই নিখুঁত ও অনিবার্য ব্যাপারে পরিণত'
পাকিস্তানী ভাষ্যকার ইফতিকার আমেদ

●

'ভারতীয় বোলিংয়ের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ পেলে, গাভাসকার আরও অনেক বেশি রান করতে পারত।'
– ফ্রেড ট্রুম্যান

●

'গাভাসকার নিঃসন্দেহে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ওপেনিং ব্যাটসম্যান।'
– উনিশশ আটাত্তরে স্যার ডন ব্র্যাডম্যান

●

'সেঞ্চুরি করার সঙ্গে সঙ্গে, ডাবল সেঞ্চুরির জন্য চেষ্টা শুরু করতে হবে। বোলারদের হাতে অনেক রান তুলে দিতে হবে। এই মনোভাবটা এই টীমে মাত্র একজনের – সুনীল গাভাসকারের আছে। যদিও ভারতীয় দলের সবচেয়ে জুনিয়র ক্রিকেটার সুনীল, সিনিয়র ক্রিকেটাররা ওর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলে ভাল করবে।'
– উনিশশ একাত্তরের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের ঠিক আগে তখনকার নির্বাচন কমিটির সভাপতি বিজয় মার্চেন্ট

●

'সুনীল গাভাসকার ক্রিকেটের অলংকার'
– সানি ঊনত্রিশতম টেস্ট সেঞ্চুরি করার পর ডন ব্র্যাডম্যান

●

অতিরিক্ত আক্রমণাত্মক হবার চেষ্টা করবে না। অতিরিক্ত রক্ষণাত্মকও নয়। আক্রমণ ও আত্মরক্ষার নিখুঁত মিশ্রণকে ভাল ব্যাটিং বলে।'
– ঊনিশশ একাত্তরে সানি গাভাসকারকে স্যার ডন ব্র্যাডম্যান

●

'গাভাসকারের ফর্ম কি পড়তির দিকে? হতেও পারে। কিন্তু ও এত ওপরে উঠেছে যে পড়তেও অনেক সময় লাগবে।'
– বাঙ্গালোরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ২৪তম সেঞ্চুরির পর মনসুর আলি খান পতৌদি

●

'সুনীল গাভাসকার প্রথমে আক্রমণাত্মক ব্যাটসম্যানই ছিল। পরে রক্ষণাত্মক হয়ে পড়ে। না হলে, এতদিনে আঠাশ নয়, আটত্রিশটা টেস্ট সেঞ্চুরি হয়ে যেত।'
– আঠাশতম সেঞ্চুরির পর মনসুর আলি খান পতৌদি

●

'গাভাসকার আর পেলে – এই দুজনকে আমি যেখানে স্থান দিই, আর কোনও ক্রীড়ানায়ককেই দিই না। না, বর্গ, ম্যাকেনরোদেরও নয়। কারণ, ওদের এই ধারাবাহিকতা নেই।'
–সুভাষ ভৌমিক

●

'সুনীল গাভাসকার দুনিয়ার একনম্বর ক্রিকেটার। ওকে গালাগাল দিয়ে কারও কোনও লাভ হবে না।'
– পি কে ব্যানার্জি

●

'ঐ ছোট্ট ছেলেটি একদিন দশ হাজার রান করবেই।'
– এক দশক আগে ক্লাইড ওয়ালকট

নায়কই বলছেন



'তরুণ ইংরেজ ব্যাটসম্যানদের আদর্শ হওয়া উচিত – সুনীল গাভাসকার, ভিভ রিচার্ডস নয়।'

– মাইক ব্রিয়ারলি

•

'এখনও জন্মায়নি, এমন কিছু বোলারকেও হয়ত একদিন সুনীল গাভাসকারের কাছে মার খেতে হবে।'

– উনিশশ বাহাত্তরেই বিজয় মার্চেন্ট

•

'আমার দেখা দুনিয়ার সেরা এগারজনের দলে সুনীল গাভাসকারকে রাখা সম্ভব নয়, কারণ আমি ওকে বড় ইনিংস খেলতে দেখিনি।'

– গ্রেগ চ্যাপেল

•

'দুর্দান্ত নেতৃত্ব। সামনে অনুপ্রেরণার এমন উৎস থাকলে, টীম স্পিরিট গড়ে উঠতে বাধ্য। ফাইনালেও সুনীল দারুণভাবে ব্যবহার করল স্পিনারদের। গোটা দলের মনোবল উঁচু তারে বেঁধে রাখতে ওর ভূমিকা অস্বীকার করার সাধ্য কারও নেই।'

ঐ একই প্রসঙ্গে
অজিত ওয়াদেকার

•

'ভারতের মত ধারাবাহিকভাবে এত বড় ব্যবধানের জয় এবার অন্য দল পায় নি। প্রতি ম্যাচে যেন ভারতের শক্তি বেড়েছে। পুরো কৃতিত্বই সুনীলের। ওর মত অধিনায়ক পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।'

ভারত মিনি ওয়ার্ল্ড কাপ জেতার পর
বিল লরি

•

'এই সাফল্যে গাভাসকারের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ, ব্যাটসম্যান হিসেবে নয়। একটা কথাই প্রমাণিত হয় ক্রিকেটই একমাত্র খেলা যেখানে অধিনায়ক একটি দলকে এগিয়ে দিতে অথবা ভেঙে ফেলতে পারে। এবার গাভাসকার সফল এবং অধিনায়ক হিসেবে এটাই গাভাসকারের সেরা মুহূর্ত। এটা তাঁর প্রাপ্য ছিল এবং গাভাসকার নিজে যা বলেছে তা-ও সত্যি – তার সঙ্গীরা শেষ সময়ে যে উপহার তুলে দিয়েছে, তার চেয়ে বড় বিদায় উপহার আর কিছুই হতে পারে না।'

ভারত মিনি ওয়ার্ল্ড কাপ জেতার পর
মনসুর আলিখান পতৌদি

•

'সুনীল দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অধিনায়ক – একথা দুর্মুখদেরও মেনে নিতে হবে। প্রকাশ্যে না হক, মনে মনে অবশ্যই।'

একনাথ সোলকার

•

'সৈনিকের সঙ্গে সেনাপতির হৃদয়ের বন্ধন একটা জরুরী ব্যাপার। পতৌদি এবং অন্য ক্রিকেটারদের মাঝে কিন্তু একটা দেওয়াল ছিল। গাভাসকারের সময়ে সেই দেওয়ালটাকে চূর্ণবিচূর্ণ হতে দেখেছি আমরা।'

অধিনায়ক গাভাসকার সম্পর্কে
গোপাল বসু

•

'সুনীল গাভাসকারের মত মহান ক্রিকেটারকে যারা সম্মান দিতে পারে না, তাদের আমি ক্রিকেটের শত্রু মনে করি। এদের তালিকায় যদি ভারতের দুই অধিনায়কের (পতৌদি এবং কপিলদেব) নামও থাকে, কিছু করার নেই!'

সন্দীপ পাটিল

•

'এই হচ্ছে গাভাসকার
যে সত্যিকারের মাস্টার
ঠিক একটি দেওয়ালের মত
আমরা গাভাসকারকে আউট করতে পারিনি
একেবারেই পারিনি
জেনে রাখ ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল
গাভাস্কারকে আউট করতেই পারিনি।''

– উনিশ'শ একাত্তরের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের পর রচিত ক্যালিপসো: লর্ড রিলেটর

'আমি নিয়তিতে বিশ্বাস করি। চুয়াত্তরে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এজবাস্টন টেস্টে ব্যাট করতে নামার সময়েই আমার মনে হচ্ছিল, প্রথম বলেই আউট হব। ইনিংসের প্রথম বলটা ছিল আনর্ল্ডের। আউট হয়ে গেলাম। আটাত্তরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ব্যাঙ্গালোর টেস্টে ব্যাট করতে নামার সময় মনে হল, শূন্য রানে আউট হয়ে যাব। ঠিক তাই হতে হল, সিলভেস্টার ক্লার্কের বলে। উনআশিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে লর্ডস টেস্টে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই ইয়ান বথামকে দেখলাম। বথামের দখলে তখন নিরানব্বইটা টেস্ট উইকেট। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আমিই হব ওর শততম শিকার। বাস্তবে অন্য কিছু ঘটেনি।'

– সুনীল গাভাসকার

•

'ভারতের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ পেলে অনেক বেশি রান করতাম, এ কথাটা ঠিক নয়। আমাদের বিশ্ববিখ্যাত স্পিনাররা যখন দক্ষতার শীর্ষে ছিল তখন ভারতের বিরুদ্ধে রান করাই সবচেয়ে কঠিন ছিল।'

– সুনীল গাভাসকার

•

'দিল্লিতে উনত্রিশতম সেঞ্চুরিটা করার পর একজন সাংবাদিক লিখলেন, তেষট্টি রানের মাথায় হোল্ডিংয়ের বল আমার পিছনের পায়ে লাগে এবং ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানরা লেগ বিফোর উইকেটের জোরালো আবেদন করে। আমি নিজেকে মনে মনে বললাম, এই ভদ্রলোক কি এটাও দেখেননি যে বলটা আমার সামনের পায়ে লেগেছে? হয়ত, প্রেস বক্সে থাকলে এরকম ভুল তথ্য দেবার অধিকার জন্মে যায়!'

– সুনীল গাভাসকার

•

'মাইকেল ফেরিরা বলেছেন, আমাকে 'পদ্মভূষণ' খেতাব দেওয়ায় তিনি 'পদ্মশ্রী' প্রত্যাখ্যান করেছেন। ফেরিরার বক্তব্য, আমার চেয়ে তাঁর সাফল্য কোন অংশে কম নয়। আমি ফেরিরার বক্তব্য সমর্থন করি। বিশ্ব বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়া মুখের কথা নয়। তাঁর জন্য আমাদের সকলেরই গর্ববোধ করা উচিত।'

– সুনীল গাভাসকার

•

'ওয়েস্ট ইন্ডিজের মুখোমুখি হলে ব্যাটসম্যানরা যেভাবে খুশি রান চাইলেই হয়ত তুলতে পারত না। কিন্তু আমাদের বোলাররা ওদের আউট করতে পারত। সেভাবেই ম্যাচ জিততাম।'

'ফাইনালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মুখোমুখি হলে জিততে পারতেন'? – এক অস্ট্রেলীয় সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে ভারত অধিনায়ক
সুনীল গাভাসকার

•

'অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত আদৌ ভুল নয়। এই মুহূর্তে ভারতীয় দলে অনেক তরুণ ক্রিকেটার রয়েছে। ভবিষ্যতে তারা দেশকে আরও অনেক সম্মান এনে দেবে। কপিলের বয়স মাত্র পঁচিশ এবং ও সত্তরটা টেস্ট খেলে ফেলেছে। মাত্র বাইশে রবি চল্লিশের বেশি টেস্ট খেলেছে। ওরা দুজনেই ভারতীয় ক্রিকেটকে অনেকদূর টেনে নিয়ে যাবে।'

মিনি ওয়ার্ল্ড কাপে অধিনায়কত্ব থেকে অবসর ঘোষণার পর
সুনীল গাভাসকার

•

'ক্রিকেট এখনও আমার জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, কিন্তু একমাত্র নয়।'

– সুনীল গাভাসকার

•

'ছোটবেলায় আমি ভাবতাম, বোলার হব। স্বপ্ন দেখতাম, আমার বলে রোহন কানহাই ক্ট-বিহাইন্ড হচ্ছেন, পরের বলেই এল বি ডব্লু হচ্ছেন স্যার গ্যারি সোবার্স।'

– সুনীল গাভাসকার



'আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, সমসাময়িক হলে সানি গাভাসকারের বিরুদ্ধে কীভাবে বল করতাম? শুনুন মশাই, আমি স্রেফ স্লিপে দাঁড়িয়ে ওর ব্যাটিং দেখতে চাইতাম। এবং সে ক্ষেত্রে, আমার করার মত কিছু থাকত না।'

কিথ মিলার



'গাভাসকার আসল ক্রিকেট শুরু করেছিল, আমি শেষ করার পর। হি ইজ জিনিয়াস। সর্বকালের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান। ওভালের সেই ২২১! আহা, অবিস্মরণীয়!'

কলিন কাউড্রে



'সুনীল গাভাসকারই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান সানি ইনিংস ওপেন করেছে এমন একটা যুগে যখন ক্রিকেট ইতিহাসের সেরা ফাস্টবোলাররা বলে আগুন ঝরাচ্ছে।'

ববি সিম্পসন

গাভাসকারকে বুঝিয়ে বলা যায় না

মতি নন্দী

লেখক কয়েকজন ক্রিকেটারের ক্ষেত্রে যে বানান ব্যবহার করেছেন, তা খেলায় ব্যবহৃত হয় না। যথা 'ইমরণ' 'কদির', 'গাওস্কার'........। এই লেখায় আমাদের বানানই রাখা হল :
সম্পাদক

ক্রিকেটে সুশিক্ষিত, যুক্তিবাদী, অনাবেগী বিশ্লেষকদের তালিকায় একেবারে উপরের সারিতে আমি ইমরান খানকে স্থান দিই। বাজে কথা বলেন না, বেখেঢেকে, লোকের মন রেখে এখনো পর্যন্ত কিছু বলেছেন বলে জানি না। সদ্য সমাপ্ত সফরকালে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপে বা তাঁর সিন্ডিকেটেও কলামে যা বলেছেন বা লিখেছেন সেগুলি থেকে তো বটেই, সফরে বিশেষ করে টেস্ট ও আন্তর্জাতিক ম্যাচগুলিতে যে যুক্তিপূর্ণ নির্মমতায় নিজের দলটিকে অদলবদল করে সাজিয়েছিলেন তাই থেকে তাঁর চরিত্রের কঠিন ধরনটির ও বাস্তব বিচারবোধ ক্ষমতাটিরও পরিচয় পাওয়া যায়। মুদাস্সার ও কাদিরকে যেভাবে তিনি বসিয়ে রেখেছিলেন, ফাকি, কাশিম ও ইউনিসকে উড়িয়ে এনে যে সাহসে ফাটকা খেলেছিলেন, তাতে ওঁর সম্পর্কে সম্ভ্রম আরও বেড়েছে। বাঙ্গালোর টেস্টে জাফরের মত বোলারকে ম্যাচে এক ওভারও বল করতে দেন নি, নিজেও দ্বিতীয় ইনিংসে একটি বলও করেন নি, মিয়াঁদাদকে দিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ওপেন করালেন, বোলার কাশিমকে পাঁচ নম্বরে তুলে আনলেন – এই ধরনের কাজগুলির পিছনে সক্রিয় ছিল বাস্তববাদী, একটি ইতিমূলক মানসিকতা।

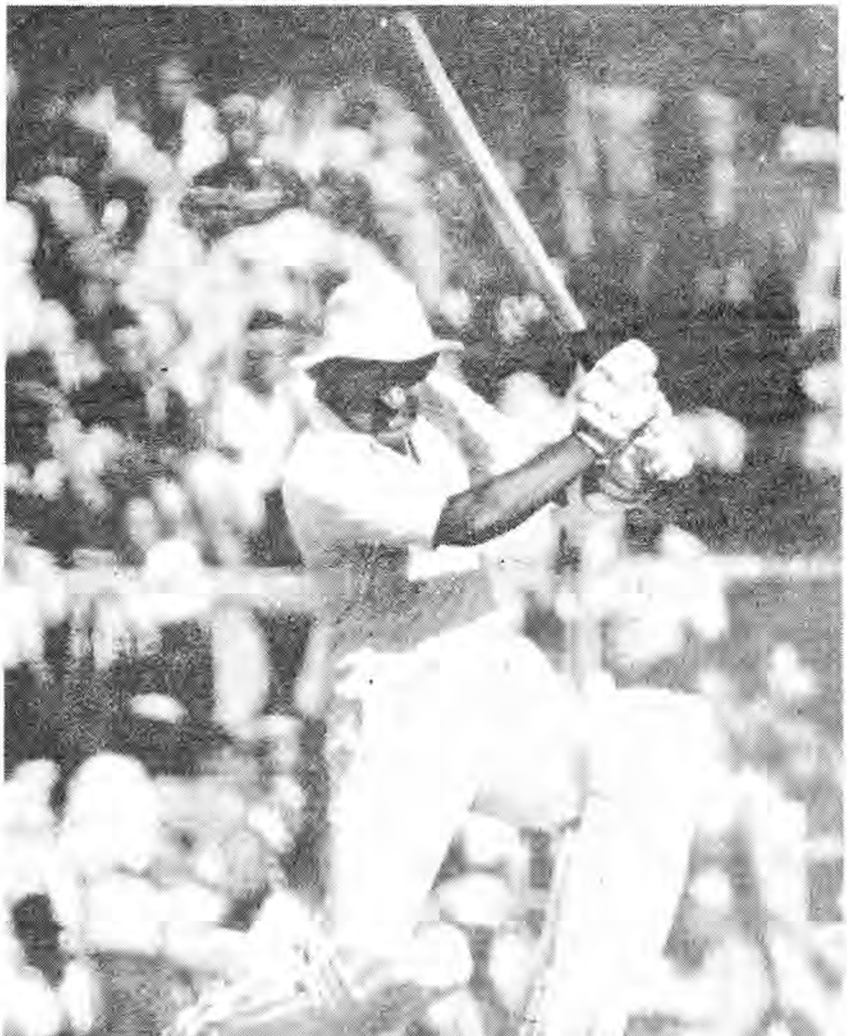
আমি সুনীল গাভাসকার সম্পর্কে লিখতে যাচ্ছি। তার আগে ইমরান সম্পর্কে প্রশস্তিমূলক কথা বলাটা ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়ার মত মনে হলেও, কারণ একটাই। ইমরান কী ভাবেন গাভাসকার সম্পর্কে? আধুনিক ক্রিকেটের এক মস্তিষ্কবান নায়ক, যিনি বহুবার গাভাসকারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন, গাভাসকারের সাফল্য ও প্রতিভাকে তিনি কী ভাবে পরিমাপ করেছেন সেটা জেনে রাখলে ভাল হয়।

সফর শেষ হবার পর, পিছনে তাকিয়ে টেস্ট সিরিজটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ইমরান তাঁর লেখায় এক জায়গায় বলেছেন, "কিন্তু আসল শিক্ষাটা, অবশ্যই, এই উইকেটে (বাঙ্গালোরে) সুনীলকে ব্যাট করতে দেখাটা। ব্যাপারটা আরও কৌতূহলদ্দীপক এই জন্য যে, এইরকম জঘন্য উইকেটে খেলার জন্য প্যাডের থেকে সে বেশিরভাগ সময় ব্যাটই ব্যবহার করেছে। সে যে কত গোছানো ব্যাটসম্যান এই থেকেই তা বোঝা যায়। আমি বলতে বাধ্য, আমার এই বয়সেও অনেক কিছু শিখলাম ওকে লক্ষ্য করে।" লক্ষ কথা খরচ করে গাভাসকারের ব্যাটিং সম্পর্কে স্তুতি জানিয়েও ইমরানের ওই কথাগুলির কাছাকাছি আমি যেতে পারব না।

সংবাদপত্রে সাক্ষাৎকারে ইমরান যা বলেছেন তা জড়ো করলে, এইসব কথা পাওয়া যায় "গ্রেট প্লেয়াররা ব্যতিক্রম এবং সুনীল গাভাসকার তাদেরই একজন। বাঙ্গালোরে দ্বিতীয় ইনিংসে যে ভাবে ব্যাট করল, তাতে আমি বিশ্বাস করি ভারতীয় ক্রিকেটে সুনীলের এখনো অনেক কিছু দেবার আছে। ১৯৭৮ থেকে ওর বিরুদ্ধে খেলছি আর ওর উইকেটটা আমাদের প্রচন্ডভাবে এখনও উদ্দীপিত করে। ওকে আউট করতে হলে সাধারণ পর্যায়ের বাইরে থেকে কিছু একটা টেনে আনতে হয় এবং এখনও। ভারতীয় দলের সবথেকে দামী সম্পত্তি হয়ে সে এখনও রয়েছে। আমার কাছে কোন খেলোয়াড়ের পরীক্ষাটা হয়, চাপের নিচে পড়ে সে কেমন করে খেলছে। সুনীল অতীতেও চমৎকার ভাবে বেরিয়ে এসেছে এবং এখনও তাই করে যাচ্ছে। চাপের মধ্যে থেকে এখনও পারফরমেন্স ওর প্রচন্ড। "প্রত্যেক অসাধারণ ক্রিকেটারকে আমি তারিফ করি, সম্মান জানাই, সুনীল আমার তারিফ ও শ্রদ্ধা পেয়েছে।"

"যে কোন পরিস্থিতিতে, পরিবেশে ওকে আউট করা সবসময়ই কঠিন। ও কখনো কোন ঝুঁকি নেয় না। আমাদের প্রথমদিকের সাক্ষাতে যখন শুধুই জোরে বল করতে গেছি তখন এই ঝুঁকি না নেওয়ার ব্যাপারটাতে আমার কুটকুটুনি হতো। সুনীল যত বেশি সময় থাকে ততই শক্ত ওকে আউট করা এবং এই ব্যাপারটা সম্পর্কে আমি সচেতন।

"১৯৭৯ ওভালে ওর দ্বিশতরানের খেলাটা আমি দেখেছি। প্রকান্ড একটা ব্যাপার, কি চমৎকার হিসেব করে সাজানো আর সুন্দরভাবে সেটা প্রকাশ করা। বাঙ্গালোরের ইনিংসটাকেও ওর সেরাদের একটা ধরা যায়।"



১৯৮১-তে জুবিলি টেস্টে বোম্বাইয়ে অনবদ্য কভার ড্রাইভ।

বাঙ্গালোরে দ্বিতীয় ইনিংসে গাভাসকার ৯৬ রান করেছিলেন, ইনিংস ওপেন করে ৩২৩ মিনিট ক্রিজে থেকে ২৬৬ বল খেলে এবং আটটি বাউন্ডারি মেরে। বাকি দশজনের মধ্যে তিনজন মাত্র দ্বিঅঙ্কের রান করেন – আজহার ২৬, ভেংগসরকার ১৯, বিনি ১৫। অতিরিক্ত ২৭ রান তার মধ্যে ২২ বাই। এতগুলি বাই হবার কারণ তৌসিফ ও কাশিমের বল আচমকা এমন ঘুরেছে ও লাফিয়েছে যে ব্যাটসম্যানরা ফস্কেছেন এবং উইকেটকীপারও। পিচ কেমন ছিল সে বিষয়ে কোন মন্তব্য করার আর দরকার আছে কি?

অধিনায়ক হিসাবে গাভাসকার কেমন? ইমরান বলেছেন, "ভারতীয় দলে সে যে সেরা মস্তিষ্কবান, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি, কপিল যে সেরা চালগুলো দিয়েছিল, সেগুলো সুনীলের বলে দেওয়া। এমন কি প্যাভিলিয়ন থেকে দেখেও আমরা বলে দিতে পারি বিশেষ কোন চালটার পিছনে সুনীল রয়েছে, যে কেউই সুনীলের ক্রিকেট যদি অনুসরণ ও অনুধাবন করে তাহলে ক্রিকেট যে কি ব্যাপার সেটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে এবং সুনীল ক্রিকেট বোঝে। স্যার গ্যারির মত কিছু ক্রিকেট জিনিয়াস আছেন যারা ভাল অধিনায়ক নন। তারা শুধুমাত্র অনুভূতি দ্বারা পরিচালিত হন। সুনীল আলাদা ধরনের।

"সুনীল ডিফেন্সিভ অধিনায়ক, এই ধারণার সঙ্গে আমি একমত নই। এ ব্যাপারে আমার যে অভিজ্ঞতা তাতে দেখেছি সে ততটাই ডিফেন্সিভ যতটা কপিল। অনেক কিছু নির্ভর করে, কী ধরনের বোলিং হাতে রয়েছে তার উপর। আমার মনে হয় না সুনীলের হাতে দারুণ কিছু বোলিং ছিল। অন্তত ১৯৮২-৮৩ পাকিস্তান সফরে ছিল না। সে একজনকে – কপিলকে – দিয়েই শুধু আক্রমণ করাতে পারত। নতুন বলে কপিল শুধু নিজেকে উজাড় করে দিত। তারপর যা হোত, সেটা শুধুই লাইন আর লেংথ। আমার মনে হয়, সুনীল বুদ্ধিমান অধিনায়ক।

ভারতীয় ক্রিকেটে গাভাসকারের অবদান প্রসঙ্গে ইমরান বলেছেন "সুনীল যখন তার কেরিয়ার শুরু করে, তখন ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের সম্পর্কে এই বদনামটা ছিল যে, ফাস্ট বোলিংকে ভয় পায়। সুনীলই একজন যে ফাস্ট বোলিংয়ের সামনে রুখে দাঁড়িয়ে ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য প্রভূত আত্মমর্যাদা এনে দেয়। মনে রাখবেন, শীর্ষ পর্যায়ের ব্যাটসম্যানরা যদি কাঁপতে শুরু করে তাহলে নবীন, উদীয়মান খেলোয়াড়রা আস্থা ভরে খেলতে পারবে না। এই ব্যাপারে সুনীল পথ দেখিয়েছে। এটাই ওর সব থেকে বড় অবদান।"

এ সবই তো হল ভারতীয় ক্রিকেটের পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু বিশ্ব মঞ্চে ওপেনিং ব্যাটসম্যান গাভাসকার সম্পর্কে ইমরান কী ভাবেন? "তার ধরনের সমসাময়িক ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সুনীলই সেরা। বয়কটকে আমি ব্র্যাকেটে সুনীল ধরনের পর্যায়ে যাদের ডিফেন্স চমৎকার ভাবে গোছানো, চাপের মধ্যে সুন্দরভাবে খেলেন এবং যারা বুদ্ধি সহকারে ইনিংস নির্মাণ করেন রাখছি। এই পর্যায়ে সবার শীর্ষে সুনীল। গ্রীনিজকেও হিসেবনিকেশের খুব উঁচুতে স্থান দিই কিন্তু সে আলাদা ধরনের, যেটার মধ্যে আক্রমণাত্মক ব্যাপারটা রয়েছে। সুনীল আক্রমণকে ছিঁড়েখুঁড়ে দিতে হয়তো পারে না কিন্তু ক্রিজ দখল করে থাকে। আর টেস্টে সেটাই তো আপনার দরকার।"

সুনীল সম্পর্কে ইমরানের এই শেষের বিশ্লেষণটি গাভাসকার-ভক্তদের মর্মাহত করবে হয়তো, কিন্তু আমার ধারণায়, কথাটা ঠিক। ভারতীয় ক্রিকেটে গাভাসকার যে উচ্চাসনে এবং একক ভাবে বিরাজ করছেন এবং চিরকাল করে যাবেনও, বিশ্ব ক্রিকেটে কিন্তু দশ হাজার রান ও ৩৪টি সেঞ্চুরি সত্ত্বেও বিস্ময় ও তারিফ ছাড়া শীর্ষ আসনটি পাবেন না। শুধুই পরিমাণ দিয়ে শ্রেণী বিচার হয় না। মাইক গ্যাটিং তাঁর আত্মজীবনী "লিমিটেড ওভারস' গ্রন্থে 'স্বপ্নের ১৩' বাছাই করতে গিয়ে লিখেছেন, "আমার প্রথম খসড়া নির্বাচনে এক নম্বর ব্যাটিং স্থানে সুনীলের নামটা লিখে রাখি। ফাঁকা জায়গায় ফ্লিক গ্র্যান্স, ডিফ্লেকশনের মাস্টার নির্বাচন প্রায় করেই ফেলেছিলাম। তারপর আমি দোনামোনা করে ওর নামটা কেটে ব্যারি রিচার্ডসের নাম বসালাম।"

বলা যেতে পারে, সাদা চামড়ার দিকে ইংরেজদের পক্ষপাতিত্ব তো থাকবেই। কিন্তু দ্বিধা এবং তর্কের উর্ধ্বে গাভাসকারের আসন নয়। তার বহু ভক্ত ডন ব্র্যাডম্যানকেও ওঁর সঙ্গে তুলনা করার জন্য

SEARS ELCOT
TELEVISION
SEARS ELCOT
TELEVISION
Quality product
of the Govt. of Tamil Nadu.
SEARS ELCOT
TELEVISION
SEARS ELCOT
TELEVISION
Eastern Regional Office
CORAL ELECTRONICS (CALCUTTA) PVT. LTD.
12 Sardar Sankar Road
Calcutta-700 026
Phone: 46-7727

একদা টানাটানি করেছিলেন। এতে সবথেকে বেশি লজ্জা পেয়েছিলেন গাভাসকারই। তিনি সর্বাগ্রে ভক্তদের মুখচাপা দিয়ে বলেছিলেন, ব্র্যাডম্যান ৫২ টেস্টে ২৯ সেঞ্চুরি, প্রায় সাত হাজার (৬,৬৯৬) রান আর ৯৯.৯৪ গড় রেখেছেন, আমাকে ওঁর সঙ্গে কখনো তুলনা করবেন না।

না তুলনা হয় না। তবে দুটো কথা বলে রাখি, গাভাসকার ১৬ বছরে ১২৫ টেস্ট খেলেছেন, ব্র্যাডম্যান ২০ বছরে ৫২ টেস্ট। প্রতিটি টেস্ট ওপেনিং ব্যাটসম্যানের দেহে ও মনে যে ভার চাপিয়ে দেয়, সেগুলো যদি জড়ো করে এই দুজনের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে দেখবেন গাভাসকারকে অনেক বেশি চাপ বহন করতে হয়েছে। গাভাসকার গড়ে বছরে ১৩.৩৭ ইনিংস খেলেছেন, ব্র্যাডম্যান বছরে চারটি মাত্র। বোঝা নামিয়ে, হাত-পা ছড়িয়ে জিরিয়ে নেবার অনেক সময় ব্র্যাডম্যান পেয়েছেন, গাভাসকার পান নি। আর একটা কথা, অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের মাঠে ছাড়া ব্র্যাডম্যান আর কোথাও টেস্ট খেলেন নি। গাভাসকারের দশ হাজার এসেছে ক্রিকেট দুনিয়ার সবকটি মাঠের, নানান পরিবেশের ও পরিস্থিতির থেকে। কিঞ্চিৎ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে বলতে ইচ্ছে করে, গাভাসকার যত বৈচিত্র ভরা বোলিংয়ের সম্মুখীন হয়েছেন, ব্র্যাডম্যানের সময়ে কি ততটা ছিল? বডি লাইন? দেহ লক্ষ্য করে দেওয়া, বুকের কাছে লাফিয়ে ওঠা ফাস্ট বল? লয়েডের বোলাররা মুহুর্মুহু তা গাভাসকারকে দিয়েছেন এবং তাই থেকে তিনি আদায় করেছেন ২৭ টেস্টে ২,৭৪৯ রান ও ১৩ সেঞ্চুরি, গড় ৬৫.৪৫। ব্যারি রিচার্ডস কি এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এসেছেন কিংবা গর্ডন গ্রীনিজ?

গ্যাটিং জন্মাবার আগেই লেন হাটন ৭৯ টেস্ট খেলে অবসর নেন। কিছু ক্রিকেট তিনি গত পঞ্চাশ বছরে দেখেছেন। ওভালে গাভাসকারের ২২১ দেখে হাটন লেখেন "টেস্ট ক্রিকেটে আমি অনেক ডাবল সেঞ্চুরি দেখেছি কিন্তু গাভাসকারের এই সুপার্ব ইনিংসটি, তার দলের ইনিংসের শুরুতে নৈরাশ্যকর অবস্থার কথা ধরলে, সবগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হবার মত। খুব কম করে ধরলে, ১৯৩৮ ট্রেন্ট ব্রিজে স্ট্যান ম্যাককেবের ২৩২ এবং লর্ডসে ওয়াল্টার হ্যামন্ডের ডাবল সেঞ্চুরি, যে ইনিংস দুটি শুধু গ্রেট ব্যাটসম্যানরাই সত্যি সত্যি খেলতে পারেন, তাদের সঙ্গে গাভাসকারেরটিকে ব্র্যাকেটে রাখা যায়।"

জীবনে শৃংখলা থাকলে, সংকল্প পূরণের জন্য ধৈর্যবান কঠিন মন থাকলে, বিশ্লেষণ করার মত মস্তিষ্ক থাকলে, তার সঙ্গে টেকনিক ও স্কিপ অর্জনে কষ্ট স্বীকারের ইচ্ছা থাকলে এবং ভাগ্যের সাহায্য পেলে ১২৫ টেস্ট খেলা ও দশ হাজার রান সংগ্রহ করা, অসম্ভব বা অকল্পনীয় কাজ নয়। কথাটা হল, আর কেউ তা পারল না কেন? পারল না যেহেতু উপরোক্ত 'থাকলে' গুলির সমাবেশ একসঙ্গে একজনের মধ্যে এই আধুনিক আমলে ঘটে নি। ব্র্যাডম্যান বা হাটনের মধ্যে সবগুলিই ছিল কিন্তু তাঁদের সময়ে বছরে গড়ে তেরো-চোদ্দটি টেস্ট ইনিংস পাওয়া সম্ভব ছিল না। বয়কটেরই প্রথম দশ হাজারে পৌছনোর সুযোগ ছিল। কিন্তু প্রতিভার দিক থেকে তিনি গাভাসকারের বহু ধাপ তলায় যে কারণে রান সংগ্রহের ধারাবাহিকতা রাখতে পারেন নি। ১২৫ টেস্ট ১৬ বছর ধরে খেলেও ৫১.১২ গড় যে ক্রিকেটার রাখতে পারে তাঁর সম্পর্কে ব্র্যাডম্যান বলেছেন, "ক্রিকেটের অলংকার"। হাটন বলেছেন, "ব্র্যাডম্যানের মত অত ভাল নয় কিন্তু খুবই কাছাকাছি।"

কিথ মিলারকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কিভাবে গাভাসকারকে বল করবেন? বলেছিলেন, "অন্যরা বল করুক, আমি গিয়ে স্লিপে দাঁড়াতাম কলিন কাউড্রে বলেছেন "দুর্ভেদ্য ডিফেন্সে সজ্জিত পকেট সাইজ যুদ্ধজাহাজ এবং আশ্চর্যকর ভাবে বারুদে ঠাসা যত বড় যুদ্ধ তত ভাল পারফরমেন্স।"
রকম উদ্ধৃতি অজস্র দেওয়া যায়। এক সাংবাদিক গাভাসকারকে বাংগালোর টেস্ট চলার সময় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনি সাফল্যের পিছনে কখনও ধাওয়া করেন নি বলছেন, সবটাই যেন স্বপ্ন হল সত্যি জবাবে গাভাসকার বলেন, "কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না যে আমি অত্যন্ত শৃংখলাবদ্ধ জীবন কাটিয়েছি, কেউ প্রশ্ন তুলতে পারবেন না আমার আত্মনিবেদন সম্পর্কে আমি বিশ্বাস করি সংকল্প মানুষকে সাহায্য করে। কিন্তু এতসব কিছু বলা সত্ত্বেও একটা ব্যাপার, এমন একটা কিছু যেন আছে যে ফিনিশিং টাচটা যুগিয়ে দেয়...... এটা যে কি আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না।"

গাভাসকারকেও ঠিক বুঝিয়ে বলা যায়

ADMISSION OPEN FOR MEDICAL DEGREE/DIPLOMA COURSES BY REGULAR AND CORRESPONDENCE. (1987-88)

Approved by the *Council of Alternative Systems of Medicines* (Recognised by the Act XXVI of 1961 Govt of West Bengal Based on Act no.XXI of 1860 and Scientific Institutions Act.1854 Govt.of India.

Courses		Eligibility
Indo. Allopathy	D.I.A.M.	S.F.
	B.I.A.M.	H.S. (Bio)
	M.D.(I.A)	Medical diploma or degree.
Electro Homoeopathy	D.E.C.H.	S.F.
	M.B.E.H	H.S.(Bio)
	M.D.(E.H)	Medical Diploma or Degree.
Bio Chemic	D.B.M.S.	S.F.
	M.B.B.S. (Bio-chem)	H.S.(Bio)
Magneto Therapy	Dip. Mag.	S.F.
Naturopathy	N.D.	S.F.
Flower Remedies	D.B.F.R.	S.F.
	B.B.F.R.	H.S. (Bio)

Forms and Prospectus : Rs.20/-, By post Rs.25/-

MEDICAL REGISTRATION (R.M.P) IS AWARDED ON THE BASIS OF EXPERIENCE.

FORMS RS.10/-, BY POST RS.12/-

THE MEDICAL COLLEGE OF ALTERNATIVE MEDICINES

378 Ganguli Bagan East Road, (Moly Row) Calcutta-84.

Bus Route From : Sealdah 45, 45A, S 14, 218 A, 41/1 A

Bus Route from Howrah 5. & Mini Bus (Baishnabghata)

Working Hours : 10 A.M. to 5 P.M.

WE HAVE NO BRANCH ANY WHERE IN INDIA

Admix



গলি থেকে রাজপথ

শারদ কোটনিশ

সেই স্মৃতি এখনও আমার কাছে উজ্জ্বল। ১৯৫৬। চিকালওয়াদিতে মামার বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে ছয় কিংবা সাত বছরের একটি শিশুকে দেখেছিলাম সারাক্ষণ ছোট্ট খেলনা ক্রিকেট ব্যাট নিয়ে ঘুরছে। মামাতো ভাইদের মুখে শুনেছিলাম, এই শিশুটি নাকি রাতে ঘুমোতেও যায় ক্রিকেট ব্যাট হাতে নিয়ে।

আমার মামা যে বাড়িতে (ভাগীরথীরাই বিল্ডিং) থাকতেন, সেই বাড়িরই অন্য একটি ফ্ল্যাটে থাকতেন মনোহর গাভাসকার। সম্পর্কে তিনি মাধবমন্ত্রীর ভগ্নিপতি। মনোহর গাভাসকার ও মাধবমন্ত্রী – দুজনের সঙ্গেই আমার আলাপ ছিল। মামাতো ভাইদের কাছ থেকে জানলাম, ক্রিকেট পাগল ঐ শিশুটি মনোহর গাভাসকারের পুত্র। মাধবমন্ত্রীর ভাগ্নে। নাম সুনীল। এখনকার জীবন্ত কিংবদন্তী সুনীল গাভাসকারকে আমার সেই প্রথম দেখা। তারপর, গত তিন দশকে ধরে সেই 'শিশু সুনীল' থেকে আজকের 'দশ হাজার রানের মালিক' সুনীল গাভাসকারে পরিণত হঁতে দেখেছি। সুনীলের ক্রীড়াজীবনের নানা ঘটনার সাক্ষী আমি।

সুনীলকে যখন প্রথম দেখি তখনও আমি ক্রীড়া সাংবাদিকতায় আসিনি। এ জি-তে আপার ডিভিশন ক্লার্কের কাজ করি। আমাদের একটি ক্রিকেট দল ছিল, টাইমস শীল্ডে খেলত। আমি ছিলাম এ জি-র ক্রিকেট ক্লাবের সচিব। আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে, আমাদের সেই অফিস দলটি অন্তত ছ'বার মনোহরের দলের মুখোমুখি হয়েছে। মনোহর উইকেট-কীপিং করতেন। দলের নেতৃত্বও করেছেন। সেই সূত্রেই মনোহরের সঙ্গে আমার আলাপ।

যাঁরা সুনীলের আত্মজীবনী 'সানি ডেজ' পড়েছেন, তাঁদের হয়ত আমবিয়ে ভাইদের কথা মনে আছে, যারা গলির ক্রিকেটে সুনীলের সঙ্গী ছিল। ওরাই আমার মাসতুতো ভাই। সেই গলির ক্রিকেটের অনেক কথাই মনে পড়ছে। সেই শিশু বয়সেই আউট হওয়াটা ছিল সুনীলের একেবারেই অপছন্দ। এমনিতে চিকালওয়াদির সেই গলিতে সুনীলই ছিল সেরা ব্যাটসম্যান। তবু, ও যখনই আউট হত, শুরু করে দিত ঝগড়া। ব্যাট বল নিয়ে হাঁটা লাগাত বাড়ির দিকে। সাধারণত: সুনীলের ব্যাট-বলেই খেলা হত। তাই ও বাড়ি চলে যাওয়া মানেই খেলা বন্ধ। সব মিলিয়ে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হত, যাতে ও অনেকক্ষণ ব্যাট করার সুযোগ পেত। গভীর একাগ্রতার সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ ধরে ব্যাট করার মানসিকতা তৈরি ঐ গলির ক্রিকেট থেকেই। আজ সে ক্রিকেটের আলোচিত রাজপথে দাঁড়িয়ে।

উনিশশ বাটের সেই দিনটির কথা এখনও ভুলিনি। পুস্মকর তালিম শীল্ডের ফাইনাল খেলা ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাব বনাম দাদার ইউনিয়নের মধ্যে। ঐ প্রতিযোগিতার সংগঠন কমিটির সচিব হিসাবে আমি মাঠে ছিলাম। খেলা শুরুর আগে ন্যাশনাল সি সি-র তাঁবুর সামনে হাফ-প্যান্ট ও কাউন্টি ক্যাপ পরা দশ বছরের একটি ছেলে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ফেলল। নক্ষত্ররা সবাই ছেলেটির বিরুদ্ধে বল করল। নিখুঁত সব শট নিল সে। একটি বিশেষ স্ট্রোকে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না মাধব মন্ত্রী। খেলার শেষে আবার তাই কয়েকজনকে বল করতে নামতে হল। ছেলেটি ঐ বিশেষ স্ট্রোকটি বারবার নিল। মাধব মন্ত্রী 'সার্টিফিকেট' দেবার পরই থামল। ঐ ছেলেটিই আজকের সুনীল গাভাসকার। সেদিনই মুগ্ধ হয়েছিলাম সুনীলের একাগ্রতা ও আন্তরিকতা দেখে।

এর এক বছর আগেই ক্রীড়া সাংবাদিকতায় আসার চেষ্টা শুরু করেছি। সাধারণত: স্থানীয় স্কুল ও কলেজ লীগের খেলা 'কভার' করতে আমাকে পাঠানো হত। ফ্রি-প্রেস গ্রুপের খেলার পাতায় ঐ সব লীগের খবর গুরুত্ব দিয়ে ছাপানো হত। ১৯৬৩-তে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের সুনীল গাভাসকার প্রায় প্রতিদিনই খবরের মধ্যে ছিল।

স্কুলের প্রথম ম্যাচে সুনীল ৩০ রানে অপরাজিত ছিল। পরের দিন 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া'য় 'জি সুনীল' নাম ছাপা হওয়ায় ওকে দেখেছিলাম হতাশ হতে। আসলে স্কোর শিটে পদবী আগে আর নাম পরে লেখা হত। সেই থেকেই বিপত্তি। পরে, রিপোর্টারকে ক্রিকেটাররা বোঝাতে পরের ম্যাচ থেকে ঐ রকম আর কিছু ঘটেনি।

স্কুল ক্রিকেটে সুনীল যেদিন প্রথম শতরান করল, কাগজে ছাপার জন্য ওর কাছে একটা ছবি চাইলাম। স্কুলের আইডেন্টিটি কার্ড ছাড়া ওর কাছে কোনও ছবি ছিল না। ও কিছুতেই ক্যার্ডটি হাতছাড়া করতে চাইল না। কারণ হিসাবে জানাল, প্রতিদিন কার্ড নিয়ে স্কুলে যাওয়াটাই নিয়ম। পরের দিন কার্ড ছাড়া স্কুলে গিয়ে 'অন্যায়' করতে পারবে না। ওর এক সহ: খেলোয়াড় ব্যাপারটার নিষ্পত্তি ঘটাল। সে আমার সঙ্গে অফিসে এল। ব্লক হওয়ার পর কার্ড নিয়ে সেই রাতেই সুনীলের বাড়িতে পৌঁছে দেয়। সংবাদপত্রে সেই প্রথম সুনীলের ছবি ছাপা হয়।

শুরুর সেইসব দিনগুলোতে সুনীলের ফিল্ডিং ছিল বেশ খারাপ। একবার ঐ জন্য দল থেকে বাদও পড়ে। ঐ জেদটাই সুনীলের ফিল্ডিং উন্নত করতে সাহায্য করে।

৬৫-৬৬ মরসুমই ছিল স্কুলে সুনীলের শেষ বছর। আমার মতে, স্কুল ক্রিকেটে ওর সেরা মরসুমও। নিজেকে আমি সৌভাগ্যবান হিসাবেই চিহ্নিত করতে চাই, সেবার বোম্বাই স্কুল দলের নির্বাচক. ছাড়াও আমি ছিলাম বোম্বাই ও পশ্চিমাঞ্চল স্কুল দলের ম্যানেজার।

যে ঘটনাটি দিয়ে এই প্রতিবেদন শেষ করছি, সেটি হল এইরকম: ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে রনজি ম্যাচ 'কভার' করছিলাম। কিন্তু আমার মন পড়েছিল ইসলাম জিমখানা মাঠে, যেখানে চলছিল কুচবিহার ট্রফির খেলা এরই মধ্যে খবর পেলাম, সেই ম্যাচে সুনীল শতরানের সীমানা পেরিয়ে গেছে। ব্রাবোর্ন থেকে বেরিয়ে চলে গেলাম ইসলাম জিমখানা মাঠে। রনজি নক্ষত্রদের চেয়ে অনেক বেশি উপভোগ্য ব্যাটিং উপহার পেলাম সুনীলের কাছে।

সুনীল সেই ম্যাচে ডাবল সেঞ্চুরি করে এবং প্রথম উইকেটে আনোয়ার কুরেশির সঙ্গে চারশর বেশি রানের রেকর্ড গড়ে। আবার নিজেকে সৌভাগ্যবান হিসাবেই চিহ্নিত করছি, সুনীল 'রেকর্ড' গাভাসকারের জীবনের প্রথম রেকর্ডটির সাক্ষী আমি! আজ সুনীলের ব্যাটে যখন আগুন ঝরে, আমার মনে পড়ে সেইসব দিন, যখন আমার কাছে ছুটতে ছুটতে এসে বলত, 'কোটনিশ সাব, হামনে সেঞ্চুরি বনায়া।'



অন্তঃ কলেজ রহিমতুল্লা ট্রফি প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলে সুনীল গাভাসকার।

টেস্ট ক্রিকেটে ব্যাটসম্যান গাভাসকার

(১৭ মার্চ, ১৯৮৭ পর্যন্ত)

১৯৭০–৭১ ওয়েস্ট ইন্ডিজ (ওয়েস্ট ইন্ডিজে)

স্থান	টেস্ট	ইনিংস			
কুইন্সপার্ক	১	১/২	ক লয়েড ব নরিজা -----৬৫	□□□	------------------- ৬৭*
জর্জ টাউন	২	৩/৪	ক ক্যারু ব সোবার্স --- ১১৬	□□□	------------------- ৬৪*
কেনসিংটন	৩	৫/৬	ক হোল্ডার ব ভো ------ ১	□□□	-------------------১১৭*
পোর্ট অফ স্পেন	৪	৭/৮	ক লুইস ব হলফোর্ড-- ১২৪	□□□	ব শেফার্ড ----------- ২২০

১৯৭১ : ইংল্যান্ড (ইংল্যান্ডে)

লর্ডস	৫	৯/১০	ক অ্যামিস ব প্রাইস ----- ৪	□□□	ক এডরিচ ব গিফোর্ড --৫৩
ওল্ড ট্রাফোর্ড	৬	১১/১২	ক নট ব প্রাইস --------৫৭	□□□	ক নট ব হাটন ---------২৪
ওভাল	৭	১৩/১৪	ব স্নো ------------------ ৬	□□□	এল বি ডব্লু ব স্নো ------ 0

১৯৭২-৭৩ : ইংল্যান্ড (ভারতে)

দিল্লি	৮	১৫/১৬	ক গ্রেগ ব আর্নল্ড --১২	□□□	ক গ্রেগ ব আন্ডারউড --- ৮
কলকাতা	৯	১৭/১৮	ক ওল্ড ব আন্ডারউড --১৮	□□□	এল বি ডব্লু ব ওল্ড ------ ২
মাদ্রাজ	১0	১৯/২0	ক গ্রেগ ব গিফোর্ড -----২0	□□□	(৮) -------------------0*
কানপুর	১১	২১/২২	ক গ্রেগ ব বারকেনশ' --৬৯	□□□	ক ব্যারি উড (পরিবর্ত) ব আন্ডারউড ---------২৪

এক হাজার রান (১০৪৭) ●
টেস্ট–১১ ● ইনিংস–২১ ● অপরাজিত–৪ বার ● শতরান–৪ ●
অর্ধশতরান–৬ ● গড়–৬১.৫৮ ● ক্যাচ–৮।

বোম্বাই	১২	২৩/২৪	ব ওল্ড------------------ ৪	□□□	ক ওল্ড ব আন্ডারউড--৬৭

১৯৭৪ : ইংল্যান্ড (ইংল্যান্ডে)

ওল্ড ট্রাফোর্ড	১৩	২৫/২৬	রান আউট ----------- ১০১	□□□	ক হেনড্রিক ব ওল্ড-----৫৮
লর্ডস	১৪	২৭/২৮	ক নট ব ওল্ড ----------৪৯	□□□	এল বি ডব্লু ব আন্ডারউড ৫
এজবাস্টন	১৫	২৯/৩০	ক নট ব আর্নল্ড 0	□□□	ক নট ব ওল্ড ---------- ৪

১৯৭৪-৭৫ : ওয়েস্ট ইন্ডিজ (ভারতে)

বাঙ্গালোর	১৬	৩১/৩২	ক রিচার্ডস ব হোল্ডার -১৪	□□□	ক মারে ব বয়েস -------- 0
বোম্বাই	১৭	৩৩/৩৪	ব গিবস---------------৮৬	□□□	ক ফ্রেডরিকস্ ব রবার্টস-- ৮

১৯৭৫-৭৬ : নিউজিল্যান্ড (নিউজিল্যান্ডে)

অকল্যান্ড	১৮	৩৫/৩৬	ক টার্নার ব হাওয়ার্থ-- ১১৬	□□□	-------------------৩৫*
ক্রাইস্ট চার্চ	১৯	৩৭/৩৮	ক বার্জেস ব কলিজ ----২২	□□□	ক হাওয়ার্থ ব ডি হেডলি৭১
ওয়েলিংটন	২0	৩৯	ক ওয়াডসওয়ার্থ ব হেডলি -২২	□□□	আহত অবসৃত

১৯৭৫-৭৬ : ওয়েস্ট ইন্ডিজ (ওয়েস্ট ইন্ডিজে)

কেনসিংটন	২১	৪০/৪১	এল বি ডব্লু ব রবার্টস---৩৭	□□□	ক জুমাদিন ব রবার্টস---- ১
পোর্ট অফ স্পেন	২২	৪২	ক মারে ব হোল্ডিং--- ১৫৬	□□□	
পোর্ট অফ স্পেন	২৩	৪৩/৪৪	এল বি ডব্লু ব হোল্ডিং -২৬	□□□	ক মারে ব জুমাদিন --- ১০২

দু'হাজার রান (২০৫৫) ●
টেস্ট–২৩ ● ইনিংস–৪৪ ● অপরাজিত–৫ বার ● শতরান–৮ ●
অর্ধশতরান–১0 ● গড়–৫২.৬৯ ● ক্যাচ–১৬।

বাঙ্গালোর	৫২	৯৫	ক হিলডিচ ব ইয়ার্ডলি -১0	□□□	

পাঁচ হাজার রান (৫০০৭) ●
টেস্ট–৫২ ● ইনিংস–৯৫ ● অপরাজিত–৭ বার ● শতরান–২0 ●
অর্ধশতরান–২২ ● গড়–৫৬.৪৭ ● ক্যাচ–৪৫।

কানপুর	৫৩	৯৬/৯৭	এল বি ডব্লু ব ডাইমক --৭৬	□□□	ক হোয়াটমোর ব ইয়ার্ডলি--১২
দিল্লি	৫৪	৯৮	এল বি ডব্লু ব হিগস-- ১১৫	□□□	
কলকাতা	৫৫	৯৯/১00	এল বি ডব্লু ব হগ ------১৪	□□□	ক হিলডিচ ব ডাইমক --২৫
বোম্বাই	৫৬	১০১		□□□	ক হিউজ ব বর্ডার ---- ১২৩

১৯৭৯-৮0 : পাকিস্তান (ভারতে)

বাঙ্গালোর	৫৭	১০২	ক মিয়াঁদাদ ব কাদির ---৮৮	□□□	
দিল্লি	৫৮	১০৩/১০৪	ক বারি ব সিকান্দার----৩১	□□□	ক বারি ব সিকান্দার----২১
বোম্বাই	৫৯	১০৫/১০৬	ক কাদির ব সিকান্দার --- ৪	□□□	ক জাহির ব কাশিম ----৪৮
কানপুর	৬0	১০৭/১০৮	ব সিকান্দার ------------ ২	□□□	ক মুদাস্সর ব এতেসামুদ্দিন-৮১
মাদ্রাজ	৬১	১০৯/১১0	ক কাশিম ব ইমরান -- ১৬৬	□□□	২৯*
কলকাতা	৬২	১১১/১১২	ক কাশিম ব ইমরান ---৪৪	□□□	ক মিয়াঁদাদ ব ইমরান ---১৫

১৯৭৯-৮0 : ইংল্যান্ড (ভারতে)----[গোল্ডেন জুবিলি টেস্ট]

বোম্বাই	৬৩	১১৩/১১৪	ক টেলর ব বথাম ------৪৯	□□□	ক টেলর ব বথাম ------২৪

১৯৮0-৮১ : অস্ট্রেলিয়া (অস্ট্রেলিয়ায়)

সিডনি	৬৪	১১৫/১১৬	ক মার্শ ব লিলি - 0	□□□	ক মার্শ ব হগ -------- -১0
এডিলেড	৬৫	১১৭/১১৮	ব প্যাসকো--------------২৩	□□□	ক চ্যাপেল ব প্যাসকো ৫

ছ'হাজার রান (৬০০৭) ●
টেস্ট–৬৫ ● ইনিংস–১১৭ ● অপরাজিত–৮ বার ● শতরান–২৩ ●
অর্ধশতরান–২৫ ● গড়–৫৫.১১ ● ক্যাচ–৫৫।

মেলবোর্ন	৬৬	১১৯/১২0	ক হিউজ ব প্যাসকো---১0	□□□	এল বি ডব্লু ব লিলি ৭0

১৯৮0-৮১ : নিউজিল্যান্ড (নিউজিল্যান্ডে)

ওয়েলিংটন	৬৭	১২১/১২২	ব কেয়ার্নস --------------২৩	□□□	ব স্নেডেন---------------১২
ক্রাইস্টচার্চ	৬৮	১২৩	ক স্মিথ ব হেডলি------৫৩	□□□	
অকল্যান্ড	৬৯	১২৪/১২৫	ক স্মিথ ব স্নেডেন ------ ৫	□□□	ক রাইট ব ব্রেসওয়েল --৩৩

১৯৮১-৮২ : ইংল্যান্ড (ভারতে)

বোম্বাই	৭0	১২৬/১২৭	ক টেলর ব বথাম ------৫৫	□□□	ক টেলর ব বথাম ------১৪
বাঙ্গালোর	৭১	১২৮	ক ও ব আন্ডারউড--- ১৭২	□□□	
দিল্লি	৭২	১২৯	ক টেলর ব লিভার -----৪৬	□□□	
কলকাতা	৭৩	১৩0/১৩১	ব আন্ডারউড -----------৪২	□□□	৮৩*
মাদ্রাজ	৭৪	১৩২/১৩৩	ক টেলর ব উইলিস ----২৫	□□□	ক বথাম ব উইলিস ----১১
কানপুর	৭৫	১৩৪	রান আউট -------------৫২	□□□	

১৯৮২ ইংল্যান্ড (ইংল্যান্ডে)

লর্ডস	৭৬	১৩৫/১৩৬	ব বথাম-----------------৪৮	□□□	ক কুক ব উইলিস -----২৪
ওল্ড ট্রাফোর্ড	৭৭	১৩৭	ক ট্যাভারে ব উইলিস--- ২	□□□	

বিশ্বরেকর্ড

সর্বাধিক রান–১০,১২২

●

সর্বাধিক টেস্ট – ১২৫

●

সর্বাধিক ইনিংস – ২১৪

●

সর্বাধিক শতরান – ৩৪

●

সর্বাধিক অর্ধশতরান–৪৫

●

একটানা সবচেয়ে বেশি টেস্টে অংশগ্রহণ – ১০৬

●

সর্বাধিক শতরানের জুটির অংশীদার– ৫৮ (প্রথম–২২, দ্বিতীয়–১৮, তৃতীয়–৮, চতুর্থ–৬, পঞ্চম–২, ষষ্ঠ–১, নবম– ১)

●

একই টেস্টের উভয় ইনিংসে শতরান–৩

●

সর্বাধিক সংখ্যক সমাপ্ত ইনিংসে দলের পক্ষে সর্বোচ্চ রান – ৫৮

●

একমাত্র ব্যাটসম্যান হিসাবে এক ক্যালেন্ডার বছরে সর্বাধিক বার হাজার বা ততোধিক রান করেছেন – ৪ বার

●

১০২৪/১১ টেস্ট–১৯৭৬, ১০৪৪/৯ টেস্ট–১৯৭৮, ১৫৫৫/১৮ টেস্ট –১৯৭৯, ১৩১০/১৮ টেস্ট – ১৯৮৩

●

আবির্ভাব সিরিজে সর্বাধিক রান – ৭৭৪

কিংসটন	২৪	৪৫/৪৬	ব হোল্ডিং ৬৬	□□□	ক জুলিয়েন ব হোল্ডিং ২

১৯৭৬-৭৭ নিউজিল্যান্ড (ভারতে)

বোম্বাই	২৫	৪৭/৪৮	ক কেয়ার্নস ব পেথেরিক ১১৯	□□□	ক বার্জেস ব হেডলি ----১৪
কানপুর	২৬	৪৯/৫০	ব ও'সুলিভান --------৬৬	□□□	ব হেডলি ---------------১৫
মদ্রাজ	২৭	৫১/৫২	ব কেয়ার্নস ২	□□□	স্টা: নীস ব ও'সুলিভান ৪৩

১৯৭৬-৭৭ ইংল্যান্ড (ভারতে)

দিল্লি	২৮	৫৩/৫৪	ক উইলিস ব লিভার ---৩৮	□□□	ক উলমার ব আন্ডারউড৭১
কলকাতা	২৯	৫৫/৫৬	ক ওল্ড ব উইলিস ------ 0	□□□	ব আন্ডারউড ১৮
মদ্রাজ	৩০	৫৭/৫৮	ক ব্রিয়ারলি ব ওল্ড ----৩৯	□□□	ক উলমার ব আন্ডারউড২৪
বাঙ্গালোর	৩১	৫৯/৬০	ক আন্ডারউড ব লিভার ৪	□□□	ক ব্রিয়ারলি ব আন্ডারউড ৫০
বোম্বাই	৩২	৬১/৬২	ক ওল্ড ব আন্ডারউড ১০৮	□□□	ক উইলিস ব আন্ডারউড ৪২

১৯৭৭-৭৮ অস্ট্রেলিয়া (অস্ট্রেলিয়ায়)

ব্রিসবেন	৩৩	৬৩/৬৪	ক কোজিয়ার ব ক্লার্ক ----৩	□□□	ক রিক্সন ব ক্লার্ক ১১৩
পার্থ	৩৪	৬৫/৬৬	ক রিক্সন ব ক্লার্ক ------- ৪	□□□	ব ক্লার্ক ১২৭

তিন হাজার রান (৩০২৩) ● টেস্ট–৩৪ ● ইনিংস–৬৬ ● অপরাজিত–৫ বার ● শতরান–১২ ● অর্ধশতরান–১৪ ● গড়–৪৯.৫৫ ● ক্যাচ–৩০।

মেলবোর্ন	৩৫	৬৭/৬৮	ক রিক্সন ব টমসন------ 0	□□□	ক সার্জেন্ট ব গ্যানন -- ১১৮
সিডনি	৩৬	৬৯	ক রিক্সন ব টমসন-----৪৯	□□□	
এডিলেড	৩৭	৭০/৭১	ক টুহি ব টমসন---------৭	□□□	ক রিক্সন ব কালেন----২৯

১৯৭৮-৭৯ : পাকিস্তান (পাকিস্তানে)

ফয়সলাবাদ	৩৮	৭২/৭৩	ব কাশিম ৮৯	□□□	------------------------৮*
লাহোর	৩৯	৭৪/৭৫	ক মজিদ ব সেলিম ------ ৫	□□□	ক সরফরাজ ব মুস্তাক -১৭
করাচি	৪০	৭৬/৭৭	ক সরফরাজ ব ইমরান১১১	□□□	ক বারি ব সরফরাজ-- ১৩৭

১৯৭৮-৭৯ : ওয়েস্ট ইন্ডিজ (ভারতে)

বোম্বাই	৪১	৭৮/৭৯	ব ক্লার্ক-------- -----২০৫	□□□	ক মারে ব ক্লার্ক --------৭৩
বাঙ্গালোর	৪২	৮০	ক শিবনারায়ণ ব ক্লার্ক -- 0	□□□	
কলকাতা	৪৩	৮১/৮২	ক বাক্কাস ব ফিলিপ ১০৭	□□□	----------------১৮২*

চার হাজার রান (৪০৫৮) ● টেস্ট–৪৩ ● ইনিংস–৮১ ● অপরাজিত–৬ বার ● শতরান–১৭ ● অর্ধশতরান–১৭ ● গড়–৫৪.১০ ● ক্যাচ–৩৯।

মদ্রাজ	৪৪	৮৩/৮৪	ক বাক্কাস ব ফিলিপ --- ৪	□□□	ক মারে ব ক্লার্ক ১
দিল্লি	৪৫	৮৫	ক মারে ব ক্লার্ক ১২০	□□□	
কানপুর	৪৬	৮৬	ক মারে ব মার্শাল ------৪০	□□□	

১৯৭৯ : ইংল্যান্ড (ইংল্যান্ডে)

এজবাস্টন	৪৭	৮৭/৮৮	রান আউট --------------৬১	□□□	ক গুচ ব হেনড্রিক -------৬৮
লর্ডস	৪৮	৮৯/৯০	ক টেলর ব গুচ----------৪২	□□□	ক ব্রিয়ারলি ব বথাম ---৫৯
লীডস	৪৯	৯১	ব এডমন্ডস -------------৭৮	□□□	
ওভাল (৫০ তম টেস্ট)	৫০	৯২/৯৩	ক বেয়ারস্টো ব বথাম--১৩	□□□	ক গাওয়ার ব বথাম -- ২২১ ৪৯০ মি, ৪৪৩ বল, ২১ × ৪

১৯৭৯-৮০ : অস্ট্রেলিয়া (ভারতে)

মদ্রাজ	৫১	৯৪	ক উড ব হগ-----------৫০	□□□	
ওভাল	৭৮		আহত থাকায় ব্যাট করেন নি	□□□	

১৯৮২-৮৩ শ্রীলঙ্কা (ভারতে)

মদ্রাজ	৭৯	১৩৮/১৩৯	ক ডি'মেল ব ডি এস ডি'সিলভা ১৫৫	□□□ (৯)	--৪*

১৯৮২-৮৩ পাকিস্তান (পাকিস্তানে)

লাহোর	৮০	১৪০	ক বারি ব সরফরাজ ৮৩	□□□	

সাত হাজার রান (৭০৩৪) ● টেস্ট–৮০ ● ইনিংস–১৪০ ● অপরাজিত–১০ বার ● শতরান–২৫ ● অর্ধশতরান–৩১ ● গড়–৫৪.১০ ● ক্যাচ–৭৩।

করাচি	৮১	১৪১/১৪২	রান আউট ৮	□□□	ব ইমরান ৪২
ফয়সলাবাদ	৮২	১৪৩/১৪৪	ক সেলিম ব ইমরান----১২	□□□	১২৭*
হায়দরাবাদ	৮৩	১৪৫/১৪৬	ক বারি ব ইমরান --১৭	□□□	ক আন্ড ব কাশিম ৬০
লাহোর	৮৪	১৪৭	এল বি ডব্লু ব ইমরান -- ১৩	□□□-	
করাচি	৮৫	১৪৮/১৪৯	ক বারি ব তাহির ৫	□□□	ব ইমরান ৬৭

১৯৮২-৮৩ : ওয়েস্ট ইন্ডিজ (ওয়েস্ট ইন্ডিজে)

কিংসটন	৮৬	১৫০/১৫১	ক দুজন ব মার্শাল ২০	□□□	ব হোল্ডিং 0
পোর্ট অফ স্পেন	৮৭	১৫২/১৫৩	ক দুজন ব হোল্ডিং ১	□□□	ক দুজন ব গারনার -- -৩২
জর্জটাউন	৮৮	১৫৪	----------------------১৪৭*	□□□	
কেনসিংটন	৮৯	১৫৫/১৫৬	ক দুজন ব হোল্ডিং ২	□□□	ক রবার্টস ব গারনার ---১৯·
অ্যান্টিগুয়া	৯০	১৫৭/১৫৮	ক দুজন ব মার্শাল------১৮	□□□	ক দুজন ব ডেভিস ১

১৯৮৩-৮৪ পাকিস্তান (ভারতে)

বাঙ্গালোর	৯১	১৫৯/১৬০	এল বি ডব্লু ব তাহির- ৪২	□□□	---------------------১০৩*
জলন্ধর	৯২	১৬১	ব আজিম -------৫	□□□	
নাগপুর	৯৩	১৬২/১৬৩	ক মুদাস্সর ব আজিম --১০	□□□	ক মুদাস্সর ব নাজির ---৬৪

১৯৮৩-৮৪ : ওয়েস্ট ইন্ডিজ (ভারতে)

কানপুর	৯৪	১৬৪/১৬৫	ক দুজন ব মার্শাল 0	□□□	ক ডেভিস ব মার্শাল----- ৭
দিল্লি	৯৫	১৬৬/১৬৭	ব গোমস------------ ১২১	□□□	এল বি ডব্লু ব হোল্ডিং -১৫

আট হাজার রান (৮০১৭) ● টেস্ট–৯৫ ● ইনিংস–১৬৬ ● অপরাজিত–১৩ বার ● শতরান–২৯ ● অর্ধশতরান–৩৫ ● গড়–৫২.৩৯ ● ক্যাচ–৭৯।

আমেদাবাদ	৯৬	১৬৮/১৬৯	ক লয়েড ব হোল্ডিং ---৯০	□□□	এল বি ডব্লু ব হোল্ডিং ১
বোম্বাই	৯৭	১৭০/১৭১	এল বি ডব্লু ব মার্শাল---১২	□□□	ক ডেভিস ব মার্শাল----- ৩
কলকাতা	৯৮	১৭২/১৭৩	ক দুজন ব মার্শাল ------- 0	□□□	ক দুজন ব হোল্ডিং----২০
মদ্রাজ	৯৯	১৭৪	----------------------২৩৬*	□□□	

১৯৮৪-৮৫ : পাকিস্তান (পাকিস্তানে)

লাহোর	১০০	১৭৫/১৭৬	ক সেলিম ব আজিম----৪৮	□□□	এল বি ডব্লু ব জালাল --৩৭
ফয়সলাবাদ	১০১	১৭৭	ক ওমর ব কাদির ------৩৫	□□□	

১৯৮৪-৮৫ : ইংল্যান্ড (ভারতে)

বোম্বাই	১০২	১৭৮/১৭৯	ক ডাউনটন ব কাওয়ান্স২৭	□□□	ক গাওয়ার ব কাওয়ান্স-- ৫
দিল্লি	১০৩	১৮০/১৮১	ক ডাউনটন ব এলিসন ১	□□□	ব পোকক ---------------৬৫
কলকাতা	১০৪	১৮২	ক গ্যাটিং ব এডমন্ডস --১৩	□□□	
মদ্রাজ	১০৫	১৮৩/১৮৪	ব ফস্টার ----------------১৭	□□□	ক গ্যাটিং ব ফস্টার ----- ৩
কানপুর	১০৬	১৮৫	ব কাওয়ান্স ------------- ৯	□□□	

আগের রেকর্ড – জর্জ হেডলি ৭০৩, বনাম (ইংল্যান্ড ১৯২৯–৩০)

●

ওপেনার হিসাবে একটি সিরিজে সর্বাধিক রান – ৭৭৪

●

আবার রেকর্ড – ৬৭৭, গ্লেন হার্টন, বনাম ওঃ ইন্ডিজ, ১৯৫৩-৫৪)

●

সবচেয়ে কম সময়ে হাজার রান – ৬টি টেস্টে (৭৮ দিন, ১৬ অক্টোবর থেকে ২ জানুয়ারি, ১৯৭৯)।

●

সর্বাধিক সমাপ্ত ইনিংসে দলের সর্বোচ্চ রান – ৫৮ বার

●

সর্বাধিক একই টেস্টের উভয় ইনিংসে শতরান – ৩ বার (১২৪/২২০– পোর্ট অফ স্পেন, ১৯৭০–৭১। ১১১/১৩৭ – করাচি, ১৯৭৮-৭৯, ১০৭/১৮২* – কলকাতা, ১৯৭৮-৭৯)

●

একমাত্র ক্রিকেটার হিসাবে দুবার পরপর তিনটি ইনিংসে শতরান– (১১৭*, ১২৪ ও ২২০ – ১৯৭০-৭১, ১১১ ও ১৩৭, ২০৫– ১৯৭৮-৭৯)।

●

একমাত্র ব্যাটসম্যান হিসাবে ২টি টেস্ট কেন্দ্রে পরপর চারটি শতরান – (পোর্ট অফ স্পেন– ১৯৭০-৭১/১৯৭৫-৭৬, বোম্বাই– ১৯৭৬-৭৭/

১৯৮৫ : শ্রীলঙ্কা (শ্রীলঙ্কায়)

কলম্বো	১০৭	১৮৬/১৮৭	রান আউট ……51 □□□	ক ডি'মেল ব রত্নায়েক … 0
কলম্বো	১০৮	১৮৮/১৮৯	স্টঃ অমল সিলভা ব রণতুঙ্গে …৫২	□□□ ক অমল সিলভা ব রত্নায়েক ……১৯
ক্যান্ডি	১০৯	১৯০/১৯১	ক অমল সিলভা ব রত্নায়েক৪১ □□□	১৫*

১৯৮৫-৮৬ : অস্ট্রেলিয়া (অস্ট্রেলিয়ায়)

এডিলেড	১১০	১৯২	……১৬৬* □□□	

ন'হাজার রান (৯০০৬) ●
টেস্ট–১১০ ● ইনিংস–১৯২ ● অপরাজিত–১৬ বার ● শতরান–৩১ ● অর্ধশতরান–৩৯ ● গড়–৫১.১৭ ● ক্যাচ–৯৬ ।

মেলবোর্ন	১১১	১৯৩/১৯৪	ব গিলবার্ট ……৬ □□□	ব রীড ৮
সিডনি	১১২	১৯৫	ব হল্যান্ড ……১৭২ □□□	

১৯৮৬ : ইংল্যান্ড (ইংল্যান্ডে)

লর্ডস	১১৩	১৯৬/১৯৭	ক এমবুরি ব ডিলি ……৩৪ □□□	ক ডাউনটন ব ডিলি ……২২
লীডস	১১৪	১৯৮/১৯৯	ক ফ্রেঞ্চ ব প্রিংগল ……৩৫ □□□	ক ফ্রেঞ্চ ব লিভার ……১
বার্মিংহাম	১১৫	২০০/২০১	ব প্রিংগল ……২৯ □□□	ক ফ্রেঞ্চ ব ফস্টার ……৫৪

১৯৮৬-৮৭ : অস্ট্রেলিয়া (ভারতে)

মাদ্রাজ	১১৬	২০২/২০৩	ক জোন্স ব ম্যাথুজ ……৮ □□□	ক জোন্স ব ব্রাইট ……৯০
দিল্লি	১১৭	২০৪	ব গিলবার্ট ……৪ □□□	
বোম্বাই	১১৮	২০৫	ক রিচি ব ম্যাথুজ ……১০৩	

১৯৮৬-৮৭ : শ্রীলঙ্কা (ভারতে)

কানপুর	১১৯	২০৬	ক ওয়েত্তিমুনি ব লেবুয় ১৭৬	
নাগপুর	১২০	২০৭	ক অশোক ডি'সিলভা ব গুরুসিংহে (৫) ……৭৪ □□□	
কটক	১২১	২০৮	এল বি ডব্লু ব রবি রত্নায়েক ৫ □□□	

১৯৮৬-৮৭ : পাকিস্তান (ভারতে)

মাদ্রাজ	১২২	২০৯	ক তৌসিফ ব কাদির - ৯১ □□□	
জয়পুর	১২৩	২১০/২১১	ক মিয়াঁদাদ ব ইমরান ……0 □□□	ক রামিজ ব তৌসিফ ২৪
আমেদাবাদ	১২৪	২১২	এল বি ডব্লু ব ইমরান ……৬৩ □□□	

দশ হাজার রান (১০,০০৫) ●
টেস্ট–১২৪ ● ইনিংস–২১২ ● অপরাজিত–১৬ বার ● শতরান–৩৪ ● অর্ধশতরান–৪৪ ● গড়–৫১.০৪ ● ক্যাচ–১০৭ ।

ব্যাঙ্গালোর	১২৫	২১৩/২১৪	ব তৌসিফ ……২১ □□□	ক রিজওয়ান ব কাসিম ৯৬

বর্তমান রান–১০,১২২ ● টেস্ট–১২৫ ● ইনিংস–২১৪ ● অপরাজিত–১৬ বার ● শতরান–৩৪ ● অর্ধশতরান–৪৫ ● গড়–৫১.১২ ● ক্যাচ–১০৮ ।

দেশে বিদেশে

		টেস্ট	রান	গড়	মোট রান
ওঃ ইন্ডিজের বিরুদ্ধে	ওয়েস্ট ইন্ডিজে	১৩টি	১৪০৪	৭০.২০	২৭৪৯
	ভারতে	১৪টি	১৩৪৫	৬১.১৩	গড় ৬৫.৪৫
পাকিস্তানের বিরুদ্ধে	পাকিস্তানে	১১টি	১০০১	৫৮.৮৮	২০৮৯
	ভারতে	১৩টি	১০৮৮	৫৩.১৪	গড় ৫৬.৪৫
অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে	অস্ট্রেলিয়ায়	১১টি	৯২০	৫১.১১	১৫৫০
	ভারতে	৯টি	৬৩০	৫২.৫০	গড় ৫১.৬৬
ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে	ইংল্যান্ডে	১৬টি	১১৫২	৪১.১৪	২৪৮৩
	ভারতে	২২টি	১৩৩১	৩৫.৯৭	গড় ৩৭.২০
নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে	নিউজিল্যান্ডে	৬টি	৩৯২	৪৩.৫৫	৬৫১
	ভারতে	৩টি	২৫৯	৪৩.১৬	গড় ৪৩.৪০
শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে	শ্রীলঙ্কায়	৩টি	১৮৬	৩৭.২০	৬০০
	ভারতে	৪টি	৪১৪	১০৩.৫০	গড় ৬৬.৬৬

সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি.

টেস্ট	বিপক্ষ দল	সেঞ্চুরি	স্বদেশে	বিদেশে
২৭	ওঃ ইন্ডিজ	১৩	৬	৭
২০	অস্ট্রেলিয়া	৮	৩	৫
২৩	পাকিস্তান	৫	২	৩
৩৮	ইংল্যান্ড	৪	২	২
৯	নিউজিল্যান্ড	২	১	১
৭	শ্রীলঙ্কা	২	২	—
১২৪		৩৪	১৬	১৮

সেঞ্চুরিতে মোট রান ৪৯০৫

সুনীল গাভাসকারের ৩৪টি শতরানে ভারত জিতেছে ৬টি টেস্টে, হেরেছে ৫টিতে। বাকি ২০টি টেস্ট অমীমাংসিত হয়েছে।

কীভাবে আউট হয়েছেন

ক্ট – ১৪১
বোল্ড–৩৩
এল বি ডব্লু – ১৭
(অস্ট্রেলিয়ায়–১, পাকিস্তানে–২, ওঃ ইন্ডিজে–২, ইংল্যান্ড–২ এবং ভারতে মোট ১০ বার এল বি ডব্লু হয়েছেন)
রান আউট –৫
স্টাম্পড – ২

১৯৮

অপরাজিত ১৬

মোট ইনিংস ২১৪

সবচেয়ে বেশিবার আউট হয়েছেন

১ থেকে ৯ (৪৫ বার) এবং ১০ থেকে ২৫ রানের মধ্যে (৪৫ বার)

নড়বড়ে নব্বুই-এ আউট

আউট – ৫ বার।
৯৭ বনাম পাকিস্তান, লাহোর, ১৯৭৮-৭৯,
৯০ বনাম ওঃ ইন্ডিজ, আমেদাবাদ, ১৯৮৩-৮৪,
৯০ বনাম অস্ট্রেলিয়া, মাদ্রাজ, ১৯৮৬-৮৭,
৯১ বনাম পাকিস্তান, মাদ্রাজ, ১৯৮৬-৮৭
৯৬ বনাম পাকিস্তান ব্যাঙ্গালোর, ১৯৮৬-৮৭

বিশ্বরেকর্ডের অংশীদার

একই টেস্টে শতরান ও দ্বিশত রান। (অন্য তিনজন – লরেন্স রো, ডাগ ওয়াল্টার্স ও গ্রেগ চ্যাপেল)

●

তিনটি বিভিন্ন দেশের বিরুদ্ধে ২ হাজারের বেশি রান (অন্যজন – লয়েড)

●

চারটি বিভিন্ন দেশের বিরুদ্ধে হাজারের বেশি রান (অন্যরা – কাউড্রে, বর্ডার ও গ্রেগ চ্যাপেল)

●

তিনটি বিভিন্ন দেশের বিরুদ্ধে প্রথম আবির্ভাবেই শতরান (অন্যরা – কম্পটন ব্যারিংটন, জাহির আব্বাস)।

১৯৭৮-৭৯)

●

সর্বাধিকবার একটি টেস্টের উভয় ইনিংসে সর্বোচ্চ রান – ৫ বার (১২৪/২২০ – পোর্ট অফ স্পেন, ১৯৭০-৭১, ১০১/৫৮ – ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৭৪, ৩৮/৭১ – দিল্লি, ১৯৭৬-৭৭, ৩৯/২৪ – মাদ্রাজ– ১৯৭৬-৭৭, ১২১/১৩৭ – করাচি, ১৯৭৮-৭৯)।

●

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে একটি সিরিজে সর্বাধিক রান – ৭৭৪ (আগের রেকর্ড প্যাটি হেনড্রেন (ইং)– ৬৯৩ রান)

●

একমাত্র ক্রিকেটার যিনি স্বদেশে ও বিদেশে উভয় ক্ষেত্রেই ৫০০০-এর বেশি রান করেছেন।

●

একমাত্র ভারতীয় হিসাবে একটি সিরিজে ৫ বার ৫০০-এর বেশি রান

●

ইনিংস শুরু করে শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকা – ১ বার (১২৭* ফৈজলাবাদ, ১৯৮২-৮৩)।
চেতন চৌহানের সঙ্গে সর্বাধিক টেস্টের ইনিংস শুরু – ৫৯ ইনিংস (৩৬ টেস্ট)

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সর্বাধিক মোট রান – ২৭৪৯, (৩টি দ্বিশত এবং ১৩টি শতরান)

হাজার থেকে দশহাজার

রান	টেস্ট	ইনিংস	স্থান	বিপক্ষ দল
১,০০০	১১	২১	কানপুর	ইংল্যান্ড—[১৯৭২-৭৩]
২,০০০	২৩	৪৪	পোর্ট অফ স্পেন	ওয়েস্ট ইন্ডিজ—[১৯৭৫-৭৬]
৩,০০০	৩৪	৬৬	পার্থ	অস্ট্রেলিয়া—[১৯৭৭-৭৮]
৪,০০০	৪৩	৮১	কলকাতা	ওয়েস্ট ইন্ডিজ—[১৯৭৮-৭৯]
৫,০০০	৫২	৯৫	ব্যাংগালোর	অস্ট্রেলিয়া—[১৯৭৯-৮০]
৬,০০০	৬৫	১১৭	এডিলেড	অস্ট্রেলিয়া—[১৯৮০-৮১]
৭,০০০	৮০	১৪০	লাহোর	পাকিস্তান—[১৯৮২-৮৩]
৮,০০০	৯৫	১৬৬	দিল্লি	ওয়েস্ট ইন্ডিজ—[১৯৮৩-৮৪]
৯,০০০	১১০	১৯২	এডিলেড	অস্ট্রেলিয়া—[১৯৮৫-৮৬]
১০,০০০	১২৪	২১২	আমেদাবাদ	পাকিস্তান—[১৯৮৬-৮৭]

টেস্টে অধিনায়ক গাভাসকারের রেকর্ড

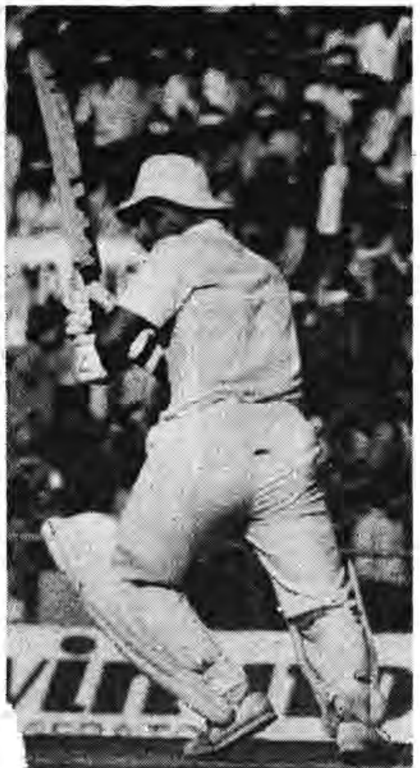
৪৭টি টেস্ট – জয় –৯, অমীমাংসিত –৩০, পরাজয় –৮, সাফল্যের শতকরা হার – ৫১.০৬। অধিনায়ক হিসাবে সাফল্যের শীর্ষে আছেন স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান – ৭৫.০০ (২৪টি টেস্টে জয় ১৫, পরাজয় –৩), সুনীলের স্থান ২১তম। টেস্টে সর্বাধিক সংখ্যক টেস্টে অধিনায়কত্ব করেছেন ক্লাইভ লয়েড (৭৪টি টেস্ট, জয়– ৩৬, অমীমাংসিত –৩৬, পরাজয়–১২)। দ্বিতীয় স্থানে আছেন গ্রেগ চ্যাপেল (৪৮)।

টেস্টে বোলার গাভাসকার

বল	মেডেন	রান দিয়েছেন	উইকেট	গড়	সেরা বোলিং*
৩৬৫	১৪	১৯১	১	১৯১.০০	১/৩৪

বিরল রেকর্ড ভারতীয় রেকর্ড বিচিত্র রেকর্ড বিরল রেকর্ড ভারতীয় রেকর্ড বিচিত্র রেকর্ড বিরল রেকর্ড ভারতীয় রেকর্ড বিচিত্র রেকর্ড বিরল রেক

একমাত্র ব্যাটসম্যান হিসাবে টেস্টে চারটি দ্বিশত রান করেছেন। নিউজিল্যান্ড ছাড়া অন্য সব দেশের বিরুদ্ধে প্রথম উইকেটে রেকর্ড রানের অংশীদার। (অস্ট্রেলিয়া, ওঃ ইন্ডিজ ও ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সংগী চৌহান, শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সংগী অরুণলাল এবং পাকিস্তান বিরুদ্ধে সংগী – শ্রীকান্ত)। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ছাড়া আরও ৩টি দেশের বিরুদ্ধে সর্বাধিক রান করেছেন –(ইংল্যান্ড – ২৪৮৩, পাকিস্তান – ২০৮৯, এবং অস্ট্রেলিয়া – ১৫০০)। রনজি ট্রফিতে গাভাসকারের সর্বোচ্চ রান – ৩৪০ (বনাম বাংলা, ১৯৮১-৮২)।



পরপর ৯টি টেস্টে টসে হারার বিশ্বরেকর্ড আছে গাভাসকারের। শূন্যরান করার ব্যাপারে তাঁর কোন বাড়তি দেশপ্রেম নেই, – স্বদেশে ৬ বিদেশেও ৬। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলাররা যুগযুগ ধরে গাভাসকারের প্রতি অভিশাপ দেবে কারণ টেস্ট খেলতে শুরু (১৯২৮) করার পর থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ-এর বিরুদ্ধে সর্বাধিক সংখ্যক শতরান তাঁরই ১৩টি, (তারমধ্যে ৩টি দ্বিশতরান)। অধিনায়ক হিসেবে জীবনের প্রথম টেস্টেই জিতেছিলেন (নিউজিল্যান্ড, অকল্যান্ড ১৯৭৫-৭৬)। স্লিপ পয়েন্টে ফিল্ডিং করার সময় বথামের মারে পা ভাঙায় ১৯৮২ সালের ওভাল টেস্টের দু ইনিংসেই ব্যাট করেননি। জীবনে মোট ১০টি ইনিংসে ওপেন করেননি। তাঁর ২২০ রান পোর্ট অফ স্পেন মাঠের সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান। চারটি টেস্টে ব্যাটিং ও বোলিং দুটোই শুরু করেছেন। মদ্রাজ, ১৯৭২-৭৩, বোম্বাই ৭৬-৭৭ দুটিই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। মেলবোর্ন ১৯৭৭-৭৮ বনাম অস্ট্রেলিয়া, লাহোর ১৯৭৮-৭৯ বনাম পাকিস্তান।

তিনবার ম্যাচের প্রথম বলেই আউট হয়েছেন। (১) ক নট ব আর্নল্ড ০, বার্মিংহ্যাম ১৯৭৪ (২) কঁ দুজন ব মার্শাল ০, কলকাতা, ১৯৮৩-৮৪ (৩) ক মিয়াঁদাদ ব ইমরান ০, জয়পুর, ১৯৮৬-৮৭। ইনিংসের প্রথম বলেই আউট হয়েছেন মোট ৫ বার। অধিনায়ক হিসাবে নিজের ১৯তম টেস্টে প্রথম পরাজয়ের স্বাদ পান (এ ব্যাপারে বিশ্বরেকর্ড রে ইলিংওয়ার্থ-এর। তিনি নিজের ২০তম টেস্টে ভারতের কাছেই(১৯৭১, ওভাল) পরাজিত হয়েছিলেন। কপিলের জীবনের প্রথম টেস্ট উইকেটের ক্যাচ ধরেছিলেন (সাদিক মহম্মদ, ১৯৭৮-৭৯)। গাভাসকারের শততম ক্যাচের শিকার গাওয়ার (বার্মিংহ্যাম, ১৯৮৬, সেটি ছিল গাভাসকারের ১১৫তম টেস্ট।

একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে সুনীল

৪ এপ্রিল ১৯৮৭ পর্যন্ত

ম্যাচ–৯৯ ● ইনিংস–৯৩ ● অপরাজিত-১১, ●মোট রান–২৭১৬ ● গড়–৩৩.০০ সর্বোচ্চ–৯২* অর্ধশতরান–২৪। বোলিং :– ২০ বল ২৫ রান ১ উইকেট ● গড় ২৫.০০ ● সেরা বোলিং :– ১০–১

টেস্টে : বেশিবার আউট করেছেন যাঁরা

১২ বার – ডেরেক আন্ডারউড (ইংল্যান্ড)। ১১ বার – মাইকেল হোল্ডিং (ওঃ ইন্ডিজ) ও ইমরান খান (পাকিস্তান)। ৮ বার – ইয়ান বথাম (ইংল্যান্ড), ম্যালকম মার্শাল (ওয়েস্ট ইন্ডিজ)। ৬ বার – ক্রিস ওল্ড (ইংল্যান্ড)। ৫ বার– সিলভেস্টার ক্লার্ক (ওয়েস্ট ইন্ডিজ)।

ভারতীয় রেকর্ড

সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান – ২৩৬*, সব দেশের বিরুদ্ধে শতরান, পরপর চারটি টেস্টে শতরান (১৯৭৬/৭৭ এ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১০৮, ১৯৭৭-৭৮এ অস্ট্রেলিয়ায় ১১৩, ১২৭, ও ১১৮)। একটি ম্যাচে সর্বাধিক রান – ৩৪৪, বিদেশে একটি সিরিজে সর্বাধিক রান – ৭৭৪, একদিনে সর্বাধিক রান – ১৭৯ (ওভাল, ১৯৭৯)। অধিনায়ক হিসাবে সর্বাধিক রান – ২০৫ (বোম্বাই, ১৯৭৮-৭৯)। দীর্ঘতম ইনিংস – ১৭২ (৭০৮ মিনিট) (বনাম ইংল্যান্ড, ব্যাংগালোর, ১৯৮১-৮২)। স্বদেশে একটি সিরিজে সর্বাধিক রান ৭৩২ (বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ১৯৭৮-৭৯)। সর্বাধিক ক্যাচ – ১০৮। ভারতের পক্ষে দ্বিতীয় উইকেটের রেকর্ড – ৩৪৪ (সংগী-দিলীপ বেংগসরকার, বনাম ওঃ ইন্ডিজ, কলকাতা ১৯৭৮-৭৯)। সর্বাধিক টেস্ট ম্যাচের অধিনায়কত্ব – ৪৭ (পরপর ২২টি)। সর্বাধিক প্রথম শ্রেণীর শতরান – ৮০টি। বিদেশে সর্বোচ্চ রান – ২২১ (বনাম ইংল্যান্ড, ওভাল ১৯৭৯)।



১৯৭১ সালের ৬ মার্চ পোর্ট অফ
স্পেনে কেনসিংটন ওভাল মাঠে
যখন সুনীল মনোহর গাভাসকার
খেলতে নামছিলেন তখন তাঁর
নামের পাশে তাঁর সংগৃহীত রানের
সংখ্যা ছিল শূন্য। ঠিক ষোল বছর
পর ১৯৮৭ সালের ৭ মার্চ
আমেদাবাদের গুজরাট ক্রিকেট
অ্যাসোসিয়েশনের মাঠে ইজাজ
ফাকির একটি বলকে লেট কাট্
করে যখন দৌড় শেষ করলেন
তখন তাঁর নামের পাশে সংগৃহীত
রানের সংখ্যা দশ হাজার। চমকে
উঠল সারা বিশ্ব।

এ সাফল্য একদিনে আসে নি।
এর জন্য গাভাসকারকে ধৈর্য ধরে
অপেক্ষা করতে হয়েছে দীর্ঘ
ষোল বছর। এই ষোল বছর ধরে
তিনি শুধুই সঞ্চয় করে গেছেন রান
আর রান। গাভাসকার দেখিয়ে
দিলেন সুপরিকল্পিত ভাবে কোন
কাজ করলে সাফল্য আসতে বাধ্য
আমরাও চাই আপনিও আপনার
জীবনকে সুপরিকল্পিত করুন।
সঞ্চয় করুন ভবিষ্যতের জন্য।

টাইমেক্স ফিনান্স অ্যাণ্ড ইনভেস্টমেণ্ট কোম্পানী লিমিটেড

১৯৫৬ ভারতীয় কোম্পানী আইনে নথিভুক্ত একটি নন-ব্যাংকিং সঞ্চয় প্রতিষ্ঠান
৫২, শ্যামবাজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৪
রেজিস্টার্ড নং-৩২৩০৪/স্থাপিত-১৯৭৯

৩৪টি শতরান ।। কোথায় এবং কিভাবে

শতরান সংখ্যা	কততম টেস্টে	রান	বিপক্ষ	স্থান	সিরিজ	সময় (মিনিটে)	বাউন্ডারি	ওভার বাউন্ডারি
১	২	১১৬	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	জর্জটাউন	১৯৭০-৭১	২৭০	১১	—
২	৩	১১৭*		ব্রিজটাউন		৩৪০	১০	১
৩	৪	১২৪		পোর্ট অফ স্পেন		৩৯০	১১	—
৪	৪	২২০				৫১০	২৪	
৫	১৩	১০১	ইংল্যান্ড	ম্যাঞ্চেস্টার	১৯৭৪	৩০০	৮	
৬	১৮	১১৬	নিউজিল্যান্ড	অকল্যান্ড	১৯৭৫-৭৬	৩৬৫	১৫	১
৭	২২	১৫৬	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	পোর্ট অফ স্পেন		৪৮০	১৩	
৮	২৩	১০২				২৪৭	১৩	
৯	২৫	১১৯	নিউজিল্যান্ড	বোম্বাই	১৯৭৬-৭৭	২৬১	২০	
১০	৩২	১০৮	ইংল্যান্ড			৩৪১	১৩	
১১	৩৩	১১৩	অস্ট্রেলিয়া	ব্রিসবেন	১৯৭৭-৭৮	৩২০	১২	
১২	৩৪	১২৭		পার্থ		২৭০	২০	
১৩	৩৫	১১৮		মেলবোর্ন		৩৪৫	১২	
১৪	৪০	১১১	পাকিস্তান	করাচি	১৯৭৮-৭৯	৩৫৭	১৫	
১৫	৪০	১৩৭				৩১৫	২০	
১৬	৪১	২০৫	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	বোম্বাই		৩৯৮	২৯	২
১৭	৪৩	১০৭		কলকাতা		৩১৫	১৮	
১৮	৪৩	১৮২*				৩৯৯	১৯	
১৯	৪৫	১২০		দিল্লি		৩৪৪	১৮	
২০	৫০	১২১	ইংল্যান্ড	ওভাল	১৯৭৯	৪৯০	২১	
২১	৫৪	১১৫	অস্ট্রেলিয়া	দিল্লি	১৯৭৯-৮০	৩২৯	১৭	১
২২	৫৬	১২৩		বোম্বাই		৩০০	১৭	
২৩	৬১	১৬৬	পাকিস্তান	মাদ্রাজ		৫৯৩	১৫	১
২৪	৭১	১৭২	ইংল্যান্ড	বাংগালোর	১৯৮১-৮২	৭০৮	২১	
২৫	৭৯	১৫৫	শ্রীলংকা	মাদ্রাজ		৩৯৯	২৪	১
২৬	৮২	১২৭*	পাকিস্তান	ফয়সলাবাদ	১৯৮২-৮৩	৪৩৭	১৯	
২৭	৮৮	১৪৭*	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	জর্জটাউন		৩৩০	১৭	১
২৮	৯১	১০৩*	পাকিস্তান	বাংগালোর	১৯৮৩-৮৪	২৩৯	১০	
২৯	৯৫	১২১	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	দিল্লি		২২৪	১৫	২
৩০	৯৯	২৩৬*		মাদ্রাজ		৬৪৪	২৩	
৩১	১১০	১৬৬*	অস্ট্রেলিয়া	এডিলেড	১৯৮৫-৮৬	৫৫১	১৬	
৩২	১১২	১৭২		সিডনি		৫১৩	১৯	
৩৩	১১৮	১০৩		বোম্বাই	১৯৮৬-৮৭	৩০২	১১	
৩৩	১১৮	১০৩		বোম্বাই	১৯৮৬-৮৭	৩০২	১১	
৩৪	১১৯	১৭৬	শ্রীলংকা	কানপুর		৫০৬	২২	

ঘরে ঢোকার আগে আরতি, ঐ যে ছবিতে কালো টিপ

'সুনীল আমাদের কাছে ঈশ্বরের উপহার'

দেবাশিস দত্ত

'শুভাকাঙ্ক্ষী, পরিচিতরা সবাই বলতেন, আপনার এই ছেলের পেছনেই একদিন গোটা পৃথিবী পাগলের মত ছুটবে। আমি বিশ্বাস করতাম না। এই উচ্চতায় পৌছনোর স্বপ্ন আমি কোনদিনও দেখিনি। অনেকে বলেন, ঈশ্বর প্রদত্ত প্রতিভা। আমি জানি না। ঈশ্বর কি কোনদিন ক্রিকেট খেলেছেন? ও এই জায়গায় পৌঁছেছে নিজের চেষ্টায়। তবে একটা কথা আমি বলি – সুনীল আমাদের কাছে ঈশ্বরের উপহার।' থামলেন মনোহর কেশব গাভাসকার। বয়স ৬৩, একমুখ দাড়ি। দাদারের ছোট্ট ফ্ল্যাটে ঐ তিনি বসে আছেন সাধারণ একটি জামা এবং পাজামা পরে। আজ্ঞে হাঁা, এই ভদ্রলোকই সানি গাভাসকারের গর্বিত পিতা।

'২০ মার্চ সন্ধ্যায়, দাদারের আকাশ চিরে সামান্য ঝিরঝিরে বৃষ্টি। জানালা খোলা। চমৎকার মৃদু বাতাসের স্পর্শ ঘরের মধ্যেও। স্মৃতির সোনালী মোড়ক সযত্নে খুলছিলেন মনোহর গাভাসকার। 'দাদারের এই বাড়িতে এসেছি সাতষট্টির ৭ ডিসেম্বর। কোয়েলিতে সেদিন প্রচন্ড ভূমিকম্প হয়েছিল। তারিখটা তাই স্পষ্ট মনে আছে। প্রায় কুড়ি বছর হয়ে গেল। এ বাড়িতেই আমাদের সঙ্গে সুনীলও অনেকদিন ছিল। দাঁড়ান, সুনীলের মাকে ডাকি, আমার অনেক কথা মনে পড়বে না।'

সোফায় এসে বসলেন মীনাল গাভাসকার, ১৯৪৯-এর ১০ জুলাই, যাঁর কোল আলো করে এসেছিলেন সানি। ঘর ভর্তি উপহার। রাশি রাশি ট্রফি কাপ, মেডেল, মানপত্র----। সব সানির পাওয়া। না, নায়কের ওরলির ফ্ল্যাটে একটিও পুরস্কার নেই। ওগুলির নিরাপদ আশ্রয় – দাদারের ফ্ল্যাটে। রোজ সকালে উঠে 'গরবিনী মাতার প্রথম এবং প্রধান কাজ, ওগুলো পরিষ্কার করা।

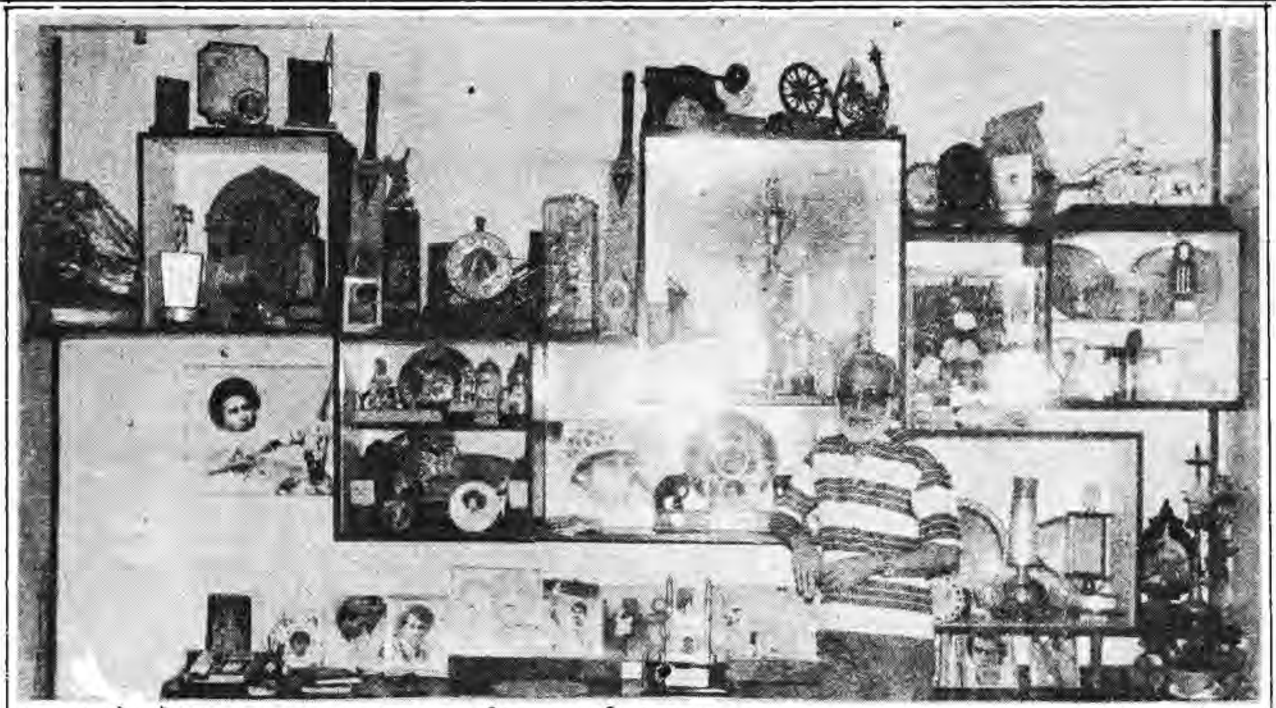
অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বোম্বাই টেস্ট চলাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন সানির বাবা। তখন কয়েকদিন দাড়ি কাটা হয়নি। সেই থেকে দাড়ি রাখছেন। সানি সেই টেস্টে সেঞ্চুরি করেছিলেন। দাড়ি রাখাটা কি কোনরকম সংস্কার? নীরব হেসে মেনে নিলেন। জানালেন, সানি যখন ব্যাট করেন, নানা বিচিত্র সংস্কার মেনে চলেন তাঁরা।

মনোহর গাভাসকার প্রথমেই বলে নিলেন, তাঁর পুত্রকে কেউ কোনদিন ক্রিকেট শেখায়নি। জোরালো গলায় বললেন, 'ইয়েস, আই রিপিট দিস্! ও নিজে শিখেছে। যার যা ভাল, তা সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে নিয়েছে। এ গুণটা ওর সহজাত।'

কাঙ্গা লীগ, টাইম্‌স শীল্ড, অফিস ক্রিকেট খেলেছেন মনোহর গাভাসকার। ব্যাটসম্যান-উইকেটকীপার ছিলেন। সেই স্মৃতিতে দ্রুত ডুব দিলেন, 'ক্রস ময়দান, আজাদ ময়দানে খেলে বেড়াতাম। শনিবার অর্ধেক এবং রবিবার পুরো দেড়দিনের ম্যাচ হত। আপনি তো জানেন, সুনীলের মার পরিবারে



মিনি ওয়ার্ল্ডকাপ জয়ের পর দেশে ফিরে বিমান বন্দরেই মায়ের হাতে নিজের ব্যাট তুলে দিলেন সুনীল গাভাসকার।



দাদারের ফ্ল্যাটের সেই ঘর, বাবা মনোহর গাভাসকার যেখানে সযত্নে গুছিয়ে রেখেছেন সানির পুরস্কার।

ছবি: সুমন চট্টোপাধ্যায়

ক্রিকেটের স্বচ্ছন্দ প্রবেশাধিকার ছিল। ছোট্ট সুনীলকে নিয়ে ও মাঠে আসত। সুনীল খেলাটাকে দেখত না বলে গিলতই বলা উচিত। যতক্ষণ খেলাটা শেষ না হত, ওর ক্ষুধা-তৃষ্ণা বিদায় নিত। লাঞ্চ বা টিব্রেক-এ আমার ব্যাট নিয়ে নাড়াচাড়া করত। আমি অফিসের এবং রাজস্থান স্পোর্টিং ক্লাবের সেক্রেটারি ছিলাম। ব্যাট তৈরি করা, পালিশ করানো, ওজন ঠিক করার দায়িত্ব ছিল আমার। ঘরে অনেকসময়ই প্রচুর ব্যাট ছড়ানো থাকত। সুনীল সেগুলো নিয়েও নাড়াচাড়া করত। একদিন ওকে একটা ব্যাট উপহার দিতেই হল। তখন অবশ্য সুনীল ভাল টেবিল টেনিস খেলত। কুস্তি আর সঙ্গীতের প্রতিও দারুণ আকর্ষণ ছিল। কুস্তির আসরে যেত, গিলত। একাগ্রতা ঐ বয়স থেকেই ওর রক্তে। ঘরে কুস্তিগীরদের ছবি টাঙিয়ে রাখত। তবে একটা জিনিস ঐ বয়সেই বুঝে গিয়েছিল, ভাল খেললে কাগজে নাম বেরোয়। কোথাও খেলা হলে ওর কানে ধরা থাকত রেডিও। ওর মামা মাধব মন্ত্রীর ব্যাট-বল-ব্রেজার নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করত।'

একটানা কথা বলে থামলেন। বিশাল রঙিন টিভি-র দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'এটা আমাকে সুনীলই কিনে দিয়েছে। এদেশে ওর একটা ইনিংসও এখন মিস করি না। শুধু এইখানেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে যখন ৩৩ নম্বর সেঞ্চুরিটা করল, কিছু অংশ দেখতে পাইনি। প্রচণ্ড জ্বরে বেহুঁশ ছিলাম। এখন টিভি-তে ওকে ভাল খেলতে দেখলে রোমাঞ্চিত হই.ও আউট হলে খেলার প্রতি আকর্ষণ হারাই, নিজেকে শক্তিহীন মনে হয়, সবাই বিমর্ষ হয়ে যায়।'

এতক্ষণ নীরব শ্রোতার ভূমিকায় বসে থাকা গরবিনী মাতা এতক্ষণ মুখ খুললেন, 'আমি তো কেঁদে ফেলি। দশ হাজার রান হতে ওর যখন ১ রান বাকি, আমি তখনও কাঁদছিলাম; সবাই ডিসটার্ব করছিল, আমি ভাবছিলাম, পারবে তো? আউট হয়ে যাবে না তো? ২৯-তম সেঞ্চুরিতেও আনন্দ পেয়েছিলাম, কিন্তু দশ হাজারে অনেক বেশি।'

স্ত্রীকে প্রায় থামিয়ে দিয়েই আবেগোচ্ছল পিতা বলতে শুরু করলেন, 'দশ হাজার! হাঁ, আমরা টিভি-তে দেখলাম। গ্রেটেস্ট অ্যাচিভমেন্ট অফ হিজ লাইফ। ২৯-তম সেঞ্চুরির দিনটার মত পটকা টটকা এখানে ফাটেনি, কিন্তু অফিসে সবাইকে মিষ্টি (প্যাড়া) খাওয়াতে হয়েছে। প্রত্যেক সেঞ্চুরির পরই হয়। ওনয় হাজার রান করে ফেলার পরই জানতাম, দশ হাজার হবেই, যেদিনই হোক।'

আপনার আদর্শ ক্রিকেটার কে? মনোহর গাভাসকার স্ত্রীর দিকে তাকালেন, 'তুমিই বল।' তারপর নিজেই বললেন, 'ইয়েস, বিজয় মার্চেন্ট। ভাবতাম ঐরমক হব। আমি পারিনি, সুনীল পেরেছে। আমি চাই, ও যেন কোনদিন দলের বোঝা হয়ে না দাঁড়ায়। প্রথমদিকে ও দারুণ সব স্ট্রোক নিত। চুয়াত্তর-পঁচাত্তরের পর ও দলের দায়িত্ব নিতে গিয়ে স্ট্রোক ছেঁটে ফেলে। এই যে বাঙ্গালোরে ৯৬-এর ইনিংসটা খেলল, দেখেছেন? আউট হওয়ার পর কিছুই ভাল লাগছিল না। এই ইনিংসটাই প্রমাণ করেছে, ক্রিকেট শুধু ব্যাট আর বলের লড়াই নয়, মস্তিষ্কেরও।'

মীনাল গাভাসকার এইসময় হঠাৎ জানিয়ে দিলেন, ছোটবেলা থেকেই সানি চেন পরতে ভালবাসতেন বলে, তিনি একাত্তরের সানিকে একটি সোনার চেন গড়িয়ে দেন। আবার তাঁকে থামিয়ে দিলেন মনোহর গাভাসকার। নিজে থেকেই বললেন, 'যেকোন বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সুনীল আমার সঙ্গে আলোচনা করবেই। শেষ সিদ্ধান্ত অবশ্য আমি ওকেই নিতে দিই। তিরাশিতে; শেষ টেস্ট ছিল মাদ্রাজে। কিছু কারণে অপমানিত বোধ করায় ও খেলা ছেড়ে দিতে চেয়েছিল। আমি বোঝালাম। সিদ্ধান্ত বদলাল। ২৩৬ রানের ইনিংস খেলেছিল, মনে পড়ে? চাকরীর ক্ষেত্রেও আমার সঙ্গে আলোচনা করে নিয়েছে। আর একটা ঘটনা শুনুন। অস্ট্রেলিয়া সফরের আগে ও বলেছিল, ওপেন করবে না, মিড্ল অর্ডার খেলতে চায়। নির্বাচক ও বোর্ডকর্তারা মানলেন না। অভিমানে ক্রোধে সুনীল খেলা ছেড়ে দিতে চাইল। আমার পরামর্শ চাইতেই বললাম, ইউ শুড কন্টিনিউ।' ও রেগে ছিল, বলল, ওরা আমাকে চাপ দিচ্ছে, আমি মাথা নত করব না। আম বলেছিলাম, অস্ট্রেলিয়ায় ছটা ইনিংসই হবে তোমার জবাব। পালিয়ে যাওয়াটা রাস্তা নয়। ছটা ইনিংসে তুমি ব্যর্থ হবে, আমি বিশ্বাস করি না। কথাটা ওর পছন্দ হয়নি। ও বলল, 'না, এভাবে খেলব না।' সেইদিন ওর একটা পার্টিতে যাওয়ার কথা। দাড়ি কামাল, স্যুট পরল, এবার বেরবে। আমার চোখে তখন জল। ছেলে আর খেলবে না----ভাবতে পারছি না। সুনীল দেখল, ঘুরে দাঁড়াল, আমার গোটা শরীর ধরে তীব্র ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'পাপা, তুমি কাঁদছ? ওকে, আই উইল প্লে!' ব্যাস, ঐ ঝাঁকুনিতেই আমি যা বোঝার বুঝেছিলাম। অস্ট্রেলিয়ায় ও যখন ব্যাট করছে, আমার হৃদপিন্ড যেন নিজের হাতে ধরা দিল। দুটো সেঞ্চুরি করল।'

আবার বিরতি। আমাদের খেয়াল নেই, পেয়ালায় চা তখন ঠান্ডা জল হয়ে গেছে। মনোহর গাভাসকার আবার শুরু করলেন, 'হি ইজ এ মিসআন্ডারস্টুড পার্সন। ধরুন মেলবোর্নের সেই ওয়াক আউট। সুনীলের টি ভি সিরিয়ালে ব্যাপারটা আবার দেখে নেবেন, সন্দেহ দূর হয়ে যাবে। ও আউট ছিল না!'

সুনীল গাভাসকারের বাবা এই ব্যাপারটায় আপনার অনুভূতি কীরকম? মনোহর গাভাসকার একটু বেশিরকম খুশি হয়ে জানালেন, 'এটা একদিকে যেমন চাপ, অন্যদিকে দারুন সুবিধারও। যেখানেই বলি, সুনীল গাভাসকার আমার ছেলে, রীতিমত শোরগোল পড়ে যায়। কতবার হয়েছে, এয়ারপোর্টে গিয়েছি, টিকিট নেই। নাম বলেছি। কৌতূহলী প্রশ্ন উড়ে এসেছে মিস্টার গাভাসকার? সানি আপনার কেউ হয়? যখন বলেছি 'ছেলে' ওরা কী করবেন, বুঝে উঠতে পারেন নি।

মনোহর গাভাসকার মনে করেন, তাঁর ছেলের রেকর্ড একদিন হয়ত ভেঙে যাবে, কিন্তু কেউ একা সব রেকর্ড ভাঙতে পারবেন না। বললেন, 'ওর সব কাজই পরে প্রশংসিত হয়েছে। জীবনের প্রথম চার টেস্টে ৭৭৪ রান করে যখন ইংল্যান্ড গেল, সবাই ওর পেছনে পড়ে গেল: ব্রাডম্যানের রেকর্ড ভেঙে দাও!'

অনিবার্যভাবে এল কলকাতা-প্রসঙ্গ। আমি

আসল কিনুন নকল হঠান

আসল দুলাল চন্দ্র ভড়ের
তালমিছরি কিনুন

যার নামে তালমিছরি,
সেই প্রস্তুত কারক
শ্রী দুলাল চন্দ্র ভড়ের তালমিছরি,
যা ৫০ বছর ধরে ঘরে ঘরে জনপ্রিয়,
সেই সুপরিচিত তালমিছরি প্রস্তুত কারক
শ্রী দুলাল চন্দ্র ভড়ের ছবি ও সই
আসল তালমিছরির অকাট্য প্রমাণ।



কেনার সময় প্রস্তুত কারক
শ্রী দুলাল চন্দ্র ভড়ের নাম, ছবি সই
ও ২৮ নং বনমালী সরকার স্ট্রীট
অবশ্যই দেখে নেবেন !



প্রস্তুত কারক
শ্রী দুলাল চন্দ্র ভড়
২৮ নং বনমালী সরকার স্ট্রীট • কলিকাতা-৭০০ ০০৫
ফোন ঃ ৩৮৮২৮৪, ৩২৬১৯৩
Gram : DULALCANDY. POST BOX NO - 12229

সারা পশ্চিমবঙ্গে অঞ্চলভিত্তিক আর্থিক সংগতিসম্পন্ন স্টকিস্ট চাই।

'নো কমেন্টস' আশা করেছিলাম। মনোহর গাভাসকার আমাকে অবাক করে দিলেন: 'পঁচাশির সেই স্মৃতি ! মরা ম্যাচে ইংল্যান্ডকে ব্যাট করতে দেওয়ার কোন মানে ছিল না। আমি এখনও মনে করি, সুনীল ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা করতে দেরি করে কোন ভুল করেনি। কলকাতার দর্শকরা অন্যায় করেছিলেন। এবার তো জয়পুরে রবি-আজহার স্লো ব্যাটিং করল। কেউ ধিক্কার জানায়নি তো! জয়পুরেও সবাই সুনীলের দশ হাজার দেখতে এসেছিল। ও প্রথম বলেই আউট হল। কেউ ঢিল ছোড়েনি তো। কলকাতায় ১৭০ রানের লীড নিয়ে ভারতীয় দল নেগেটিভ ক্রিকেট খেলল। কেউ বিক্ষোভ দেখাল না তো।'

ছোটবেলায় সেঞ্চুরি পিছু বাবার কাছ থেকে টাকা পেতেন সুনীল। এখনও পান! আর একটা গল্প শোনালেন। '৬৪তে সুনীলের বয়স যখন পনের, মর্নিংস্কুল পড়ত, সাড়েদশটায় ছুটি। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্টের প্রথম দিন সুনীল টস দেখতে চাইল। আমি অনুমতি দিলাম, ও স্কুলে গেল না। পরদিন আমি লিখে দিলাম, মাথার যন্ত্রণায় স্কুল যেতে পারে নি। ভাইস প্রিন্সিপাল জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'সুনীল, ম্যাচ কেমন হল?' সুনীলের নিরীহ স্বতস্ফূর্ত জবাব ছিল: ওঃ,' নাইস! ব্যাস। তিনি আমাকে ডেকে তিরস্কার করলেন। ছেলেকে ভুল শিক্ষা দিচ্ছেন? মিথ্যাচার শেখাচ্ছেন? জীবনে আর এ ভুল করিনি।'

একাত্তরের সফর নিয়েও আলোচনা করলেন তিনি 'তখন টি ভি ছিল না। আমাদের সময়ে রাত আটটায় খেলা শুরু হত। শেষ হত তিনটেয়। রেডিও কমেন্ট্রি পেতাম না। রাতে ঘুমাতাম না। আমি, ওর মা, নূতন, কবিতা – সবাই বি বি সি শুনতাম। সে কী আনন্দ আমাদের!'

সেরা ইনিংস। গভীর চিন্তামগ্ন দেখাল পিতাকে। অনেক ভেবে বললেন, 'আমার দেখা? ম্যাঞ্চেস্টারের ৫৭ দেখিনি। আমার দেখা সুনীলের সেরা ইনিংস চুয়াত্তরে ওয়েস্ট ইন্ডিজে বোম্বাই-এর বিরুদ্ধে ৮৬ আর ব্যাঙ্গালোরের এই ৯৬। '৮০–'৮১তে ওর সামান্য দুঃসময় এসেছিল, কিন্তু কখনও সাহস হারায় নি। ও সংযমী জীবন যাপন করে। আমরাই শিখিয়েছি মদ বা ধূমপান থেকে দূরে থাকতে।

জানা গেল, অবসরের প্রশ্নেও পিতা-পুত্রের আলোচনা হয়েছে। পরিষ্কার জানালেন, সানি যদিও আর টেস্ট খেলতে চান না, তবে পুত্রের সঙ্গে তিনি একমত নন। বললেন, 'আমি ওকে বলেছি, বিশ্বকাপের পর অন্তত ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে খেলা উচিত। তারপর যা খুশি কর। ঐ সিরিজের শেষে তোমার রান যদি হয় ১০৯৯৯, আমি এগার হাজারের জন্য আর একটা টেস্ট খেলতে বলব না। কিন্তু সুনীলকে এবার বড্ড একরোখা মনে হচ্ছে। সিদ্ধান্ত বোধহয় ও নিয়ে ফেলেছে।

সুনীলের বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্ট সমালোচনা পিতাকে প্রচণ্ড আহত করে। বিশেষত সেই অন্যায় সমালোচনা যদি আসে প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেটারদের কলম বা মুখ থেকে। এখন দাদারের বাড়িতে আসা সানির চিঠিপত্র তিনিই খোলেন। বললেন, 'কিছু বাজে চিঠি আসে। ভাল চিঠির সংখ্যা অবশ্য অনেক বেশি। জীতেন্দ্রর দাদার চিঠিটাও প্রথমে আমার হাতে পড়েছিল। এখন সানির চিঠিপত্র আমি গুছিয়ে রাখব। আর রোহনের ট্রফি। ঐ দেখুন, রোবক থেকে রোহন ম্যান অফ দ্য ম্যাচের ট্রফি জিতে এনেছে।'

আপনি কি চান, সানি রাজনীতিতে আসুন? পিতা হাসলেন, 'তাহলে তো ওর আরও চুল পেকে যাবে। নো, পলিটিক্স ইজ এ ডার্টি গেম। আমি ওকে রাজনীতি করার পরামর্শ কখনই দিতে পারব না।'

দুই ঘণ্টা কেটে গেছে। প্রবীন মানুষটি বোধহয় হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। এইবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি সুনীলের মাকে কিছু প্রশ্ন করবেন না?' লজ্জায় লাল হলেন মীনাল গাভাসকার। মিলিন্দ রেগের মুখে শুনেছি, এই ভদ্রমহিলা চিরকাল পেছনের আসনে থাকাটাই বেশি পছন্দ করেছেন। তবে ক্রিকেট বোঝেন। সুনীল গাভাসকারের ভাষায় 'ক্রিকেটিং মাদার'। তিনি জানালেন, স্কুলজীবন থেকেই তিনি সানির সঙ্গে থাকতেন। – 'বন্ধুরা সুনীলকে বলত, মাঠে তোর মাকে আনিস কেন রে? ও রুখে দাঁড়াত। বেশ করি, তোদের কী?'

জানা, তবুও সেই গল্পটা জানতে চাইলাম আবার। মীনাল গাভাসকার সরব হলেন, 'আমি খেলছিলাম ছোট্ট সুনীলের সঙ্গে। হ্যাঁ, বাড়ির বৌ হিসাবে বাচ্চা সামলানো ছাড়া আমার কোন কাজ ছিল না। ওর সঙ্গে খেলতাম। ওর স্ট্রেট ড্রাইভে আমার নাক কেটে গেল। রক্ত মুছে, জল দিয়ে এলাম। নাহলে সুনীল ভয় পেয়ে যেত।'

মা-র মুখ থেকে শোনা গেল আর একটা গল্প: 'নূতন তখন ছোট। ইউনিভার্সিটি ক্রিকেট খেলতে সুনীল পুনায় গেছে। প্রথম দিন সেঞ্চুরি করল, আউট হয় নি। সন্ধ্যায় ফোন করল, নূতনের জন্মদিন ছিল। শুভেচ্ছা জানাল। আমি বললাম, অজিত ওয়াদেকরের রেকর্ড (৩২৪) ভাঙতে হবে। পরদিন ভাঙল। আবার ফোন: 'তোমার আদেশ পালন করেছি। কি, খুশি তো?'

গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ এ বাড়ির জামাই হয়ে আসার পর টেনশন দ্বিগুন হয়েছিল। একথা জানিয়ে মীনাল গাভাসকার বললেন, 'সুনীল রান না পেলে আমাদের কথাবার্তা, খাওয়া-দাওয়াই প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। তাই ভাবি, একদিন তো অবসর নেবেই। তখন কী করব, কীভাবে খেলা দেখব?'

ছিয়াত্তর সাতাত্তরে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে সানি যখন প্রথম শতরান পান, রোহন তখন খুব ছোট। টি ভি-তে সেটা দেখে কিন্তু ও হাততালি দিয়ে উঠেছিল, 'পাপা সেঞ্চুরি।' পরদিন সুনীল মাঠে নিয়ে যান রোহনকে। এবং তার পরদিন সব কাগজে রোহনের ছবি বেরল।

রোহনকে নিয়েও কিছু কথা বললেন মীনাল গাভাসকার: 'ও সুনীলের মতই ক্রিকেট পরিবেশে মানুষ হচ্ছে। আমি জানালা দিয়ে ওর প্র্যাকটিস দেখি, লজ্জা পায়। সুরাটে এই তো সেদিন ফিল্মস্টারদের ক্রিকেটে এগারটা বাউন্ডারি মেরে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হল। আমি সঙ্গে ছিলাম। জিজ্ঞাসা করল, ক্যায়সা খেলা? গুলশন গোবরার একটা বলে চার মারার পর গোবরা পকেট থেকে খেলনা বন্দুক বার করেছিল। রোহন ওর দিকে ব্যাট তাক করে। পাল্টা লড়াই – এই ব্যাপারটা ওর মধ্যে এখনই এসে গেছে।'

সানির আরও দুটি জিনিস জানালেন। এক, অন্যকে দারুন নকল করতে পারেন সুনীল। এবং দুই, তিরাশির বিশ্বকাপের পর মাদ্রাজ থেকে এসেছিল এক সন্ন্যাসীর চিঠি – 'তুমি ধ্রুবতারা। ৩৫ টা সেঞ্চুরি করবেই।' সঙ্গে বিভূতিও পাঠিয়েছিলেন। কারণ হিসাবে জানিয়েছিলেন, সুনীলের মধ্যে রয়েছে সব সন্ন্যাসী ও তপস্বীর বড় গুণ: মনঃসংযোগ।

দশ হাজার রান করার পর টেলিফোনে ছেলের সঙ্গে কথা বলেছিলেন তিনি। মীনাল গাভাসকার গর্বের সঙ্গে জানিয়েছেন: 'অন্য বাড়িতে চলে গেছে সুনীল, কিন্তু এখনও একটা নিয়ম অপরিবর্তিত রয়েছে। যে কোন পুরস্কার নিয়ে ও সবার আগে আমার ঘরে ঢোকে। বিদেশ থেকে ফিরলেও তাই। আমি ঘরে ঢোকার আগে আরতি করি। আর একটা ব্যাপার সুনীল জানে না। ঐ দেখুন, ওর একটা বড় ছবি, আর ঐ যে লক্ষ্য করছেন, কপালের পাশে একটা ছোট্ট কালো টিপ। ছোটবেলায় সুনীলকে পরাতাম। এখন ওর ছবিতে লাগাই – যাতে কারও নজর না লাগে!



উনিশশ একাত্তরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে ফেরার পর বাবা, মা ও দু বোনের সঙ্গে সুনীল গাভাসকার

ঐ দুটি ব্যাট মার্সেনীলের সারা জীবনের সম্পদ

‘সাংবাদিক হলে আমিও বোধহয় সুনীলকে টার্গেট করতাম’

দেবাশিস দত্ত

একটু আগেই হায়দরাবাদ যাওয়ার জন্য এয়ারপোর্ট রওনা হয়ে গেলেন গাভাসকার। ১৯ মার্চ, সন্ধ্যা। পরদিন হায়দরাবাদে তৃতীয় একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ। জিনিসপত্র গুছিয়ে দিয়ে স্বামীকে হাত নেড়ে বিদায় জানালেন মার্সেনীল। পরণে হলুদ টপ গেঞ্জী, কালো ব্যাগি প্যান্ট। দরদর করে ঘামছেন মার্সেনীল। ব্যস্ত, রীতিমত ব্যস্ত। বিকালে একবার স্পোর্টস-ফিল্ড থেকে ঘুরে এসেছেন। স্পোর্টসফিল্ড একটা নতুন বহুতল বিল্ডিং যেখানে শুধু বোম্বাই-এর কিছু ক্রীড়াবিদই থাকতেন। অদূর ভবিষ্যতেই গাভাসকারের ঠিকানা হবে এই বাড়ির নয় তলায়।

দুটি সোফায় বসে আমরা। সেণ্টার টেবিল থেকে শরবতের গ্লাস তুলে ছোট্ট চুমুকের পর মার্সেনীল বলে উঠলেন, ‘গত তিন বছর ধরে আমি কোথাও কোন ইণ্টারভিউ দিচ্ছি না। অনেক বিতর্ক হয়েছে, আর এসব ভাল লাগে না। সুনীল সম্পর্কে নতুন করে আর কী বলারই বা আছে ? যদি থাকে, তা অন্যরাই বলুক। আমার কথা হিসাবে শুধু লিখে দেবেন, ওর জন্য আমার গর্ব হয়।’

মার্সেনীলের কণ্ঠস্বরে কিছুটা ক্ষোভ। এক বিখ্যাত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারের স্ত্রী হওয়ার বিপদও অনেক। দীর্ঘ ক্রীড়াজীবনে সানিকে অনেকবারই সংবাদমাধ্যমের অন্যায় টার্গেট হতে হয়েছে, অকারণে। সানি নিজেই বলেন, তাঁর সাফল্যের পেছনে এই ভদ্রমহিলার ভূমিকা, প্রভাব, অবদান এবং অনুপ্রেরণা অনস্বীকার্য। কিন্তু শুধু গাভাসকারের স্ত্রী হওয়ার অপরাধে তাঁর দিকেও যখন ছোড়া হয় নোংরা আবর্জনা, চটি-জুতো, তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিতে চাইতেই পারেন, তাঁর কণ্ঠস্বরে বাজতেই পারে অভিমানের সুর।

সানির জীবনের দুটি দুর্লভ মুহূর্ত ২৯-তম শতরান এবং দশ হাজার রান। বিরাশিতে, প্রথম ক্ষেত্রে মার্সেনীল ছিলেন সানির সংগেই, ছিলেন হোটেল হায়াত রিজেন্সীর উৎসবেও। কিন্তু পরের কীর্তিটির সাক্ষী থাকতে পারেন নি। বলছিলেন, ‘সুনীল যখন আমেদাবাদে দশ হাজার রানে পৌঁছল আমি তখন এই বোম্বাই-এ। খারাপ লাগছিল, এই সময়টায় ওর পাশে থাকতে পারলাম না বলে। বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, ২৯-তম শতরানের আগে আমার যা টেনশন ছিল, এবার তা ছিল না। জানতাম, হবেই শুধু কিছু সময়ের ব্যাপার। আসলে বয়স বাড়ছে তো, আবেগ, উত্তেজনা এসব একটু একটু করে বিদায় নিতে শুরু করেছে। সেদিন খেলা শেষ হওয়ার একটু পরই সুনীলের হোটেলে ট্রাংককল করলাম। অপারেটর জানালেন, এখনও মাঠ থেকে ফেরে নি। তারপর আরও দুবার ফোন করলাম, পেলাম না। চতুর্থবার ওপাশ থেকে ভেসে এল সুনীলের গলা ‘পমি, আই ওয়াজ ওয়েটিং ফর ইওর কল। এই মুহূর্তে তোমার অনুপস্থিতি ভীষণ বোধ করছি। আমার কাছ থেকে রিসিভার প্রায় কেড়ে নিয়েই রোহন প্রশ্ন করল ‘পাপা, হোয়াই নট সেঞ্চুরি ?’ পিতা-পুত্রের কথোপকথন শেষ হওয়ার পরই আমি আবার রিসিভার নিয়ে প্রথম কথাটাই বললাম, ‘ব্যাটটার কথা মনে আছে তো ?’

সানি যে ব্যাট দিয়ে দশ হাজার রান করেছেন, সেটি উপহার হিসাবে স্ত্রীকেই দিয়েছেন। মার্সেনীল সেদিন জানালেন এর নেপথ্যকাহিনী – ‘৩০-তম শতরান করে যেদিন ও ডনের রেকর্ড ভাঙে, সেদিন ব্যাটটা দিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের উইকেটকীপার জেফ্রি দুজনকে। আমি ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ব্যাটটা আমাকে দিলে না কেন ? সুনীল বলেছিল, দুজন ব্যাটটা চেয়ে রেখেছিল এবং তুমি চাও নি – সোজা ব্যাপার। আমি সেদিনই বলেছিলাম, দশ হাজার রান যদি করতে পার, ব্যাটটা আমার চাই। সুনীল বলেছিল, কথাটা মনে রাখবে। চার বছর পরও ও ভোলে নি, কিছুই ভোলে না। আপনাদের আজকালে প্রকাশিত হয়েছে, সুনীল ঐ ব্যাটটা আমায় দিয়েছে। এখন অনেকেই জেনে গেছে। কিন্তু যেটা কেউ জানে না, সেটা আজ বলছি। ও একাত্তরে প্রথম টেস্টরান পেয়েছিল যে ব্যাট দিয়ে, সেটাও আমাকে দিয়েছিল – এটা অবশ্য বিয়ের আগেই।’ মার্সেনীলের ঠোঁটের কোণে সলজ্জ হাসি। তারপর গোটা শরীরে খেলে গেল গর্বের বিদ্যুৎঝিলিক। ‘ঐ দুটো ব্যাট আমার সারা জীবনের সম্পদ।’ মার্সেনীলের চোখ চিক্‌চিক্ করছে।



বাড়িতে, একান্ত অবসরে ।

ছবি : জয়ন্ত শেঠ



সানি যখন ব্যাট করেন, আপনার একটুও টেনশন হয় না? মার্শেনীল হেসে ফেললেন, 'অল্পসল্প হয়। যেটা বেশি হয়, সেটা রোমাঞ্চ। সুনীলকে ঘিরে আমার 'অনুভূতির শিকড় অনেক গভীরে, সেটা ঠিক বলে বোঝানো যাবে না।'

কথাবার্তা চলার সময় রোহন ঘরে ছিল না। মার্শেনীলকে বললাম 'বিখ্যাত পিতার ছত্রছায়ায় লালিত হওয়ার একটা বড় অসুবিধা আছে। গোটা ব্যাপারটা রোহনের বড় ক্রিকেটার হয়ে ওঠার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে। ও যতই ভাল খেলুক, লোকে বলবেই, ওর বাবা আরও অনেক ভাল খেলতেন...!' মার্শেনীল মেনে নিলেন। তারপরই বললেন, 'আমি এসব নিয়ে এখনও কিছু ভাবি না। আপনারা দেখছি একেবারেই নিশ্চিত, কিন্তু আমি জানি না, রোহন সত্যিই ক্রিকেটকে সিরিয়াসলি নেবে কিনা। ওর বাবা কিন্তু ওকে দেখানো বা শেখানোর একটুও সময় পায় না।'

মার্শেনীল প্রচণ্ড বুদ্ধিমতী। কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন অভিমান মিশল কিনা, বুঝতে দিলেন না। এই যে সানি বছরের অধিকাংশ সময়ে দেশ-বিদেশে বেড়ান, তাতে স্বামীকে একান্তভাবে না পাওয়ার চাপা যন্ত্রণা বা খানিকটা নিঃসঙ্গতাও কি পমিকে ছুঁয়ে থাকে না? মার্শেনীল কিন্তু স্বীকার করলেন না। বললেন, 'আমার কোন ক্ষোভ বা দুঃখ নেই। কেন থাকবে?• অধিকাংশ টেস্ট সেন্টারেই তো আমি ওর পাশে হাজির থাকি। এত বড় একটা দেশের স্বার্থে সুনীলের আত্মত্যাগ অবিস্মরণীয়, এই লোকটির জন্য আমাকে যদি কিছু ত্যাগ স্বীকার করতেই হয়, সেটাও কি হাসিমুখেই মেনে নেওয়া উচিত নয়? সানি তাঁর প্রিয় পরামর্শদাতা হিসাবে বাবা এবং স্ত্রীর নাম করেন। মার্শেনীল গম্ভীরভাবে জানিয়েছেন, 'হাঁ, আমার সঙ্গে ক্রিকেট নিয়েও কিছু সিরিয়াস আলোচনা ও করেছে। সুনীলের পীড়াপীড়িতে আমাকে মতামতও দিতে হয়েছে। কিন্তু আমি সবসময়ই চেয়েছি, ও নিজেই সিদ্ধান্ত নিক ওর মত বুদ্ধিমানের অন্যের কথায় পরিচালিত হওয়া উচিত নয়।

এই ধরনের আলোচনার কথা জানতে চাইলাম মার্শেনীল স্মৃতি হাতড়ালেন! 'অস্ট্রেলিয়া সফরের আগে ওর ইনিংস ওপেন না করার ইচ্ছা নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল। ব্যক্তিগতভাবে আমিও চেয়েছিলাম, ও মিড্‌ল অর্ডার-এ খেলুক। তবে ওকে বলেছিলাম, তুমি মিড্‌ল অর্ডার-এ খেলার সুযোগ না পেলে, ওপেন করেই জবাব দাও।' গরবিনী স্ত্রী হঠাৎই বলেন ওঠেন: 'সুনীল সবদিক দিয়েই অত্যন্ত শক্তিশালী পুরুষ, তাই বিতর্কিতও। অদ্ভুত সব সমালোচনা হয় ওর। এসব সময়ে ওর পাশে থাকি, মনে জোর দিই। এটা আমার কর্তব্য, যদিও এসবের প্রয়োজন সুনীলের আদৌ আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না।'

ইন্টারকম-এ দ্বাররক্ষীর সঙ্গে কিছু প্রয়োজনীয় কথা সেরে নিলেন মার্শেনীল। ততক্ষণে টেবিলে এসে গেছে স্ন্যাক্‌স আর ধূমায়িত কফি। কফির সেই পেয়ালায় তুফান তুলতে চাইলেন মার্শেনীল। স্মৃতির সরণী বেয়ে পিছিয়ে গেলেন 'বলতে পারেন, কেন সুনীলকে শুধু শুধু আক্রমণ করা হয়? ও কার কী ক্ষতি করেছে? নাকি এত রান আর সেঞ্চুরি করাটা অপরাধ হয়ে গেছে। একটা ঘটনা বলি, শুনুন। ত্রিনিদাদে একটা তিনদিনের ম্যাচে ও একবার কম রানে আউট হল। পরদিন কাগজে লেখা হল: ও বীরত্ব দেখাতে গিয়ে উইকেট বিসর্জন দিয়েছে। আমি কিছুই জানতাম না। দুবাই থেকে ফ্লাইট-এ বোম্বাই ফিরছিলাম। প্লেনেই যাত্রীরা একে একে এসে আমায় জিজ্ঞাসা করে যাচ্ছিলেন, সুনীলের কী হয়েছে? অদ্ভুত অবস্থা, কিছুই বুঝতে পারছি না, তখনও কাগজ পড়ি নি। এয়ারপোর্টে নেমে বাড়ি আসার আগেই কাগজ দেখলাম, ট্রাঙ্ককল করলাম। আমি নিশ্চয়ই উত্তেজিত ছিলাম। সুনীল জিজ্ঞাসা করল হোয়াট হ্যাপেন্ড?' বললাম। হেসে উঠল সুনীল, তারপর ছোট্ট জবাব যেতে দাও।' এই তো ব্যাপার। ও যখন স্ট্রোক নিয়ে আউট হয়েছে, ঈর্ষাকাতররা বলেছে, দেশদ্রোহী। আর যখন দীর্ঘ ইনিংস খেলেছে, ভারতকে কাঁধে নিয়ে লোকে বলেছে, এ লোকটার ব্যাটিং মহা বিরক্তিকর। বলতে পারেন ও কোনদিকে যাবে?'

সংবাদমাধ্যমের ওপর ঝরে পড়া ক্রোধাগ্নির বহিঃপ্রকাশ তখন পমির চোখেমুখে। সেদিকে ইঙ্গিত করতেই কিন্তু দ্রুত শান্ত হয়ে গেলেন মার্শেনীল। নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'সুনীল আমাকে বলে এসব ক্রিকেট এবং জীবনের অঙ্গ। কানপুরে মার্শালের বলে ওর হাত থেকে ব্যাট পড়া নিয়েও কত কথা রটল। ২৯-তম সেঞ্চুরির আগের দিন দিল্লিওয়ালারা বলল, সানি, তেরে পিছে মার্শাল আ রহা হ্যায়। আর বেশ কিছু সাংবাদিক তো কলম খুলে তৈরিই। না, না, আমি প্রেসকে দোষ দিচ্ছি না। হি ইজ অলওয়েজ এ গুড সাবজেক্ট অফ প্রেস অ্যান্ড ক্রাউড। মশামাছি মেরে কী লাভ, শিকার করতে হলে তো বাঘশিকারীই সবচেয়ে ভাল। কি জানি, আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, সাংবাদিক হলে আমিও বোধহয় সুনীলকে টার্গেট করতাম। আমরা ওকে বিশ্রাম দিতে, একটু শান্তিতে থাকতে দিতে রাজি নই।' থামলেন মার্শেনীল। এবং পরমুহূর্তেই বলে উঠলেন, 'আসলে কী জানেন, আমরা অতি সাধারণ অক্ষম মানুষ। আমাদেরই মধ্যে থেকে কেউ পৃথিবীবিখ্যাত হতে পারে, গোটা দুনিয়ার সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা আদায় করে নিতে পারে, এটা আমরা বিশ্বাস করতে চাই না। চোখের সামনে তেমন কিছু দেখলে, আমরা রেগে যাই।' গাম্ভীর্যের বর্ম থেকে ছিটকে বেরিয়ে মার্শেনীল হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠলেন। বললেন, 'অবাক হচ্ছেন, তাই না? আপনাকে বলেছি, আমার কোন ক্ষোভ বা দুঃখ নেই। কিন্তু একটা কারণে এই সেদিন পর্যন্তও সুনীলের ওপর আমার ভীষণ ক্ষোভ ছিল, জানেন?' গোয়েন্দাসুলভ তৎপরতায় নড়েচড়ে বসলাম। মার্শেনীলের রসিকতা গোটা ব্যাপারটায় জল ঢেলে দিল সব জায়গায় এত সেঞ্চুরি করে লোকটা, কিন্তু আমার শহরেই করতে পারছিল না। আরে বাবা, শ্বশুরবাড়ির ডিম্যান্ড বলেও তো একটা কথা আছে। সুনীল প্রতিবারই ওখানে খেলার আগে আমাকে বলত, এবার তোমায় খুশি করব। পারত না। আমার মুখ গোমড়া হয়ে যেত। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে এবার একেবারে পুজো-টুজো দিয়ে এল। আগের দিন ওকে বললাম, 'আমার প্রেস্টিজ থাকছে না। এব্যর যদি সেঞ্চুরি না করতে পার, ডিভোর্স করা ছাড়া উপায় থাকবে না।' পরদিন ও সেঞ্চুরি পেল। আমার বাড়িতে সে কী উচ্ছ্বাস। আপনি তো ছিলেন, সবই জানেন।

কলকাতায় না খেলার প্রসঙ্গ তুলতেই গম্ভীর হয়ে গেলেন মার্শেনীল। কিন্তু না খেলায় কলকাতার প্রতিক্রিয়া কিছুই তাঁর অজানা নেই। মার্শেনীলকে অনেক খুঁচিয়েও যেটুকু বলানো গেল, তা এইরকম 'পার্সোনাল ডিসিশন! ব্যাপারটা কী, আমি জানি, আরও কেউ কেউ জানে, কিন্তু সবার জানার নয়। এর বেশি আমি কিছু বলব না।' কিন্তু সেই আবর্জনা আর কমলালেবুর স্মৃতি? মার্শেনীল আরও গম্ভীর 'আপনারা চোখের সামনে দেখেছিলেন। নতুন কী বলব? এটুকু জেনে রাখুন, কলকাতার প্রকৃত ক্রীড়াবিদদের সুনীল কিন্তু এখনও ভালবাসে।

কলকাতা-প্রসঙ্গের মতই মার্শেনীল নীরব থাকতে চেয়েছেন সুনীলের অবসরগ্রহণ প্রসঙ্গে। শুধু বললেন, 'সুনীল ইজ দ্য বেস্ট জাজ। হি নোজ হোয়েন অ্যান্ড হাউ টু রিটেয়ার!' বিদায় নেওয়ার আগে তাঁর চোখের দিকে তাকালাম। সেই দিনটির কথা ভেবে সামান্য জল কি চিকচিক্ করছিল?



আজকাল অফিসে সম্বর্ধনায় সুনীল এবং মার্শেনীল গাভাসকার। ছবি: রাজা ধর

১১ বছরের 'ছোট্ট' রোহনের 'বড়' প্রশ্ন

'পাপা আরও অনেকদিন খেললে কী ক্ষতি'?

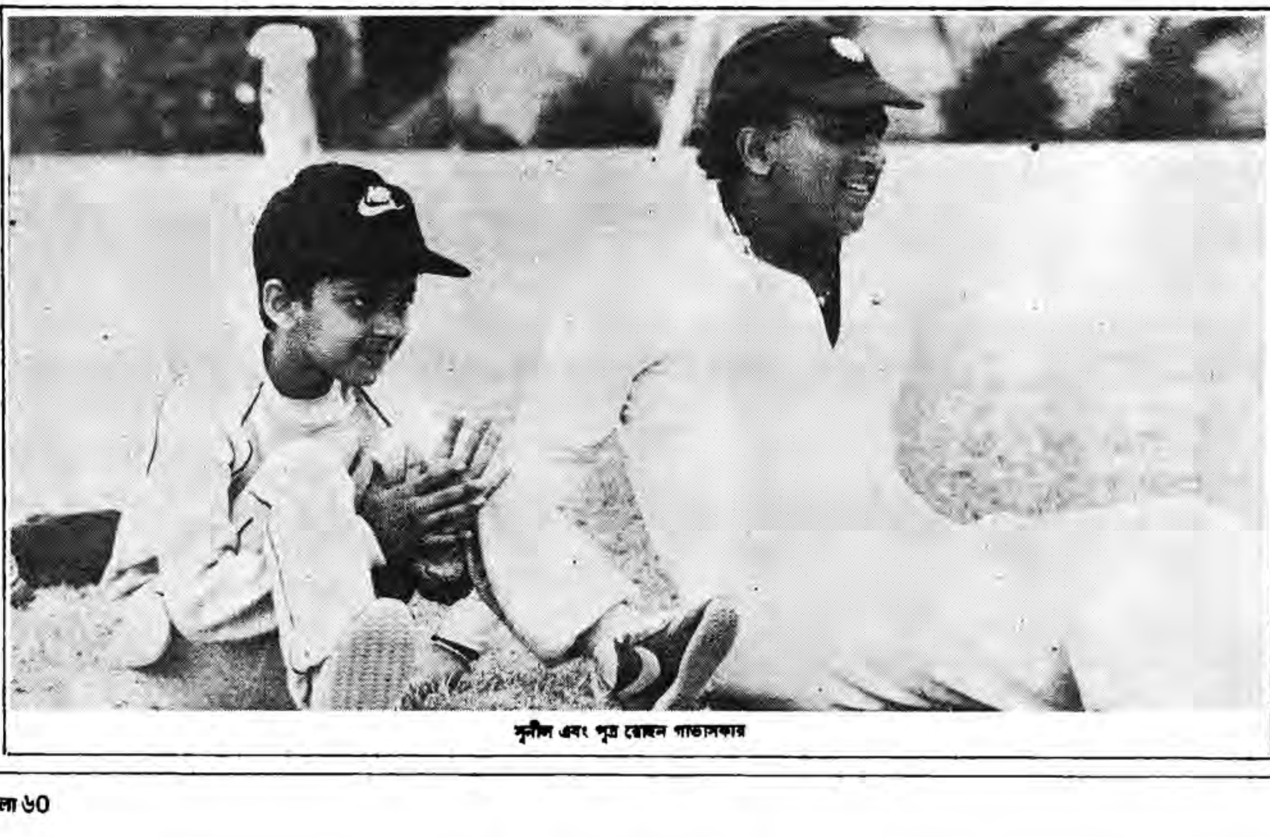
অলক চট্টোপাধ্যায়

ছেলে রোহন সম্পর্কে সুনীলের কাছে প্রথম প্রশ্ন করা হয়েছিল প্রায় বছর ছয়েক আগে। সুনীলের অফিসের ঘরে, একরাশ চিঠির মধ্যে প্রায় মগ্ন থাকা সুনীলের, উত্তর ছিল এই রকম – "ওর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি নির্দিষ্ট করে ভাবিনি, এখন তো খুবই ছোট, যদি খেলাধুলো করতে চায়, করবে। আমি নিজে ওর ঘাড়ে খেলাধুলো চাপিয়ে দেব না। পরের অবশ্যম্ভাবি প্রশ্ন যা হওয়া উচিত তাইই হল "যদি খেলায় আগ্রহী হয়, তাহলে কি ওকে ক্রিকেটারই তৈরি করবেন?" সামান্য সময় নেওয়ার পর দুষ্টুহাসি মেশান উত্তর এসেছিল – "টেনিসই বা মন্দ কি, চমৎকার খেলা, ক্রিকেটে ঝামেলা অনেক বেশি"। টেনিসে সুনীলের আগ্রহ আছে বললে খুবই কম বলা হয়, বোম্বাই-এ নিরুন সংস্থায় সুনীলের নিজস্ব ঘরে একজন খেলোয়াড়ের ছবিই টাঙান আছে– ইলি নাসতাসে।

তারপর বহুবার ওরলির ফ্ল্যাটে অবসরে ভিডিওতে সুনীলের কোন ইনিংস বা অন্য কোন ক্রিকেট ফিল্ম চালানর কথা বললে রোহনের মুখ মেঘের দিনের মত ভারি হয়ে যেত, কারণ রোহনের তখন হাসির কার্টুন ফিল্মই দেখার ইচ্ছে। এঘটনা ঘটেছে ১৯৮৩ সালেও। তবে সুনীল গাভাসকারের ছেলের প্রয়োজনে হাতের কাছে ব্যাটবল ইত্যাদি থাকবে না তা তো হতে পারে না, সেজন্য ক্রিকেটের ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত এসেই গেছে। ১৯৮১-৮২ সালের শেষ টেস্ট রোহনের মামার বাড়ির শহর কানপুরে। শিশুকাল থেকে বিভিন্ন শহরে ক্রিকেটের জন্য বাবা ও মায়ের সংগে হাজির হওয়ার অভ্যেস হয়ে গেছে রোহনের, আর মামার বাড়িতে তো যেতেই হবে। কানপুরের সেই হোটেলের ঘরের কার্পেট ক্ষুদে সোবার্সকে দেখা গেল। সোবার্স' হ্যাঁ রোহন ব্যাটবল দুটোই বাঁ হাতে করে। জগৎ বিখ্যাত ডান হাতির একমাত্র ছেলে কী করে বাঁ হাতি ব্যাটসম্যান হল? সুনীল নিজেও এর উত্তর জানেন না, এবং এ সম্পর্কে– তাঁরও বিস্ময়: "হঠাৎ একদিন দেখলাম ও বাঁ হাতে ব্যাট ধরতে চাইছে, ও ওভাবেই খেলতে চাইছে"।

ছোটবেলায় দিলীপ সারদেশাই-এর ছেলে যেমন তার বাবার ফিল্ডিং দুর্বলতার প্রধান সমালোচক ছিল, তেমনি রোহনও বাবার বোলিং-অক্ষমতায় খুশি নয়। বোলিং না করতে পারার জন্যই বোধহয় সুনীল কখনও রোহনের হিরো হননি। নিজের 'হিরো' পছন্দ করার ব্যাপারে রোহন তার বয়সের সংগে সংগতি রেখেই অস্থিরতা প্রকাশ করেছে। ১৯৮০-৮১ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরের সময় রোহন জেফ্ টমসনকে দেখে তাকেই নিজের হিরো হিসেবে পছন্দ করে ফেলে। রোহনের পরবর্তী হিরো? ইয়ান বথাম। তারপর মনিন্দার সিং। সুনীলের সংগে কথা বলে বোঝা গেছে অনুক্ষণ সংগী হওয়ার ব্যাপারটাও কখনও কখনও 'হিরো' নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে।

১৯৮১-৮২ সালে কানপুরের সেই হোটেলের ঘরে প্রায়ই বোলার হিসেবে সোবার্স বাডেভিডসনের মুখোমুখি হতে হয়েছে গাভাসকারকে। তবে সেই অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বোলার রোহন চিরকালই সুবিধা পেয়েছে, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বলেছিল একেবারে নতুন, আর একথা কে না জানে যে হোটেলের ঘরের কার্পেট চিরকালই পেস. বোলারদের সাহায্য করে। যতদূর মনে পড়ছে সেই টেস্ট-এর বিরতির দিন সকালে হোটেলের ঘরে ঢুকতেই দুই গাভাসকারের লড়াই-এ অপরাজিত ব্যাটসম্যান সুনীলের মন্তব্য শোনা গেল তা কলকাতার রকে বীরত্ব প্রকাশের বহু ব্যবহৃত স্টাইলে প্রকাশ করলে এই রকম শোনাবে– "আরে যা, যা। ১২ বছর ধরে কত লোকে চেষ্টা করল এই মাথা উড়িয়ে দেওয়ার এখন তুই তো কোন ছার"। পরিষ্কার বোঝা গেল একমাত্র দর্শক স্টেডিয়ামে প্রবেশ করার ঠিক আগের বলটি ভয়াবহ বাউন্সার ছিল।



সুনীল এবং পুত্র রোহন গাভাসকার



তারপর ? যেমন হল। ব্যাপারটা দ্রুত বদলে যেতে আরম্ভ করল। একবার বোম্বাইতে গিয়ে জানা গেল স্কুলে নিজের ক্লাসের অপরিহার্য ব্যাটসম্যান রোহনবাবু খেলতে গিয়ে কনুই ও কানের কাছে সামান্য আঘাত পেয়েছেন কিন্ত বাবার কাছে তা বেমালুম চেপে গেছেন এবং শ্রান্ত বীর তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছেন, মায়ের বিশ্বাসঘাতকতায় পাপা সুনীল ব্যাপারটা জেনে ফেলেন। তারপর রোহনবাবু বোলিংকে গুরুত্ব দিলে কি হবে নিজে ব্যাটসম্যান হওয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন চিত্রতারকা শত্রুঘ্ন সিন্‌হার দলের পক্ষে খেলে ১১টি বাউন্ডারি সহ ৪৮ রানের ইনিংস খেলে সেরা ব্যাটসম্যানের পুরস্কার পাওয়ার খবরও এখন সবাই জেনে গেছেন

স্কুলের ছুটি থাকলেই রোহন এখন সুনীলের সংগী তা সে বাংগালোর বা কটক যেখানেই টেস্ট ম্যাচ হোক না কেন। ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের সংগে অনুশীলন করা চাই। রোহনের ব্যাট করার ভংগিতে এখনই মুগ্ধ হতে হয়। নাগপুরে শ্রীলংকা রুমেশ রত্নায়েক তো বলেই ফেললেন – "বড় হলে বাবার মত বহু বোলারকে জ্বালাবে। কলম্বোতেই ওর ব্যাট করার ভংগি দেখে অবাক হয়েছিলাম'।

এত কথা বলা উদ্দেশ্য একটাই, তা হচ্ছে এই রোহন জয়ভিশ গাভাসকারের মতামত এখন রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ১১ বছর বয়স কি কিছু কম নাকি? বাংগালোর টেস্ট চলার সময় পিসী কবিতার বাড়িতে রোহনকে পাওয়া গেল। এমনিতে চুপচাপ থাকতে চাইলেও প্রশ্নের জবাব কিন্তু রোহন পরিষ্কার ভাবেই দেয় বাবার অবসর গ্রহণের ব্যাপারটায় রোহনের ঘোরতর আপত্তি – 'কেন? আরও অনেকদিন খেললে কী ক্ষতি?'। ঠিকই তো, রোহন গাভাসকারের সংগে সুনীল গাভাসকার খেললে তো বেশ হয়। পাপার ব্যাটিং কেমন লাগে – "দারুণ, আমি খুবই উপভোগ করি, স্কুলে বন্ধুদের কাছে পাপার জন্য গর্ব করি।" বাবার অনেক রেকর্ড। না, সব রেকর্ডের হিসেব রোহন জানে না। তবে তার সবচেয়ে পছন্দের রেকর্ড– "এই দশহাজার রান। 'আমার স্কুল ছিল সেই জন্য আমি আমেদাবাদ যেতে পারিনি। তবে টেলিফোনে পাপার সংগে সেদিন রাত্রেই কথা বলেছিলাম"। ভবিষ্যতে টেস্ট খেলতে আগ্রহী রোহনের বাঁহাতি হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে শব্দের উত্তরের আগে ফিক করে হেসে ফেলার উত্তর ছিল। "কী করে হলাম জানি না, তবে আমার এই সুবিধা হয়, ব্যাটিং, বোলিং দুটোতেই।" এখন তো রীতিমত প্রাইজ পাওয়া ব্যাটসম্যান, সুতরাং আগ্রহ দারুণ রকমের বেশি। পাপা সাহায্য করেন না? "পাপা সময় পায় না, তবে সময় পেলে গ্রিপ ছাড়া অন্যান্য টিপস্‌ও দেয়।" বাংগালোরে বিরতির দিন সুনীলের ব্যাটিং ছাড়া আর অন্য কোন প্রশ্ন কাউকে করা সম্ভব ছিল না। রোহন কিন্তু প্রায় গম্ভীর হয়ে উত্তর দিল – 'ফ্যান্টাসটিক খেলছে, যদি সেঞ্চুরি হয়, তাহলে দারুণ হবে"। সেঞ্চুরি কথা মনে করিয়ে দিল। পাপার কোন্ সেঞ্চুরি তোমার পছন্দ? – 'ওভালের ২২১।" সবাই বলছেন বটে কিন্ত সবাই কি চাইছেন না সুনীল অবসর গ্রহন করুক। না, তা চাইছে না। তাহলে? জবাব দিতে রোহনের সময় লাগল না – "পাপা তো এখনও রান করছে তাহলে রিটায়ার করবে কেন? এখনও সময় হয়নি।"



দেশে অথবা বিদেশে স্কুল বন্ধ থাকলে রোহন এখন বাবা সুনীলের সংগী ছবি : বিকাশ সাধু



পাপা গাভাসকার বনাম রোহনের লড়াই চলছে চলবে। গত শ্রীলংকা সিরিজে কটকে রোহনের একটি বল একেবারে শেষ মুহূর্তে ফাইনতম গ্লান্স করলেন সুনীল। রোহন অকৃত্রিম উল্লাস প্রকাশ করতেই সুনীল বললেন – 'তবে এটা তো রনজির অমর স্ট্রোক, আউট কোথায়?"। দর্শক হিসেবে যদিও মনে হয়েছিল ডন ট্যালনের মত উইকেট রক্ষক থাকলে সুনীল আউট হতেও পারতেন যাই হোক গাভাসকার বনাম গাভাসকার লড়াই-এ তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবেই, কারণ যার নামের সংগে রোহন কানহাই, জয়সীমা, বিশ্বনাথ এবং গাভাসকার রয়েছে, তার ক্রিকেটার না হয়ে উপায় কোথায়? রোহনের সরল উত্তর "অন্য খেলাও খেলতে ভাল লাগে, তবে মাঠে? টিভিতে পাপার খেলা দেখলে তখন শুধু ক্রিকেটই খেলতে ইচ্ছে করে'।

একটা কথা আপনাদের চুপিচুপি জানিয়ে রাখি। রোহনের ইচ্ছা সানি অন্তত ততদিন ক্রিকেটে থাকুন যতদিন না সে বড় হচ্ছে। নকল নয়। আসল লড়াই-এ সে তার পাপাকে আউট করতে চায়। পিতা কিন্তু গোপনে পুত্রকে চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন: 'আমার বয়স যখন ৫৫ বছর কি তার চেয়েও বেশি হবে, তখনও তুমি আমাকে আউট করতে পারবে না।'

নায়কের সংসার, সারাদিন

ওরলির ফ্ল্যাটে আলো জ্বলে রাত একটা পর্যন্ত

দেবাশিস দত্ত : কার্পেটে সাজানো ওরলির ফ্ল্যাট। বিশাল ড্রইং রুমে বিখ্যাত লেখকদের অজস্র বই। রাতে বিছানার নরম গদিতে শরীর ডোবানোর সময় সানি গাভাসকারের হাতে উঠে আসে পছন্দমত বই। ঘড়ির কাঁটা দ্রুত এগিয়ে যায়, সাড়ে বারটা, একটা। বালিশের পাশে বই রেখে ঘুমের রাজ্যে প্রবেশ করেন গাভাসকার। বোম্বাইয়ে থাকলে ওরলির ফ্ল্যাটে প্রতিদিনই আলো জ্বালা থাকে রাত একটা পর্যন্ত। মার্শেনীল পুত্র রোহনকে নিয়ে সানির ছোট্ট এবং সুখী সংসার। দুঃখ বলতে কিছুই নেই। বাড়িতে যতক্ষণ থাকেন, স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে গড়ে তোলেন আড্ডার আসর। কখনও কখনও মজা করেন। মাঠের সানির সঙ্গে বাড়ির সানির মিল কিন্তু বিশেষ খুঁজে পাওয়া যায় না।

স্ত্রীর প্রভাব সানির উপর যথেষ্টই, সেটা বোঝা যায় টেস্টের সময়। সঙ্গে মার্শেনীল থাকলে মাঠ থেকে যখন সানি ফিরে আসেন হোটেলে, স্ত্রী-র হাতের গরম এক কাপ কফি তাঁর চাই। ওরলির ফ্ল্যাটে মার্শেনীলকে একা রেখে গেলে, ম্যাচের পর হোটেলে ফিরেই ট্রাঙ্ককল। ট্যুরের সময় স্ত্রী-কে সঙ্গে রাখা, সানি তাঁর লেখায় এবং কথায় বার বার বুঝিয়েছেন একজন ক্রিকেটারের উপর স্ত্রীর প্রভাব মাঠেও কতখানি কাজে লাগে।

সাংসারিক জীবনে গাভাসকার কিছু নিয়ম মেনে চলেন। বিলাস এবং আর্থিক সচ্ছলতায় থাকলেও, প্রাতঃরাশের মেনু আগের মতই সংক্ষিপ্ত রেখেছেন — কলা, বিস্কুট ও হরলিকস। বাড়ির পোশাক শর্টস অথবা ট্র্যাকস্যুট। কিন্তু রাতে ঘুমোনোর আগে ওঁর পরনে থাকে বাঙালী পোশাক — পাজামা ও পাঞ্জাবি। অবসর সময়ে বই পড়া অথবা কানে ওয়াকম্যান লাগিয়ে চোখ বুজে শুয়ে থাকাই অভ্যাস। সেই মুহূর্তে বাড়ির কেউ তাঁকে বিরক্ত করেন না। এমনিতে গাভাসকার পাশ্চাত্য সংগীতের ভক্ত। কখনও নিজের মনেই গুন গুন করে গানও করেন। মার্শেনীল মাঝে মধ্যে রসিকতা করে বলেন, 'গানটাও যদি তুমি ঠিকমত শিখতে, ক্যাসেট বিক্রি হত না।' সানির সবচেয়ে কাছের বন্ধু স্ত্রী-ই। স্বামীর সুখ-দুঃখের প্রতিটি মুহূর্তই ওঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বুঝতে পারেন কেন মন খারাপ, কী নিয়ে স্বামীর চিন্তা।

রোহনকে আগে তো সময়ই দিতে পারতেন না। কিন্তু এখন সফরে থাকলেও রোহনের সব খোঁজ খবর নখদর্পণে রাখতে চান। এখন রোহন একটু বড় হয়েছে, এগার বছর বয়স, মাঝে মধ্যে সানি ওকে সফরেও নিয়ে যান। সানির 'ঘুম' নিয়ে নানা গল্প চালু আছে। রাত একটায় ঘুমোলেও সানি খুব ভোরে ওঠার মানুষ। কিন্তু বড় কোন সাফল্যের ভার এবং কোন দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হতে তিনি বেছে নেন 'প্রিয় ঘুম'। কলকাতার টেস্টে না খেলার যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তখন সামনে দশ হাজার রানের বিরাট হাতছানি। ওরলির ফ্ল্যাটে সানি বেশি সময় তখন ঘুমিয়েই কাটিয়েছিলেন। অথচ ভারতবর্ষের সব কাগজে ওঁর কলকাতায় না খেলার সিদ্ধান্তকে ঘিরে রীতিমত আলোড়ন। জয়পুর টেস্টে ক্রিকেট অনুরাগীরা সানির দশ হাজার রানের আশায় টেনশনে ছিলেন। কিন্তু সানি ইমরানের প্রথম বলেই আউট হয়ে ফিরে গেলেন ড্রেসিং রুমে। সারা মাঠে তখন হতাশার হাওয়া। সানি কিন্তু ড্রেসিং রুমে গিয়ে সেই যে ঘুমিয়ে পড়লেন, ম্যাচ চলাকালীন কেউ আর তাঁর দর্শন পান নি। 'ঘুম'ই ওঁকে স্বস্তি দেয়। দেয় আনন্দ। ঘুম-প্রিয় সানির আর একটি উদাহরণ রয়েছে। গাওয়ারের দলের বিরুদ্ধে চণ্ডীগড়ে একদিনের ম্যাচের পর সানিকে বেনসন অ্যান্ড হেজেস কাপে অধিনায়ক হিসাবে নির্বাচিত করা হল। এবং পরদিন সকালে সানি ঘুম থেকে উঠলেন সাড়ে নটায়!

অথচ টেস্টের সময় বা অন্য কোন ম্যাচের দিন সানিকে ভোরেই উঠতে দেখা যায়, হোটেলের লবিতে সাড়ে সাতটার মধ্যে হাজির, আটটায় মাঠে ম্যাচের আগে সানি কম কথা বলেন সবার সঙ্গে। টস না হওয়া পর্যন্ত চুপচাপ বসে থাকেন, মনোসংযোগ আনেন। দ্রুত আউট হলে অনেক ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেন কীভাবে আউট হলেন। হোটেলে ফিরে স্নান, এক কাপ গরম কফি, এবং পার্টি। পার্টি না থাকলে ফ্যানদের চিঠিগুলো শর্টিং করে পড়া আর উত্তর দেওয়া, এমনিতে নিজের জিনিস নিজের হাতে গুছিয়ে রাখতেই বেশি ভালবাসেন। ওরলির ফ্ল্যাটে ওঁর কোন জিনিসে মার্শেনীল বা রোহন হাত দিতে চায় না।

তবে ওরলির ফ্ল্যাটে ওঁর কোন ট্রফি বা পুরস্কার নেই। বোম্বাইয়ে দাদার এ যে ফ্ল্যাটটি রয়েছে, সেখানে থাকেন মা ও বাবা — ট্রফিগুলো ওখানেই থাকে যত্নে। বাবার কথামত সানি ওরলির ফ্ল্যাটে উঠে আসার সময় ঐ পুরস্কারগুলো রেখে আসেন। ছেলের ছবি ও পুরস্কারগুলো মনোহর গাভাসকারের প্রতিদিনের সাথী। স্মৃতির মধ্যে কখনও ডুবে যান তিনি।

মা বাবার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ থাকে টেলিফোনে। বোম্বাইয়ে ম্যাচ থাকলে মাঠে যাওয়ার আগে মা-বাবাকে প্রণাম করে যান। বোম্বাইয়ে যখন থাকেন, প্রায় সন্ধ্যায় স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে ওরলির সমুদ্রসৈকতে ঘুরে আসেন। এবং সে সব দিনে রাতের খাওয়া হোটেলে সারেন। খান চিকেন চাপাটি, লস্যি। ফ্যানদের যেমন অজস্র সমস্যা ও দাবি থাকে, যা চিঠিতে ওঁরা জানান প্রিয় সানিকে, তেমনি আত্মীয় পরিজনরাও যখন আসেন ওঁর ফ্ল্যাটে, তখনও ওঁদের থাকে কিছু দাবি, যা বিব্রত করে সানিকে। টেস্টের সময় দর্শকদেরও ওঁর ব্যাটের কাছে যেসব দাবি থাকে, সানি তাতে খুশি হন না। বরং কেউ যখন শুধু 'গুড়লাক' বলেন, সেই মন্তব্য ভাল লাগে। দীর্ঘ সতের বছর ধরে ওঁকে দর্শকদের অজস্র দাবি পূরণ করতে হয়েছে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চান তিনি। বোম্বাইয়ে থাকলে সকাল দশটায় নিরঞ্জন অফিসে হাজির।

সানিকে ঘিরে গর্ব সবারই। কানপুরে শ্বশুরবাড়ি গ্রীনভিউও ব্যতিক্রম হতে পারে না। সানির বড় মাপের অনেক ছবি দিকে তাকিয়ে শ্বশুর বাড়ির সবার দিন কাটে। দামাদের (জামাই) জন্য ওঁদেরও টেনশন কম নয়। শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার মত সময় সানির হাতে নেই। তাই কানপুরে টেস্ট থাকলে গ্রীনভিউতে তখন 'দামাদের' উপস্থিতিতে উৎসব শুরু হয়ে যায়। অত্যন্ত সংযমী জীবনযাপনে অভ্যস্ত সুনীল গাভাসকার নিয়মের বাইরে কদাচিৎ কাজ করেন। এবং ওঁর মত সুখী মানুষ এদেশে খুব কমই আছেন। কোন দুঃখজনক ঘটনায় ওঁকে কেউ কখনও ভেঙে পড়তে দেখেন নি।



১৯৭৯ তে ইংলন্ড সফর থেকে ফিরেই।



অফিসে সহকর্মীরা গর্বিত, পাড়ায় সবাই রোমাঞ্চিত

'জুয়েল অফ সুরাইয়া'

দেবাশিস দত্ত ওরলির উত্তাল সমুদ্রের একেবারে গা ঘেঁষে হোটেল হিলটপ। ঠিক তার পিছনেই তেত্রিশ নম্বর সুরাইয়া অ্যাপার্টমেন্টস সানির বাসস্থান আটতলার অ্যাপার্টমেন্টস-এ আয়ারটি ফ্ল্যাট সানি থাকেন চারতলায়, ৪১, ৪২, ৪৩ নম্বর ফ্ল্যাটে

অ্যাপার্টমেন্টের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই আপনার চোখে পড়বে তিনটি গাড়ি। প্রথমটি ফিয়াট (প্রিমিয়ার প্রেসিডেন্ট) দ্বিতীয়টি নাক-উঁচু ইংরেজ সাংবাদিকদের দেওয়া হন্ডা এবং তৃতীয়টি কমলালেবু রঙের সেই ছ হাজার ক্রেস মারুতি, মদ্রাজে ত্রিরিশতম সেঞ্চুরি করে স্যার ডনকে টপকে যাওয়ার পর সানি যেটা উপহার হিসেবে পেয়েছিলেন। তিনটি গাড়ি, মালিক একজন। সানি গাভাসকারের নির্দেশেই প্রাণ পায় এই তিনটি যন্ত্র যান

আর একটু এগিয়ে যান। প্রধান প্রবেশদ্বারের মুখেই আপনার পথ আগলে দাঁড়াবে দুইজন নিরাপত্তারক্ষী আপনাকে জবাবদিহি করতেই হবে পঁয়ষট্টি বছরের মিস্টার দেশাই অথবা পঁয়তাল্লিশ বছরের এন জি কদমের কাছে।

নিরাপত্তারক্ষীদের বয়স দেখে নিজেকে বীর ভাবার কোন কারণ নেই। ওদের মুখোমুখি হলেই বুঝবেন বয়সের থাবা ওদের মনে অথবা শরীরে বিন্দুমাত্র দাগ আঁচড় কাটতে পারে নি। চোখে মুখে চেকোস্লোভ যৌবনের ছাপ, অ্যালার্ট পজিশনে দাঁড়ানো মিলিটারির মত সোজা, জ্বলজ্বলে দুটি চোখের দৃষ্টি, স্টান্স নেওয়া গাভাসকারের মতই টানটান।

আপনার আগমনের উদ্দেশ্য জেনে নিয়ে তাঁরা ইন্টারকমে খবর পাঠাবে। অনুমতি পেলে দেখিয়ে দেবে লিফটের দরজা।

এই প্রতিবেদকের দরকার ছিল শুধু এইটুকুই ... আমার টার্গেট সানি গাভাসকার নন, তেত্রিশ নম্বর সুরাইয়া অ্যাপার্টমেন্টসের বাসিন্দারা। সন্দীপের বয়সী হাফ প্যান্ট পরে ক্রিকেট খেলছিল সেকেন্ড ফ্লোরের বাসিন্দা হীরের ব্যবসায়ী সন্দীপ রায়ের পুত্র শুভংকর রায়। সানির অ্যাপার্টমেন্টের বাসিন্দা এই সৌভাগ্যের কথা বলতে গিয়ে কথায় যেই হারিয়ে ফেলল একরণ খুঁটি ক্রিকেটার

শুধু একসঙ্গে থাকাই নয়, চোখে-মুখে ঝিলিক তুলে শুভংকর জানাল এই তো কিছুদিন আগে সানি আমাদের সঙ্গে ক্রিকেটও খেলেছে। এই রাস্তাতেই পোঁতা ছিল উইকেট। খেলা হচ্ছিল এই বিল্ডিং বনাম ঐ বিল্ডিং। আমরা বললাম, সানি ব্যাট করুক মিডল অর্ডারে শুনল না। হাফ প্যান্ট পরেই ওপেন করতে নামল। দু রানেই আউট।'

ইতিমধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন শুভংকরের বাবা সন্দীপ রায়। প্রশ্ন করার আগে ছেলের কথার মাঝখানেই তিনি বলে উঠলেন, 'সানি গাভাসকার? জুয়েল অফ সুরাইয়া

জহুরী না হয়েও অ্যাপার্টমেন্টসের আর এক বাসিন্দা মৃত্যুঞ্জয় সিং-এর মুখেও শোনা গেল একই কথা 'জুয়েল অফ সুরাইয়া'। সুরাইয়া অ্যাপার্টমেন্টসের পনেরটি ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের সবারই একই কথা। সানির ব্যাট হাতে দাঁড়ানো মানেই সুরাইয়ার বাসিন্দাদের চোখ টিভিতে, সানির সাফল্য মানেই সুরাইয়াতে উৎসবের বন্যা।

মৃত্যুঞ্জয় সিং বললেন, 'এত বড় একজন ক্রিকেটার, কিন্তু কোন ইগো নেই। যখন এখানে থাকে, ছোট ছোট ছেলেদের মধ্যে প্রাণের জোয়ার বইয়ে দেয়। আব্দার তো আছেই, তারপর সময় অসময়ে টিপস চাওয়া! কখনও বিরক্ত হতে দেখলাম না। আমরা ভাগ্যবান যে, ওঁর কাছাকাছি থাকার সুযোগ পেয়েছি।'

পাড়ার অন্যান্যদের সঙ্গে কথা বলা গেল। অধিকাংশের বক্তব্য 'এই মানুষটাকে এত খেলতে হয় যে, বেশি এখানে থাকার সুযোগ পায় না। যখন থাকে, তখন সকাল বিকেল ওকে দেখে মনে হয়, ভগবান কি তাহলে মাটিতে নেমে এলেন

নিরলন হাউসের সিন্থেটিক ফাইবারস অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেড সানির অফিস। একসময় প্রচুর ক্রিকেটার কাজ করতেন কারসন ঘাউড়ি, সন্দীপ পাটিল, রবি শাস্ত্রীরা এখন আর এখানে চাকরি করেন না। গোটা নিরলন অফিসে এখন দুজন ক্রিকেটার সুরু নায়েক এবং সুনীল গাভাসকার

সানিকে নিরলনে নিয়ে আসেন তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু হেমন্ত ওয়াইগংকার ... দুপুরে অফিস এ বসেই হেমন্ত বললেন, বন্ধু নয় একজন আত্মীয়, একই পরিবারের লোক। পমি (মার্শেনীল) আমাকে ভাই ডেকেছে। সানি আগে চাকরি করত এ সি সি-তে। আমি তখন নিরলনের স্পোর্টস অফিসার। নিরলনে অফার পেতে আমার কাছে আসে পরামর্শ করতে। এবং তারপরই ও এখানে চলে আসে।'

হেমন্ত বললেন, সানির সঙ্গে আমি আটষট্টি উনসত্তরে একসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে খেলেছি। যে কোন সফরে আমরা একসঙ্গে একই ঘরে থেকেছি নিরলনের হয়ে আমরা যখন সফর করেছি, ও ক্যাপ্টেন আর আমি ম্যানেজার হওয়া সত্ত্বেও থেকেছি একই ঘরে। সানির সব ব্যাপারেই আমি আছি। বাইরে ম্যাচ খেলতে যাওয়ার সময় এয়ারপোর্টে ওকে বিদায় এবং ফেরার সময় স্বাগত জানানো – এসবই আমার কাজ। বলতে পারেন এটা এখন নিয়মে পরিণত। সানির কাজ শুধু আমাকে তার সিডিউল জানিয়ে দেওয়া।'

ওয়াইগংকার মনে করেন দশ হাজার রানের থেকেও বেশি দামী সানির চৌত্রিশটা সেঞ্চুরি। তাঁর কথায়, 'সেঞ্চুরি ইজ সেঞ্চুরি'। তবে আমেদাবাদে দশ হাজার রান পাওয়ার পর টিভিতে দেখা ওর ব্যাট তুলে উচ্ছ্বাস প্রকাশের ছবিটা আমার সারাজীবন মনে থাকবে। আমার মতে ক্রিকেট দুনিয়ায় এখন এক নম্বর নাম সুনীল মনোহর গাভাসকার।'

সামনে দাঁড়াতেই ফাইল থেকে মুখ তুললেন আর এক অফিসার কিরণ মাসার। 'সুনীল আমার সহকর্মী, এটা ভাবতেই রোমাঞ্চ হয়। ওর খেলা থাকলে এসব ব্যস্ততা তখন পিছনে পড়ে থাকে, বসি টিভির সামনে। ওর আকাশচুম্বী সাফল্য আমাদের আর প্রশংসার তোয়াক্কা করে না। উফ্, এই বয়সেও একজন মানুষ নিজেকে এভাবে ফিট রাখতে পারে! সুনীলকে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। ও বড় কিছু করলেই, শুধু অফিসেই নয়, বাড়িতেও উড়ে আসে উৎসবের মেজাজ। যাঁরা ক্রিকেটার, যাঁরা সাধারণ মানুষ, একাগ্রতা অধ্যবসায় কী জিনিস, সুনীলের থেকে তা শেখা উচিত।

সুরু নায়েকের সঙ্গে দেখা হতেই মুচকি হেসে বললেন, 'আপনাদের সমালোচনার সব সুযোগই তো সুনীল নষ্ট করে দিয়েছে। ও এখন সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে। ইংল্যান্ড সফরে গাভাসকারের সঙ্গী ছিলেন সুরু নায়েক। বললেন ওর সঙ্গে খেলে যেমন আনন্দ পেয়েছি, শিখেছিও অনেক কিছু। ওর মানসিকতা, সিরিয়াসনেস সবই দেখেছি মুগ্ধ হয়ে উপকৃত হয়েছি ওর মূল্যবান টিপস পেয়ে। আমি সেই স্বল্প ভাগ্যবানদের একজন, সানির বন্ধুত্ব, সহকর্মী এবং সহ ক্রিকেটারের সান্নিধ্য যাঁরা লাভ করেছে। আমি গর্বিত, ভাগ্যবান।

অফিসে ঘুরে একে একে সানির সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, খেলা না থাকলে, সানি অফিসে আসেন ঠিক সকাল দশটায়। অন্যদের মত সুযোগ নেন না, সারাদিনই কাজে ডুবে থাকেন। ওঁরা বললেন, যখন অফিসে কাজ করে, তখন ও নিরলনের এক্সিকিউটিভ, ক্রিকেটার গাভাসকার নয়। নিয়ে গেলেন সানির অফিসঘরে। সুইংডোর, রিভলভিং চেয়ার, দুর্দান্ত কাঁচে সাজানো চারপাশ, সামনে বিরাট টেবিল, টেলিফোন, ইন্টারকম, ইত্যাদি মানে যা যা থাকার কথা। চোখে পড়ল কিছু ক্রীড়ানায়কের ছবি, সানি যাঁদের ফ্যান। নিজের ছবি? না, একটাও নেই



তেত্রিশ নম্বর সুরাইয়া অ্যাপার্টমেন্টস। এখানেই ৪১,৪২,৪৩ নং ফ্ল্যাটে ...

ছোটবেলা, স্কুল, কলেজ

কারও বন্ধু, কারও ছাত্র, কারও পরিত্রাতা

দেবাশিস দত্ত জন্ম থেকেই ঘটনা বহুল। সংবাদের শিরোণামে আসার মত। জন্মের কয়েকদিন পরই হাসপাতাল কর্মীদের গাফিলতিতে এক ধীবর জননীর পাশে কোলে পৌঁছে যায়। আর সেই ধীবর জননীর পুত্র মীনাল গাভাসকারের কোলে পৌঁছে যায়। মায়ের চোখে যা ধরা পড়ে নি, তা ধরা পড়েছিল, সানির নানকাকার (নারায়ণ মাসুরেকার)। জন্মের পরই তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, সানির কান কানটা কাটা। তিনি পুরান্তারে হাসপাতালে হৈ চৈ ফেলে দেন। অবশেষে ধীবর জননীর কোলে সানিকে খুঁজে পাওয়া যায়। যদি ব্যাপারটা ঘোরাল না হত, এতদিনে সানিও হয়ত জীবনে প্রতিষ্ঠা পেতেন। কিন্তু অন্যভাবে, অন্যজগতে। এ ঘটনা অবশ্য সবারই জানা।

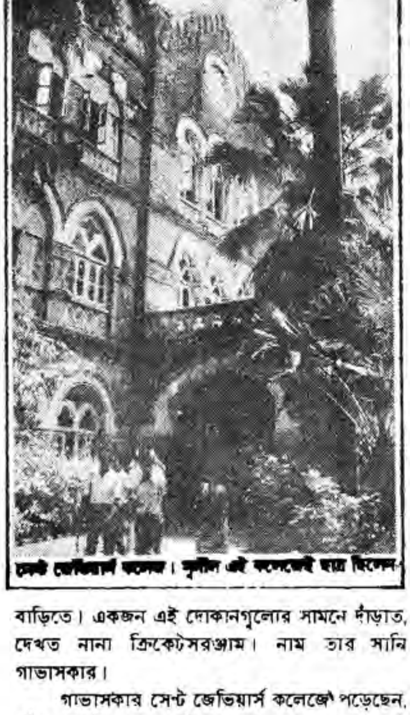
ছোটবেলায় মা-ই ছিলেন সানির সবচেয়ে বড় বন্ধু। ক্রিকেট খেলার প্রথম পাঠ বলতে গেলে তাঁর কাছে। তিনি হাতে সেলাই করে ন্যাকড়ার একটা প্যাড বানিয়ে দিয়েছিলেন। তাই পরে ঘরের মধ্যেই ছোট্টবীর বিক্রমে ব্যাট করতেন। ওদিকে বোলার ও ফিল্ডারের ভূমিকায় তাঁর মা। একবার খেলতে খেলতে প্রচন্ড জোরে একটা বল মারে। বলটা সোজা গিয়ে সানির মার মুখে আঘাত করে। নাক ফেটে রক্ত বেরিয়ে আসে। সানির চোখেও জল ফুটে উঠতে দেখে সানির মা বললেন, 'তুমি এত জোরেই চিরকাল বল মের।'

ছোটবেলা থেকেই সানি কখনও হারতে চান নি। আউট হতে চান নি। পাড়ার বন্ধুদের সংগে যখনই খেলতে খেলতে আউট হয়ে যেতেন, ব্যাট বল নিয়ে চলে আসতেন। ব্যাট-বল সানির, ওকে আউট করলে খেলা বন্ধ হয়ে যাবে। এই ভয়ে বন্ধুরাও সহজে সানিকে আউট করতে চাইতেন না।

বোম্বাইয়ের সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের সামনে যে কোনদিন দাঁড়ান। দেখবেন, একদল ফুটফুটে কিশোর ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে আসছে। হঠাৎ থমকে দাঁড়াচ্ছে, রাস্তার পাশের স্পোর্টস গুডসের দোকানগুলোর সামনে। ভিড় জমাচ্ছে। জ্বলজ্বল করে তাকিয়ে থাকছে। না, থরে থরে সাজানো ক্রীড়াসরঞ্জামের দিকে নয়, দোকানগুলোর শো-কেসের অধিকাংশটা জুড়ে দৃশ্যমান সানি গাভাসকারের নানা ভঙ্গির ছবির দিকে।

স্কুলের বন্দী দশা থেকে মুক্তি পাওয়া কিশোরদের চঞ্চলতা স্তব্ধ করে দিয়েছে এই ছবি।

বছর তিরিশ আগে এই স্কুল থেকে এইভাবেই ঝাঁকে ঝাঁকে কিশোরেরা ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে আসত। তাদের বেশিরভাগই চলে যেত যে যার বাড়িতে। একজন এই দোকানগুলোর সামনে দাঁড়াত, দেখত নানা ক্রিকেটসরঞ্জাম। নাম তার সানি গাভাসকার।



সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ। সুনীল এই কলেজেরই ছাত্র ছিলেন

ছবি: সুজন চট্টোপাধ্যায়

গাভাসকার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়েছেন, এটা সবাই জানে, কিন্তু গাভাসকার যে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে পড়েছেন, এটা খুব কম লোকই জানেন। সেন্ট জেভিয়ার্সের এক শিক্ষকের কণ্ঠে এটা অনেকটা অভিযোগের মত শোনাল।

এখন অনেক শিক্ষকই অবসর নিয়েছেন। বোম্বাই শহর ছাড়িয়ে অনেক দূরে কোথাও চলে গেছেন। দু-চারজন এখনও আছেন। আবার কেউ কেউ হয়ত অবসর নিলেও মাঝে মাঝে স্কুলে আসেন, শিক্ষক বন্ধুদের সংগে আড্ডা মারেন। এরকমই কয়েকজনের সংগে স্কুলছাত্র সুনীল সম্পর্কে কথা হচ্ছিল।

ডি কস্টা, মিঃ রাও, মিঃ নবর, ডি এম চৌধুরী, এখনও অবসর নেন নি। গাভাসকারের কথা বলতে তাদের মধ্যে প্রায় লড়াই লেগে গেল, কে আগে বলবে। তবে একটা ব্যাপারে সবাই একমত, তখন স্কুলের ক্রিকেট টীম বলতে দুজনকেই বোঝাত, সুনীল গাভাসকার এবং মিলিন্দ রেগে। এরা ভাল খেললে টীম জিতত, খারাপ খেললে টীম হারত। তবে ওরা একসংগে খারাপ খেলেছে, এমন ঘটনা মনে নেই, বোধহয় ঘটে নি।

ডি এম চৌধুরীর বয়স এখন, ছাপ্পান্ন। বললেন, 'সুনীলদের আমি সোস্যাল স্টাডিজ ও মারাঠি পড়াতাম। ঠান্ডা, চুপচাপ স্বভাবের ছেলে। পড়াশুনোয় মোটামুটি ভাল ছিল। শুনেছিলাম, খেলার মাঠে ও একইরকম ঠান্ডা, একাগ্র। আমার সহকর্মীরা বলতেন ছেলেটি খুব ভাল ক্রিকেট খেলে। বোম্বাই শহরে ওরকম ভাল ক্রিকেট তো অনেকেই খেলে। তা নিয়ে খুব একটা হৈ চৈ কে করে! তখন যদি জানতাম, এই ভবিষ্যতে বিশ্বের একনম্বর ব্যাটসম্যান হবে, ওর খেলা তখন থেকেই একটু ভালভাবে দেখতাম।

অন্যান্য শিক্ষকরা জানালেন, মোটামুটি নয়



.৬৪–'৬৫ রাজকোটে বরোদা স্কুলের বিরুদ্ধে ১৩৮ রানের ইনিংস খেলে মাঠ ছাড়ছেন হিরো সানি।



সুনীল পড়াশুনোয় বেশ ভালই ছিল। মিঃ চৌধুরী বললেন, 'ওকে বেশিরভাগ সময়েই দেখতাম, ফাদার ফ্রিজের সঙ্গে ঘুরছে। ভাল ব্যাট করত। বেশ জোরে মারত শুনেছি। মাঝে মাঝে কয়েকটা ম্যাচে দেখেছিও'।

ডি কস্টা বললেন, 'তিনবছর আগে স্কুলে এসেছিল। স্কুলের সাহায্যার্থে মহেন্দ্র কাপুর নাইট অনুষ্ঠিত হয়। তাতে ও ছিল প্রধান অতিথি। একটা ছোট ছেলে ক্লাসে চুপ করে বসে থাকত। এখন সে কত বড় মানুষ। কত কথা বলল। তার কথা লোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনল'।

মি রাও-এর বক্তব্য 'ঘুরে ঘুরে গোটা স্কুলটা দেখল। নতুন শিক্ষকদের সঙ্গে পরিচিত হল। পুরনোদের সবার সম্পর্কে খোঁজখবর নিল। স্কুলের উন্নতিতে অর্থ সংগ্রহে নানাভাবে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিল। ওকে দেখে, ওকে পেয়ে গর্বে আমাদের বুক ফুলে যাচ্ছিল'।

এখন অবসর নিয়েছেন মিস ভানু গাদিয়ারি। মাঝে মাঝে স্কুলে আসেন। লাইব্রেরিতে কিছুক্ষণ বসে চলে যান। সুনীলের জন্য তিনিও গর্বিত। নিজের থেকেই সুনীলের সম্পর্কে বলতে শুরু করলেন, 'ওকে মনে আছে, ভীষণভাবে মনে আছে। এবং সেটা ওর ব্যবহারের জন্য। এখন তো যাকে পাই তাকেই বলি, সুনীল আমার স্কুলের ছাত্র ছিল, আমার ছাত্র ছিল'।

জি ফেরিস, অ্যালান রডরিগস আর টেলিস, এম র‍্যাফেল ও জি জি কাশ্যপ যখন স্কুলে পড়াতে ঢুকেছেন তখন সুনীল কলেজ-জীবনে প্রবেশ করেছেন। তবে সুনীলের সম্বন্ধে নানারকম গল্প শুনে তারাও গর্বিত। তাঁরা বললেন, 'মহেন্দ্র কাপুর নাইটের সময় কথা বলেছি। আমরা মুগ্ধ ওর ব্যবহারে'।

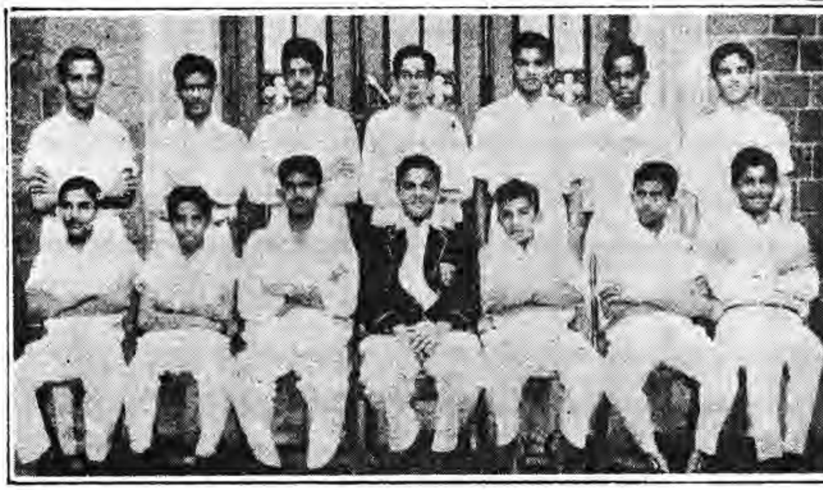
সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের প্রিন্সিপাল জন মিসকুইটা। তিনি সুনীলকে পড়ান নি। তবে তিনি প্রিন্সিপাল থাকাকালীন সুনীল ওই কলেজে পড়তেন। সুনীলের সম্বন্ধে তিনি খোঁজখবরও রাখতেন। ওর সময়ে কলেজ ক্রিকেটে সাফল্যের জোয়ার এসেছিল। ওর সময়ে কৈলাস ঘাটানি, চান্দু কাপাডিয়া, অশোক মানকড়, মিলিন্দ রেগে কলেজকে অভূতপূর্ব সাফল্য এনে দিয়েছিলেন। তবে সুনীলের অবদানই সবচেয়ে বেশি।

ওর আগেও অবশ্য অনেক ক্রিকেট নক্ষত্র এই কলেজকে সাফল্য এনে দিয়েছে। রুসি মোদি, নরি কন্ট্রাক্টর, পলি উমরিগড়। তাই ওকে দেখে কখনও ভাবি নি ও এতবড় ক্রিকেটার হবে। ছাত্র হিসেবেও অসাধারণ ছিল না। তবে খেলার ব্যাপারে ওর অস্বাভাবিক আগ্রহ ছিল।

'ফাদার গনজালভেস ছিলেন আমাদের গেম টিচার। ফিংজ জোয়াকিমসন ছিলেন আমাদের ক্রিকেট কোচ। এঁদের দুজনের সঙ্গেই সুনীলের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ ও মধুর।

'এই তো কয়েকমাস আগের সুনীলের সঙ্গে কথা হল। কলেজের জন্য বেনিফিট ম্যাচ খেলে অর্থ সংগ্রহ করে দেবে বলল। মহাপালিক মার্গের এই কলেজে ঢুকতে বেরতে এখন মনে হয়, আমার আর একটা পরিচয় আছে, আমি সুনীলের কলেজের প্রিন্সিপাল'।

স্কুলে পড়ার সময়েই সুনীলের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ও হ্যারিস শীল্ড (সিনিয়র) জিল শীল্ড (জুনিয়র) দুটোতেই খেলত।



জিল শীল্ডে স্কুল টীমে সুনীল

কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ জে বি মিস্ত্রী বললেন, 'সুনীল আমি একই স্কুলে পড়তাম। ও আমার থেকে দু বছরের জুনিয়র ছিল। মিলিন্দকে ও সুনীলকে প্রায় সব সময়ই অনুশীলন করতে দেখতাম। আমিও ওদের সঙ্গে খেলেছি। ও যখন কলেজে পড়ে সর্বত্র ওর নাম ছড়িয়ে গেছে। এইটথ স্ট্যান্ডার্ডের পর থেকেই ওর নাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সেদিন কলেজে আমাকে ঠিক চিনতে পারল। যতই ভাল খেলুক, কখনই ভাবতে পারি নি ও এতবড় হবে।

আমার কাছে দুটো গ্রুপ ফটো আছে। একটা ১৯৬৪ আর একটা ১৯৭০। ১৯৭০-এ তো ও দাপটে খেলছে'।

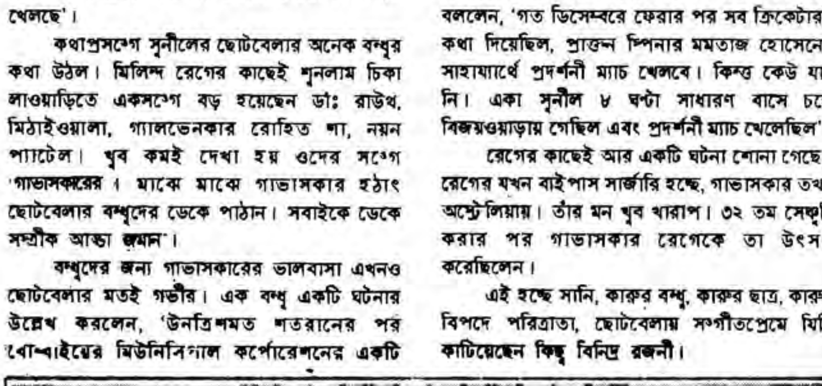
কথাপ্রসঙ্গে সুনীলের ছোটবেলার অনেক বন্ধুর কথা উঠল। মিলিন্দ রেগের কাছেই শুনলাম চিকা লাওয়াড়িতে একসঙ্গে বড় হয়েছেন ডাঃ রাউথ, মিঠাইওয়ালা, গ্যালভেনকার রোহিত শা, নয়ন প্যাটেল। খুব কমই দেখা হয় ওদের সঙ্গে গাভাসকারের। মাঝে মাঝে গাভাসকার হঠাৎ ছোটবেলার বন্ধুদের ডেকে পাঠান। সবাইকে ডেকে সস্ত্রীক আড্ডা জমান'।

বন্ধুদের জন্য গাভাসকারের ভালবাসা এখনও ছোটবেলার মতই গভীর। এক বন্ধু একটি ঘটনার উল্লেখ করলেন, 'উনত্রিশমত শতরানের পর বোম্বাইয়ের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের একটি সংবর্ধনা সভায় সুনীল বলে, আমাকে সব সময় সমালোচনা করে সতর্ক করে, একজন আমার সাফল্যের পথে অনেক সুবিধা ঘটিয়েছে। সেই ভদ্রলোকটি এখানে এই সভায় আছেন। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে নিজের পরিচয় না দিলে সবাইকে চিনিয়ে দেব। হঠাৎ গাভাসকার মিলিন্দ রেগেকে দেখিয়ে দিল, এই সেই ভদ্রলোক'।

অত্যন্ত সহযোগিতাপূর্ণ মহৎ হৃদয়ের অধিকারী গাভাসকার। শুধু ছোটবেলার স্কুল, কলেজের সাহায্যে নয়, যে কোন মানুষকে সাহায্য করার জন্য সব সময়ই গাভাসকার তৈরি থাকে। মিলিন্দ রেগে বললেন, 'গত ডিসেম্বরে ফেরার পর সব ক্রিকেটারই কথা দিয়েছিল, প্রাক্তন স্পিনার মমতাজ হোসেনের সাহায্যার্থে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলবে। কিন্তু কেউ যায় নি। একা সুনীল ৮ ঘণ্টা সাধারণ বাসে চড়ে বিজয়ওয়াড়ায় গেছিল এবং প্রদর্শনী ম্যাচ খেলেছিল'।

রেগের কাছেই আর একটি ঘটনা শোনা গেছে। রেগের যখন বাইপাস সার্জারি হচ্ছে, গাভাসকার তখন অস্ট্রেলিয়ায়। তাঁর মন খুব খারাপ। ৩২ তম সেঞ্চুরি করার পর গাভাসকার রেগেকে তা উৎসর্গ করেছিলেন।

এই হচ্ছে সানি, কারুর বন্ধু, কারুর ছাত্র, কারুর বিপদে পরিত্রাতা, ছোটবেলায় সংগীতপ্রেমে যিনি কাটিয়েছেন কিছু বিনিদ্র রজনী।



হ্যারিস শীল্ডে সিনিয়র দলেরও সদস্য ছিলেন সুনীল

লেখক, মডেল, ব্যবসায়ী, অভিনেতা, আর্তের বন্ধু----তিনি অন্যরকম

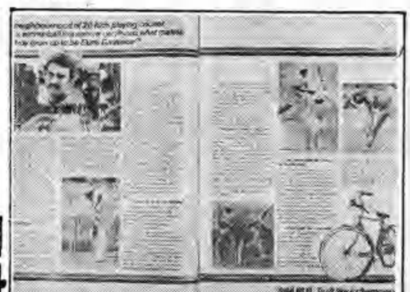
খেলার প্রতিবেদন : 'ব্যাপারটা যদি এমন হত, ভুল ধরা না পড়ে শেষপর্যন্ত সুনীলকে বেড়ে উঠতে হত জেলে পাড়ায়, আমি নিশ্চিত,তাহলেও সুনীল কোন না কোন কিছুতেরেকর্ডকরত। হয়ত একটা সাধারণ ছিপ দিয়ে মাঝ সমুদ্র থেকে তুলে আনত বিশাল এক তিমি!'

সুনীল গাভাসকার সম্পর্কে একবার একথা বলেছিলেন গোপাল বসু। শেষ পর্যন্ত জেলে পাড়ায় সুনীলকে যেতে হয়নি ঠিকই কিন্তু ক্রিকেটের বাইরেও যে তিনি অনেকগুণের অধিকারী, তার বিস্তর প্রমাণ হাতের কাছেই রয়েছে। এখন ক্রিকেট খেলাটা একজন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারের কাছে দৈনন্দিন কাজের মধ্যেই পড়ে। শুধু দেশে নয়, ক্রিকেটের জন্য তাঁদের বিদেশে কাটাতে হয় বছরের বেশ কয়েক মাস। ক্রিকেটের বাইরে অন্য বিষয়ে তাই সময় দেওয়া যায় না। তবু এরই মধ্যে সামান্য ক্রিকেট-অবসরকে যে কাজেই ব্যবহার করেছেন সুনীল গাভাসকার, সাফল্য পেয়েছেন আশাতীত ভাবে।

লেখক সুনীল গাভাসকারের সংগে শুধু ভারতীয়দেরই নয়, পরিচয় পৃথিবীর সমস্ত ক্রিকেটপ্রেমীদেরই। টেস্ট ক্রিকেটে গাভাসকার তখন টগবগে তরুণ, প্রথম বই প্রকাশিত হল সেই সময়ে। উনিশশ ছিয়াত্তরে সানি ডেজ ক্রিকেটমহলে দারুণভাবে সাড়া জাগাল, বিক্রি হল রেকর্ড সংখ্যক কপি। সানি ডেজ-এ গাভাসকার জানালেন, কীভাবে তিনি উঠে এলেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের রাজপথে। এরপর সুনীল গাভাসকারের কলম থেকে বেরিয়েছে 'আইডলস', 'রানস অ্যান্ড রুইনস' এবং 'ওয়ান ডে ওয়ান্ডার্স' এর মত স্মরণীয় বই। ব্যস্ততার মধ্যে কলম এবং মগজ চালান, তবু ঝরঝরে সাবলীল ভাষা, অন্তর্নীহিত ঘটনা বহুল কাহিনী প্রত্যেকটি বই-এ পাঠক সমাজে সমাদর পেয়েছে যে কোন পেশাদারী লেখকের খেলা-বইয়ের মতই কোথাও তার চেয়েও অনেক বেশি। আইডলস-এ গাভাসকার মূলত আলোচনা করেছেন তাঁর সমসাময়িক ক্রিকেটারদের নিয়ে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দীর্ঘদিন কাটানোর সুবাদে কাছাকাছি এসেছেন একাধিক প্রাতঃস্মরণীয় ক্রিকেটারদের। তাঁদের থেকে বেছে নেওয়া নিজের আদর্শ ক্রিকেটারদের নিয়ে আলোচনা করতে বসে তিনি কিন্তু ভুলে যাননি নিজের দেশের কখনও টেস্ট না খেলা দুই ক্রিকেটার রাজিন্দার সিং গোয়েল এবং পদ্মকার শিভালকারকে। এখানেই লেখক মহৎ গাভাসকারের শেষ পরিচয়।

সম্পাদক গাভাসকারের সংগে একটু বেশিই পরিচয় আছে বাংলার বিশেষ করে কলকাতার ক্রিকেটপ্রেমীদের, ইন্ডিয়ান ক্রিকেটারের সুবাদে। সম্পাদক গাভাসকার কেমন? প্রথম যখন কথাবার্তা হয় আজকাল কর্তৃপক্ষের সংগে, গোটা পরিকল্পনাটা জানতে চান গাভাসকার। পরবর্তীকালে 'আজকাল' এ এসে খোঁজখবর নেন বিভিন্ন টেকনিক্যাল ব্যাপারেও। এই তথ্যগুলো তুলে ধরা এই প্রতিবেদকের একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, নামী ক্রীড়াবিদ্‌রা পত্রিকার সম্পাদনার কাজে যেভাবে জড়িয়ে থাকেন, সুনীল গাভাসকারের সংগে তার কোন সাদৃশ্য নেই। প্রতি সংখ্যাতেই মূল বিষয়সূচীর ওপর চূড়ান্ত রায় দিতেন তিনি নিজেই। তাঁর কথাতে এবং উদ্যোগে ইন্ডিয়ান ক্রিকেটারে নিয়মিত লিখেছেন বথাম, রিচার্ডস, কানহাই, ব্রিয়ারলি, ট্রুম্যান স্নো, ওয়াসিম রাজার মত ক্রিকেট নক্ষত্ররা। নিজের দুর্ধর্ষ সম্পাদকীয় ছাড়াও সম্পাদক নিজে ইন্টারভিউ করেছেন গ্যারি সোবার্স, জাহির, ইমরান, বিশ্বনাথ, পাটিল, লিলিদের। সম্পাদনার ব্যাপারে এতটাই সিরিয়স ছিলেন সানি, জানতে চেয়েছিলেন, আজকাল অফিস এবং তাঁর বোম্বাইয়ের বাড়িরমধ্যে টেলিপ্রিন্টার লাইন বসানোর খরচ কত!

প্রথম সংখ্যার কাজ তখন দ্রুত গতিতে এগচ্ছে, ভারতীয় দলের নেতৃত্ব থেকে অপসারিত হলেন গাভাসকার। ইন্ডিয়ান ক্রিকেটার দপ্তরে নির্দেশ এল প্রথম সংখ্যার কভারে যেন অবশ্যই থাকে নবনির্বাচিত অধিনায়ক কপিলদেবের রঙিন ছবি। মন্তব্য নিশ্চয় নিষ্প্রয়োজন।



লেখক সুনীল

একই রকম সাফল্য এসেছে ব্যবসায়ে এবং মডেলিংয়ে। সানিজ স্পোর্টস বুটিক এবং সম্প্রতি প্রফেশনাল ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ (পি এম জি) এর সাফল্যের খবর সবাই জানেন। এই দুটি প্রতিষ্ঠানেরই আংশিক মালিকানা রয়েছে গাভাসকারের। স্বল্প অভিজ্ঞতার ফয়দা তুলে নিয়েছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। মাত্র দুই হাজার টাকায় সময় উল্লেখ না করা চুক্তিপত্রে সই করিয়ে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান গাভাসকারকে ব্যবহার করেছে দিনের পর দিন। পরবর্তীকালে অবশ্য এই পেশার নিয়মকানুন গাভাসকার মেনে চলেছেন কঠোরভাবেই। এদেশেও আছেন এমন দু-তিনজন ক্রিকেটার যাঁরা বিভিন্ন ব্যাট উৎপাদনকারী সংস্থার সংগে চুক্তিবদ্ধ। চুক্তির শর্ত অমান্য করার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন কপিলদেব, মহিন্দার অমরনাথ এবং দিলীপ বেংগসরকার। কিন্তু এখন পর্যন্ত এমন কোনও অভিযোগ ওঠেনি সুনীল গাভাসকারের নামে। ক্রিকেটের মতই তিনি পেশাদারী স্বতন্ত্র বজায় রেখেছেন বিজ্ঞাপনেও।

যদিও অভিনয়ে তেমন সাফল্য পাননি গাভাসকার, কিন্তু ঘটনা হচ্ছে এই যে বোম্বাই চলচ্চিত্র জগতের অনেকেই তার গভীর অনুরাগী বা অনুরাগিণী। হিন্দি ছবি সম্পর্কে ধারণার কথা জানাতে তিনি একবার মন্তব্য করেছিলেন 'মেড বাই অ্যাসেস ফর মাসেস!' সানির মন্তব্যে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন দেব আনন্দ। কিন্তু তাতে ধারণা বদলাননি সানির। বলেছিলেন, 'কথাটা আমি সাধারণভাবে বলেছি। ব্যতিক্রমও আছে। ভাল ভারতীয় ছবি আমরা কম দেখিনি। ভাল ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পীও আমরা কম দেখিনি।'

সানি অভিনীত মারাঠী ছবি 'সাভেলি প্রেমাচি' তেমন জনপ্রিয় হয়নি ঠিকই, কিন্তু অভিনয় ক্ষমতা যে সানির তেমন কম নয়, ক্রিকেটপ্রেমীরা তা জানেন। মাঠে কাদির, দোশি, যাদব, রবির হুবহু বোলিং অ্যাকশন 'ওপেন এয়ার স্টেজে' দর্শকদের সামনে তুলে ধরা তো খুব সহজ নয়।

এত ব্যস্ততার মধ্যেও সুনীল কিন্তু বিপদগ্রস্ত, বিকলাংগ, অথবা বন্যায় দুর্গতদের জন্য ছুটে যান। যখনই ডাক পেয়েছেন আর্তদের, ছুটে গেছেন সব কাজ ফেলে রেখেই। একবার বিজয় মার্চেন্টের সংগে মূক ও বধির শিশুদের একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার পর চোখের জল গোপন রাখতে পারেননি। আর একবার অনেকক্ষণ অন্ধ শিশু ছাত্রদের সংগে সময় কাটিয়ে বলেছিলেন, 'জীবনের এটি অন্যতম মূল্যবান মুহূর্ত।'

যখন বাড়িতে থাকেন, প্রতিদিনই ক্রিকেট খেলেন বাচ্চাদের সংগে। সময় পেলেই বালক-ক্রিকেটারদের ডেকে নেন, খেলেন অত্যন্ত সিরিয়সভাবে। বোম্বাইয়ের বাইরে, এমনকি ভারতের বাইরেও এমন ঘটনা অনেকবারই ঘটেছে, মাঠে বা রাস্তায় ক্রিকেট খেলতে দেখে গাড়ি থেকে নেমে এসেছেন সুনীল। ব্যাট করেছেন, কখনও বা বল, কিছু টিপস, হাসিমুখে আবার ফিরে গেছেন গাড়িতে। বালক ক্রিকেটাররা অপলক দৃষ্টিতে দেখেছে সানির চলে যাওয়া, বাড়ি ফিরে গেছে কিছু মূল্যবান মুহূর্ত নিয়ে, যা শুধু তাদের, শুধু তাদেরই সারা জীবনের সম্পদ।

একাধারে পেশাদারী মানুষটি আসলে মানবতারও প্রতিমূর্তি। হীরের পরিচয় পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলে যদি থাকে হীরেই, তাহলে জেলে পাড়াতেও সুনীল হয়ে উঠত অবশ্যই সুনীল। মাঝ সমুদ্র থেকে ধরে আনতই বিশাল এক তিমি, হ্যাঁ, ঐ সাধারণ ছিপ দিয়েই!

বন্যাত্রাণে অর্থসংগ্রহে সুনীল গাভাসকার।



মডার্ন ডেকরেটর্স

শতাব্দীর বিস্ময়
সুনীল গাভাসকারকে

নিবেদন করছে
অকৃত্রিম শ্রদ্ধা



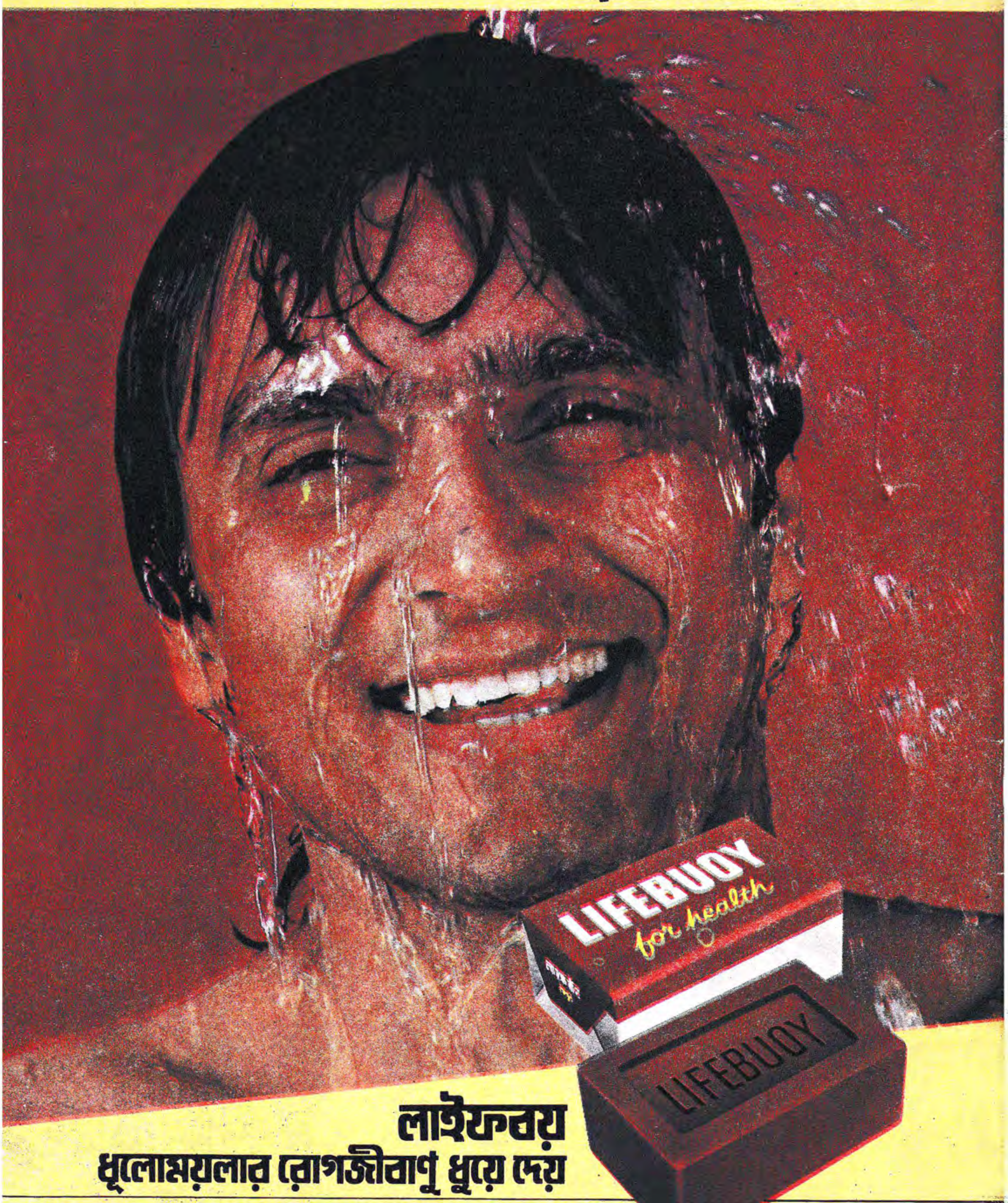
**"এক অতুলনীয় খেলোয়াড়
এবং অবিমিশ্র ভদ্রজন"**

ভিভ রিচার্ডস

এক্সিবিশন, প্যাভেলিয়ন
প্যান্ডাল সংক্রান্ত সব
নির্মাণের কাজে দীর্ঘ
অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা।
৬৫ এ ডব্লু সি ব্যানার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৪
ফোন ৫৫-২৫৪৯, ৫৫-৬৫৬৫

KHELA'10 APRIL 1987
Registration No – 37823/82

লাইফবয় যেখানে স্বাস্থ্যও সেখানে।



লাইফবয়
ধূলোময়লার রোগজীবাণু ধুয়ে দেয়
হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন
LINTAS L 97 2719 BG